আগুনের আলো

ভূপর্যটক

রামনাথ বিশ্বাস

১৯৩২

জ্যোতি প্রকাশালয়
২০৬, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীজ্যোতির্ময় ঘোষ
ভারত বুক এজেন্সী
২০৬, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা

মূল্য—৩৲

মুদ্রাকর :
শ্রীকার্তিকচন্দ্র দে
নিউ মদন প্রেস
৯৫, বেচু চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট
কলিকাতা

"আগুনের আলো" কি ধরণের উপন্যাস হ'ল, পাঠক পাঠিকাই তার বিচার ক'রবেন। এই ধরণের উপন্যাস লিখার উদ্দীপনা যুগিয়েছে আমার সম্পর্কিত নাতি শ্রীমান বিনয়েন্দ্র ভট্টাচার্য্য। বইএর ভাষা সংস্কারও সেই অনেকটা করেছে, সেজন্য বইখানা তাকেই স্নেহাশীর্বাদ স্বরূপ দিলাম।

গ্রন্থকার

আগুনের আলো

নিউইয়র্কের প্রসিদ্ধ রেকেটিয়ার ওয়াল্‌স্ স্ট্রিট্ দিয়ে মাথা নত করে চলছিল। কি মনে করে পাশের বাড়ীটার নেম্‌প্লেটের দিকে তাকিয়ে দেখল, লিখা রয়েছে "গুপ্ত ধন রহস্য" ফ্লেট নম্বর বার, উনিশ তলা। কোনরূপ দ্বিধা না করে লিফ্‌টে গিয়ে দাঁড়াল এবং যথাস্থানে পৌঁছে দরজায় মৃদু করাঘাত করল। মিনিট খানেকের মধ্যেই একজন বৃদ্ধ স্ত্রীলোক দরজা খুলে বাইরে এসে জিজ্ঞাসা করলেন "কি চাই?" রেকেটিয়ার জনসন্ অতি ভদ্রভাবে বললে মামুলি প্রস্‌পেক্টিং এর আশায় এসেছি, দয়া করে যদি সাহায্য করেন তবে বাধিত হব। "ভিতরে আসুন" বলেই স্ত্রীলোকটি জনসনের হাত ধরে রুমে নিয়ে গিয়ে বসালেন।

রুমটিতে কয়েক খানা চেয়ার আর একটা ওকের মস্তবড় গোল টেবিল ছিল। টেবিলটার ঠিক উপরে একটা বিজলী বাতি। বাতিটা দেখতে ঝুলছিল বলেই মনে হয়, কিন্তু নিউইয়র্ক শহরে বিজলী-বাতি একটুও নড়তে পারে না। সিসার নলের ভিতর দিয়ে বিজলীর তার টেনে যথাস্থানে ফিট্ করে রাখা হয়। দেখলেই মনে হয় একটা শক্ত নলের মুখে মস্তবড় বালবটা রয়েছে। শক্ত কথাটার উপলব্ধি পশ্চিম

ইউরোপের এবং আমেরিকার লোক বেশ ভাল করেই বুঝে। বিজলী বাতির তার দুটা যেখানে এসে সিসার মুখের কাছে মিলেছে সেখানে বাল্‌বটা ফিট্‌করা হয়েছে এবং দেখলে মনে হয় বাস্তবিকই ঘরে স্থীরতা এবং ধীরতা বর্ত্তমান। এখানে বেকেটিয়ার্সের বজ্জাতি চলবেনা।

জনসন বসার পর স্ত্রীলোটী তাকে বললেন আমি এখানে চাকুরী করি, আপনার কথার প্রত্যুত্তর দেবার মত অধিকার আমার নেই। মিষ্টার নর্টনকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, তিনি হয়ত আপনার প্রশ্নের জবাব দিতে পারবেন, এই বলে স্ত্রীলোকটি জনসনের মুখের দিকে না তাকিয়েই অন্য রুমে চলে গেলেন।

প্রায় দশ মিনিট অতিবাহিত হল কেউ এলনা দেখে জনসন্ একটু ও স্তম্ভিত হলনা, সে জানত এরূপ ব্যবসায়ীরা লোককে নানামতে পরীক্ষা করে। সেও চুপ করে বসে থাকল। আধ ঘণ্টা পর এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক অন্য রুম হতে বের হয়ে এসে বললেন "বড়ই দুঃখিত মশাই অনেকক্ষন ধরে বসে আছেন, এখানে আসার অভিপ্রায় জানতে পারি কি ?"

জনসন্ বললে নীচের নেম্‌প্লেটটা আপনাদের নিশ্চয়ই।

—মুশাই ; এটা আমাদেরই, বলুন কি চাই ?

—চাইবার মত কিছু নেই, আমি মামুলী লোক, জানতে আসছি ভাগ্য ফেরবে কিনা ?

ভাগ্যের কথা বলছেন, এখন থেকে সৌভাগ্য এবং দুর্ভাগ্যে

এখানে ঠিক হবেনা। বার্লিনে বসে হিটলার সকলের ভাগ্য ঠিক করবেন।

১৯৪০ সালেই বোধ হয় যুদ্ধ বাধবে। এবার যুদ্ধের সংবাদ পড়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

যুদ্ধের সংবাদ নেবার মত সময় আমার নেই মশাই, দয়া করে আমাকে সাহায্য করুন তবেই সুখী হব।

আমাদের ফি জানেনত ?

না মশাই।

প্রত্যেক ঘণ্টায় দুই হাজার ডলার।

দুই হাজার ডলার ফি দিতে হবে তারপর গুপ্তধনের সন্ধান, তাই হবে, এই নিন চেক্।

আমরা চেক্ নেই না, পেপার ও নয় খাঁটি সোনা বুঝলেন। তারপর এখানে লেনদেনের কোন কারবার হবে না। আপনি দুঘণ্টার ফি চার হাজার ডলার ব্যাংক অব আমেরিকাতে জমা দিয়ে আসুন। সংগে রসিদ খানা নিয়ে আসবেন তারপর কথা হবে। আপনার একটি মিনিট ও আমরা অনর্থক খরচ করবনা।

জনসন্ বৃদ্ধকে ধন্যবাদ জানিয়ে আধ ঘণ্টার মধ্যে সোনা জমা দিয়ে পুনরায় দ্বারে টোকা দেওয়া মাত্র দরজা খুলে গেল। মহিলাটি এসে জনসনের হাত ধরে ঘরে নিয়ে গেলে। তারপর এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক এসে জনসনের সম্মুখে দাঁড়ালেন।

জনসন্ বৃদ্ধের হাতে একখানি রসিদ দিল। রসিদে চার হাজার ডলারের সোনা জমা দেওয়া হয়েছে বলে স্পষ্ট করে লিখা ছিল। রসিদ খানা হাতে নিয়ে বৃদ্ধ জনসন্‌কে বললেন "এখন আপনি একটু বিশ্রাম করুন, মহিলাটি আপনাকে সামান্য খাদ্য এনে দিবেন এবং কয়েকটি সিগারেটও পাবেন। কাছেই একটি কলিং বেল এবং একখানা টেবিল এনে দেওয়া হবে। খাবার শেষ হওয়া মাত্র—টেবিলটা এবং কলিং বেল সরিয়ে নেওয়া হবে। এর পরে যারা আসবেন তারাই আপনার কথার জবাব দিবেন এবং তখন থেকেই দুঘণ্টা সময় আরম্ভ হবে।

বৃদ্ধ চলে যাবার পর অন্য একটি মহিলা খাদ্য নিয়ে এলেন। তার পেছনেই একজন লোক একটি টেবিল নিয়ে এল। টেবিলে টেবিল ক্লথ দিয়ে তাব উপবে নানারূপ খাদ্য সাজিয়ে জনসনকে মাথা নত করে আহ্বান করা হল। জনসন্ খেতে বসল। জনসন্ আমেরিকাতে জন্মেছে এবং তার বয়স প্রায় চল্লিশ হতে চলেছে কিন্তু এমন সুখাদ্য সে কোথাও খায় নি। খাদ্যের সংগে মদ ছিল না তাও লক্ষ্য করার বিষয়। কাফির জলের সংগে খেজুরের গুড় মেশানো থাকায় একটা সুন্দর গন্ধ বের হয়ে আসছিল। সেইরূপ গন্ধ সে কোথাও পায় নি। খাবার শেষ করে জনসন বেল্ টিপল না। হিসাব করে দেখল তাকে যে খাদ্য দেওয়া হয়েছে তার দাম কমের পক্ষে চল্লিশ

ডলার হবে। সিগারেট দিয়াশলাই দিয়ে ধরিয়ে বুঝল এরূপ সিগারেটও সে খায় নি। কড়া মিঠা তামাক, তাতে নানারূপ মসলার সংমিশ্রন। মসল্লার সুগন্ধে ও রুম আমোদিত হচ্ছিল। চার পাঁচটা সিগারেট ক্রমাগত খেয়ে আর এক পেয়ালা কাফি খেল তারপর বেল বাজিয়ে দিল। সেকেণ্ডের মধ্যে তুইজন লোক এসে টেবিল সমেত প্লেট এবং গ্লাস গুলি নিয়ে গেল। অন্য লোকটি ঘরটা পুনরায় পরিষ্কার করে বলল—কাজ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত আর সিগারেট খেতে পারবেন না এখন আপনার ফি-এর সময় আসছে।" ভুক্তাবশিষ্ট সিগারেটটি হাত থেকে ছাইদানীতে ফেলামাত্র লোকটী ছাইদানীটি উঠিয়ে নিল। জনসন্ গুপ্তধনের সংবাদের অপেক্ষায় বসে রইল।

ঘরের ভেতর তুজন লোক প্রবেশ করা মাত্র মাথায় উপরের বাতিটা ক্রমে নেমে এসে টেবিল থেকে তুহাত উপরে থেকে আলো বিকিরণ করতে লাগল। একজন ভদ্রলোকের হাতে কতকগুলি মানচিত্র ছিল, অন্য জনের হাতে ছিল কতকগুলি তুলি এবং ওয়েল পেপার। যার হাতে মানচিত্র ছিল তিনি একটার পর—আর একটা মানচিত্র দেখিয়ে যাচ্ছিলেন এবং পৃথিবীর কোথায় কি গুপ্তধন লুক্কায়িত আছে তার কথা চুম্বকে বলে যাচ্ছিলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি মানচিত্রে স্থান নির্দেশ করছিলেন।

অনেক গুলি মানচিত্র দেখার পর জনসন্ একখানা মানচিত্রের

উপর হাতরেখে বললে এই স্থানটাই আমি পছন্দ করছি। আপনারা এই স্থানটির এক খানা বড় মানচিত্র আঁকুন এবং কত অর্থ পাবার সম্ভাবনা আছে তার ও একটি ঐতিহাসিক তথ্য পূর্ণ বর্ণনা দিন। আপনারা আমার জন্য মাত্র আধঘণ্টা সময় খরচ করছেন, বাকি সময় টুকুর মধ্যে মানচিত্র এবং বর্ণনা লিখে দিন।

যার হাতে মানচিত্র ছিল তিনি বললেন "মানচিত্র এবং বর্ণনা লিখতে সপ্তাহ খানেক সময় লাগবে। সে কাজের জন্য আপনার এক পয়সাও খরচ করতে হবে না। অন্যান্য উপদেশ যা চাইবেন তাতেও কিছু খরচ করার দরকার হবে না। এখন বলুন ত আপনি কত টাকা খরচ করতে সক্ষম হবেন? আপনার মুলধনের উপর এই কাজটির সমুহ নির্ভর করছে।

জনসন্ বললে কতটাকা মুলধন হওয়া চাই তাও আপনারা বর্ণনা পত্রে লিখে দিবেন। অর্থের অভাব হবে না। ব্যাংক-অব-আমেরিকাতে আমার অনেক শেয়ার আছে। এখন যেতে পারি কি?

হাঁ মশাই এখন যেতে পারেন। সাতদিন পর এসে দেখা করবেন। তখন সকল কথা বিশদ ভাবে বুঝিয়ে দেব গুড ল্যক্।

ওয়াল্স স্ট্রিট্ হতে বিদায় হয়ে জনসন্ বাইশ নম্বর স্ট্রিটে গেল। সেখানে তার এক ভারতীয় বন্ধু থাকত। বন্ধুটি আলীরাজা নামে পরিচিত। আলীরাজা হালে লিখাপড়া শিখেছে এবং

ভারতের ইতিহাস এবং ভূগোল সম্বন্ধে পরীক্ষা দিয়ে একটি ডিগ্রী লাভ করেছে। আলীরাজা ও এক জন বড় দরের রেকেটিয়ার অর্থৎ জোয়াচ্চোর। বর্ত্তমানে সে জোয়াচ্চুরী পরিত্যগ করে শিক্ষার দিকে মন দিয়েছে। পূর্বে তার অর্থাভাব ছিল না, বর্তমানে অর্থাভাব দেখা দিয়াছে। তু হাজার ডলারের মত বই কিনেছে। তার স্পেনিশ স্ত্রীকে সমাজে স্থাপন করার জন্য অকাতরে অর্থ খরচ করেছে। ভারতীয় সমাজে প্রতিপত্তি অর্জনের জন্য ইণ্ডিয়া ক্লাবে হাজার হাজার ডলার দিয়েছে। এসব করেই আলীরাজা অনেকটা রিক্তহস্ত। আলীরাজার সংগে জনসনের আট বৎসর পূর্বে একবার দেখা হয়। আলীরাজার ঘরে পুস্তকাবলীর সন্নিবেশ দেখে জনসন্ তার সংস্রব ত্যাগ করে, কিন্তু আজ হঠাৎ আলীরাজার কথা মনে হওয়ায় সেইদিকেই রওয়ানা হয়।

আলীরাজার ঘরে গিয়ে কড়া নাড়া মাত্র তার স্ত্রী দরজা খুলে দিলেন এবং জনসনকে দেখে বিষন্ন মুখে জুলীয়া বল্লেন ভাবছিলাম এদিকে আর কখনও আসবেন না এখন দেখছি আমাদের ভুলতে পারেননি, কারণ কি মিষ্টার জনসন্?"

জনসম্ ঘরে প্রবেশ করে বললে "ভয়ের কোন কারণ নেই, আপনার স্বামী এখন পণ্ডিত লোক। তার পাণ্ডিত্য পরীক্ষা করতে এসেছি। যদি সে আমার কথার উত্তর দিতে পারে

তবে আপনাদের অর্থাভাব চিরজীবনের মত থাকবে না। সে আরও ভাল বই কিন্‌তে পারবে।

উভয়ে মিলে আলীরাজার পড়বার ঘরে প্রবেশ করলেন। আলীরাজা তখন তন্ময় চিত্তে মস্তবড় একটা বই পড়ছিল। তার দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য জুলীয়া একটা প্লেটের উপর একখানা চামচে ফেলে দিলেন। চামচেটা ফেলামাত্র প্লেটটাতে টন্ করে একটা শব্দ হল। শব্দটা কিসের জানবার জন্য আলীরাজা ঘার ফিরিয়ে তাকাল এবং জনসন্‌কে দেখামাত্র পূর্বের দুষ্কর্মের কথা মনে হওয়ায় মাথা নত করল। জনসন্ বুঝল কেন আলীরাজা মাথা নত করেছে। কাল বিলম্ব না করে জনসন্ বললে" শুন আলীরাজা, তোমার কাছে কোনও বদমতলবে আসিনি। তুমি কত বড় পণ্ডিত হয়েছ তাই জানতে এসেছি। জনসনের কথা শুনে আলীরাজার ধরে প্রাণ এল। আলীরাজা জিজ্ঞাসা করলে "বল তোমার কি জানবার আছে ?"

জনসন্ বললে "এটাই সর্বপ্রথম বল তোমাদের এত লজ্জার কারণ কি ?"

আলীরাজা একটু চিন্তা করলে তারপর বললে "এটা রক্তের দোষ। যাদের রক্ত যত ডাইলুটেড তাদেরই সাহস বেশি। নিজের দোষ স্বীকার করতে সক্ষম হয়।

আমি কিন্তু তোমার সংগে একমত হতে পারলাম না আলীরাজা। আমার মনে হয় তোমার মা পর্দার আড়ালে

ছিলেন সেজন্যই তোমার আজ এই দুর্দশা। রক্তের ডাইলুসানর সংগে এর কোনও সম্পর্ক নেই। শুনেছি তুমি ইতিহাস পড়েছ যদিও আমি সেদিকে অগ্রসর হইনি তা হলে ও নৃতত্ত্ব সম্বন্ধে একটু খোঁজ খবর রাখি। এসব হল বাজে কথা, এখন কাজের কথা বলছি, শুন।

তোমাদের দেশে অশোক নামে এক রাজা ছিলেন, তিনি দক্ষিণ ভারত আক্রমণ করেছেন শুনে মালয় দেশের এক রাজা বড়ই ভীত হয়ে পড়েন। তার নাম ছিল বিক্রম। বিক্রমের দেশ ছিল বর্তমান পেড়া(perak)বিক্রম রাজ্য ছেড়ে বাতুপাহাত নামক গ্রামে আশ্রয় নেয় এবং গোপনে বুকিতমার্তাজাম নামক স্থানে তার ধনরত্ন লুকিয়ে ফেলেন। রাজা বিক্রমের ধনরত্নের এতই আধিক্য ছিল যে চীন সম্রাট পর্যন্ত একবার তার রাজ্য আক্রমণ করার জন্য লোক পাঠিয়েছিলেন। এখন বলত রাজা বিক্রমের কত ধনরত্ন থাকার সম্ভাবনা ছিল।

আলীরাজা বিক্রমের সম্বন্ধে অনেক বই পড়েছিল, কিন্তু কখন ও ভাবেন নি বিক্রমের কথা নিয়ে একদিন চর্চ্চা করতে হবে। আলীরাজা ছিল ইসলাম ভক্ত, সে হিন্দুরাজার কথা চিন্তা করতেও ঘৃণাবোধ করত। আলীরাজার মনের পরিবর্ত্তন হল। আবেগ ভরে চেয়ার থেকে উঠে জন্‌সন্‌কে আলিংগন করে বললে "আজ আমার মনের পরিবর্তন হল, বিক্রমের কত ধনরত্ন ছিল তা যদি জানতে হয় তবে লণ্ডন মিউজিয়মে

গিয়ে গবেষণা করতে হবে, এখানে নয় বন্ধু, তুমি যদি টাকা দাও তবে আগামী কল্য আমি লণ্ডন রওয়ানা হতে পারি। এরোপ্লেনের ভাড়া দিতে পারবে কি ?

জনসন্ একখানা চেক লিখে আলীরাজার হাতে দিয়ে বললে এই নাও তোমার খরচ। লণ্ডন মিউজিয়মে দেখা হবে। আলীরাজা এবং জনসন্ যখন লণ্ডনে একত্রে কাজ করত তখন তারা থাকত ওরেন্‌জগ্রোভ রোডে। সেই বাড়ীটা জনসনের নিজের এবং এখন ও সে বাড়ীটা খালি। তবুও আলীরাজাকে ওরেন্‌জগ্রোভ রোডে দেখা করতে না বলায় জুলীয়া আরও সুখী হলেন।

জন্‌সন চলে যাবার পর জুলীয়া আলীরাজাকে জিজ্ঞাসা করলেন, রাজা বিক্রম কে ছিলেন ?"

আলীরাজা অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে তারপর বললে "সে অনেক কথা, তিনি ছিলেন মালয় দেশের একজন রাজা। পাটলীপুত্রনামক শহর থেকে তাঁর পূর্ব্বপুরুষ বিদেশে গিয়ে রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁর প্রচুর ধনরত্ন ছিল। বোধ হয় সেই ধনরত্নের সন্ধানেই জনসন্ যাচ্ছো এখন এসব কথা আর বলো না। লণ্ডনে যাবার বন্দোবস্ত করে সেখানে যেয়ে অনেক বই ঘাটতে হবে। হয়ত মাস দুই সেখানে থাকতে হবে। পাশপোর্টের ভিসাটা যেন তিন মাসের জন্য হয়। আলীরাজা নিউইয়র্কে স্পেনিশ নামে পরিচিত ছিল সেজন্য পাশপোর্ট এবং ভিসা পেতে একটুও

দেরী হল না। তৃতীয়দিন তারা নিউইয়র্ক হতে লণ্ডনের দিকে রোওয়ানা হল।

জনসন্ আলীরাজার ফ্লেট্ হতে বের হয়েই ১৩৯ ষ্ট্রিটের দিকে রওয়ানা হল। সেখানে সেখ রহিম থাকত। নিউইয়র্কে সেখ রহিম দীননাথ বসু নামে পরিচিত ছিল।

দীননাথ চট্টগ্রামের লোক। বিদ্যায় বুদ্ধিতে চলন সই। তিন বৎসর যাবৎ সে জনসনের একজন সহকর্ম্মী দীননাথের সাহায্যে জন্সন অনেক ইণ্ডিয়ানকে ঠকাতে সক্ষম হয়। তাদের কর্ম্মস্থল শুধু নিইয়র্কে সীমাবদ্ধ ছিলনা, ফিলাডেল্ফিয়া ডিট্রয়, ভেংকোভার, লস্ এন্জেল্স্ এবং সনফ্রাসিস্কোতে তাদের অফিস ছিল। যে একবার কলিকাতার 'আস্বাদ পেয়েছে সে যেমন কলিকাতা ছাড়তে চায় না তেমনি যে নিউইয়র্কের আস্বাদ পেয়েছে সে নিউইয়র্ক পরিত্যাগ করতে চায় না। দীননাথ নিউইয়র্ক ছেড়ে অন্যত্র যেত বটে কিন্তু থাকত না, চলে আসত। জন্সন্ কিন্তু সেরূপ ছিল না। যেখানে সে যেত সেখানেই আড্ডা জমিয়ে বসত। সহজে স্থান ত্যাগের নাম ও করত না।

১৩৯ ষ্ট্রিটে পৌঁছতে পাক্কা দশ মিনিট সময় লাগল। সেখানে পৌঁছেই জনসন্ দীননাথের ফ্লেটে গেল কিন্তু দীননাথকে দেখতে না পেয়ে তার স্ত্রীকে রাত্রের খাবার তৈরী করতে আদেশ দিয়ে দীননাথের বিছানায় শুয়ে পড়ল। দীননাথের স্ত্রী

অর্ধনিগ্রো এবং ব্যাভিচারিণী, জনসনের সংগে তার কুসম্বন্ধ ছিল, দীননাথ যদিও বিষয়টা জানত কিন্তু কিছুই বলত না, কি জানি জন্‌সন্‌ দীননাথকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেয়। হাজার হউক জন্‌সন্‌ আমেরিকান্‌। সে যেখানে সেখানে চলে গিয়ে আত্ম-গোপন করতে পারবে, কিন্তু দীননাথ সে সুযোগ কোথাও পাবে না। সন্ধ্যার পর দীননাথ ফ্লেটে এসে জন্‌সনকে দেখে খুসি হল না কারণ তখনও দীননাথের কাছে হাজার দুই ডলার জমা ছিল। দীননাথের হাতে টাকা থাকলে কখনও অপরকে ঠকাতে যেতনা। মানুষের স্বভাবই হল তাই। অভাবে না পড়লে কেউ কাউকে ঠকাতে পছন্দ করেনা।

রাত ন'টার পর জন্‌সন্‌ ঘুম থেকে উঠেই দীননাথকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করল "দীননাথ মালয় ভাষা বলতে পারে কি ? দীননাথ মালয় দেশে দশ বৎসর ছিল। সে মালয় ভাষা শুধু বলতে জানত না লিখতেও পারত। দীননাথ জনসনের কাছে কখনও মিথ্যা কথা বলত না। তার মালয় ভাষার অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে বলার পর জিজ্ঞাসা করল "কি হে সে দেশে কার সর্বনাশ করতে যাবে ?"

জন্‌সন্‌ চোখ দুটো রগরিয়ে নিল তারপর বলল্‌ ছ্যাচরামী করতে ভাল লাগছেনা, ইচ্ছা এবার একটু ব্যবসা করি। সিংগাপুরে এক্সপোর্ট-ইমপোর্টের ব্যবসা নিয়ে যাব স্থির করেছি। আমার সংগে তোমাকেও সেখানে মাস দুইএর জন্য

যেতে হবে। ভয়ের কোন কারণ নেই, সেখানে তোমাকে নিগ্রোনামে নিয়ে যাব এবং কাজ একটু গোছাতে পারলেই পাঠিয়ে দেব। তুমি সেখানকার অফিসের ম্যানেজার হবে।

দীননাথ একটু রাগ দেখিয়েই বললে রেখে দাও তোমার ব্যবসা, আমেরিকার ব্যাংকগুলিতে জার্মানীর যত টাকা ছিল আমেরিকান্ সরকার তার সমস্তই হস্তগত করেছে। এর পর ও ব্যবসা ? তোমার ঘারে ভূত চেপেছে। এবার প্রানে বাঁচলেই হয়, জাপান, জার্মান, ইটালী, রুশিয়া এরা একত্রিত হয়ে মিত্র-পক্ষের বিরুদ্ধে লড়াই করবে। দেখে নিও আমার কথা ঠিক্ কিনা ?

জনসন্ বললে চোর, চোট্টা বাটপাড়ের লড়াইয়ের কথা চিন্তা করতে নাই। যাতে দুপয়সা আসে তারই চিন্তা করতে হয়। রুজভেল্ট, দালাদিয়ের, মুসোলিনী, মিকাডো, চেম্বারলেন এরা সবাই অন্যধরনের বাটপাড়। তারা লড়াই লাগিয়ে দুপয়সা কামাবে, তাদের চিন্তা তারা করুক আমাদের চিন্তা আমরা করব। তোমাকে দু সপ্তাহ সময় দিলাম এরই মধ্যে তৈরী হয়ে নিও। তোমার স্ত্রীর খরচের জন্য দশ হাজার ডলারের চেক কেটে রেখেছি এই নাও চেক। আমি এখন খাব তারপর আড্ডায় যাব। সেখানে তোমার উপস্থিতির দরকার নেই। আমাদের সর্দার টড' তিনলক্ষ ডলার দিয়েছে তার একটা সুরাহা করা চাই। এরই মধ্যে দশ হাজার তুমি

পেয়ে গেলে। যুদ্ধ আরম্ভ হবার পূর্বেই আমরা ঘরে ফিরে আসব। তখন আমাদের পায় কে ?

দীননাথ জনসনের কথার উত্তর দিল না। সোজা অন্য আর একটি টেবিলে গিয়ে বসল এবং তার পালিত দেবতা মা কালীর শরণাপন্ন হল। মা কালীর নামে সে প্রত্যেক দিন একটি গোলাপ উৎসর্গ করত। টেবিলে বসে সে দেখতে পেল গোলাপটি তখনও তাজাই আছে। তাই দেখে সে শান্তির নিশ্বাস ফেলে বললে "ইয়া আল্লা আমাকে এবং আমার ঘরের মা কালীকে রক্ষা কর। দীননাথের স্ত্রী সেদিন ফ্লেটের প্রায় দরজাই খোলা রেখে ছিল। বাইরের ঠাণ্ডা বাতাসে রক্ত গোলাপের রক্তিমাভা অটুট রেখেছিল।

টডের প্রতিদ্বন্দ্বী মরিসন প্রায় তিন কোটী ডলাবের মালিক। সে ও গুপ্তধনের অনুসন্ধানে অনেক লোক পাঠিয়েছিল কিন্তু কোথাও কৃতকার্য্য হয় নাই। এখন সে সমুদ্রের নীচে গুপ্তধনের অনুসন্ধানে লোক লাগিয়েছে। একদল লোক দক্ষিন আফ্রিকার ইষ্ট লণ্ডন বন্দর হতে তিনশত মাইল পূর্বদিকে ভারতের ময়ুব সিংহাসনের অন্বেষণে ব্যস্ত অন্যদল ককস(cocos) দ্বীপেব আশেপাশে সমুদ্রের নীচে এবং দ্বীপেও ধনরত্নের অণ্বেষণ করছিল। ককস দ্বীপ জলদস্যুদের কাছে সুপ্রসিদ্ধ। প্রবাদবাক্য রয়েছে সেখানে পর্তুগীজ এবং স্পেনিস জলদস্যুরা মেক্সিকো, পেরু এবং অন্যান্য দক্ষিণ আমেরিকার রেড-

ইণ্ডিয়ানদের স্বর্ণময় দেবদেবীর মূর্তি অপহরণ করে ককস দ্বীপ নিয়ে তাই গলিয়ে সোনার তালে পরিণত করে স্বদেশে নিয়ে যেত। দক্ষিণ আমেরিকাতে যে সকল স্বর্ণময় প্রতিমা পাওয়া যেত তাতে নানারূপ হীরা, মণি মানিক্য থাকত। হীরা এবং মণি মানিক্য জলদস্যুরা নিজের কাছে রাখত। অনেকে তাদের সাথীদের পরিত্যাগ করে ককস্ দ্বীপে পালিয়ে যেত। সেখান থেকে তারা ফিরত না। অনেকেই খাদ্যাভাবে এবং নানারূপ রোগে মারা যেত। তাদের অতিসাধের মণিমানিক্য বনে জংগলেই পড়ে থাকত। সেই মণি মানিক্যের অন্বেষণে মরিসনের লোক ককস দ্বীপে গিয়াছিল। তা বলে মরিসন্ নিশ্চিন্ত মনে বসে থাকত না। টডের লোক কোথায় কি করছে তারও অনুসন্ধান করত। মরিসন্ জানতে পারল টড্ সত্বরই মালয় দেশে জনসনকে পাঠাবে এবং সেখানে প্রচুর ধনরত্নের সন্ধান পাওয়া গেছে। টডের লোক যাচ্ছে তখন তার ও লোক পাঠান দরকার। মরিসন্ বড়ই একগুয়ে লোক। যখন যা করতে ইচ্ছা করে তখন তা না করে ছাড়ে না। গুপ্ত ধনরত্ন রহস্য কোম্পানীতে সংবাদ নিয়ে জানল জনসন্ যেখানে যাচ্ছে সেখানে রাজা বিক্রমের অনেক ধনরত্ন লুকায়িত আছে। সংবাদ পাওয়া মাত্র মরিসন ও তার নিজের লোক গুপ্তধনরত্ন কোম্পানীর ম্যানেজারের কাছে পাঠাল এবং উপযুক্ত মজুরী দিয়ে গুপ্তধনের সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করল।

মটো নামে একজন জাপানী মরিসনের সহকারী ছিল। তার মুখে কেউ হাসি দেখত না। না হাসবার নানা কারণ ছিল। মটোর জন্ম আমেরিকায় হয়। তার জন্ম হবার কয়েক মাস পরই মটোর মা বাবা তাকে নিয়ে দেশে চলে আসেন। যোল বৎসর পর হঠাৎ একদিন মটোর বাবার কাছে আমেরিকা হতে একখানা পত্র আসে। সেই পত্রে একজন প্রসিদ্ধ আমেরিকান মটোকে তার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করে গেছেন বলে জানান হয় এবং তাতে আরও বলা হয় যে মটো যেন সেই সম্পত্তি দখল নেবার জন্য আমেরিকাতে সত্বর যায়। পত্র পাওয়ার পর মটোর পিতা মটোকে নিয়ে আমেরিকায় পৌছেন। আমেরিকার স্যানফ্রান্সিকো পোর্টে মটো অবতরণ করার পর কাষ্টম অফিসার যখন মটোর পিতাকে মাটার আকৃতি এবং প্রকৃতি দেখে তার সত্যিকারের পরিচয় চাইলেন তখন মটোর পিতা মুখ অবনত করলেন মটোর চোখ পিঙ্গল নাকে নরডিক ছাপ চুল কর্কশ এবং লম্বা। শরীরের গঠন স্কচম্যান্‌দের মত। মটোর পিতার অবনত মস্তক দেখে কাষ্টম অফিসারগণ তাকে বেশি ঘাঁটালেন না শুধু বলে দিলেন এই ছেলে জাপানে ফেরৎ যাবার ভিসা পাবে না তাকে যেন সত্বর আমেরিকান স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয় এবং আমেরিকান্‌ বোর্ডিংএ রাখা হয়, কাষ্টম অফিসার মটোর পিতাকে আমেরিকায় থাকার জন্য মাত্র তিন মাস অধিকার দিলেন।

মটোর পিতা পুত্রকে নিয়ে নিউইয়র্ক আসলেন এবং বোর্ডিংএ ভর্ত্তি করে দিয়ে ছেলের হয়ে সম্পত্তির অধিকার নিতে গিয়ে দেখলেন সেখানে ট্রাষ্টি বোর্ড গঠন হয়েছে এবং ট্রাষ্টিরা সম্পত্তি দখল করে মটোর অপেক্ষায় আছে। মটোর পিতাকে দেখে ট্রাষ্টিগন একটু অবাক হল এবং মটোকে দেখতে চাইল। মটো ট্রাষ্টিদের সামনে উপস্থিত হয়ে জাপানী প্রথায় অভিবাদন ক'রল এবং চেয়ারে না বসে দাঁড়িয়ে থাকল। ট্রাষ্টিগন মটোর থাকার এবং শিক্ষার ভার নিলেন এবং মটোর পিতাকে যাওয়া আসার খরচ দিয়ে বিদায় করলেন।

যেদিন মটোর পিতা মটোর কাছ থেকে বিদায় নিলেন সেদিন মটো অনেক কান্নাকাটি ক'রল তারপর তার বাবাকে বিদায় দিল। মটোর পিতা চলে যাবার পর মটো ভাবলে, এটা কি হল? ছিলাম জাপানে, এলাম আমেরিকায়। ছিলাম চাষার ছেলে, এখানে এসে হলাম জমিদার। জাপানী প্রথা মত মটো মনের দুঃখ মনেই চেপে রাখল কিন্তু প্রতিজ্ঞা ক'রল এই পরিবর্তনের কারণ সে খুঁজে বের করবেই।

মটো ইংলিশ শিখল এবং ইংলিশ ভাষায় পণ্ডিত হল। তারপর যখন সে জানতে পারল সে একজন সংকর বই আর কিছু নয় তখন সে দুঃখিত হবার পরিবর্তে খুসী হল। মাইনিং ইন্‌জিনিয়ারিং সে পড়তে ছিল এবং দক্ষতার সহিত পরীক্ষা পাশ ক'রল। পরীক্ষা পাশ করার পর মটো আমেরিকান্

কোম্পানীদের কাজ নিয়ে ক্যানাডাতে তিনটি স্বর্ণখনি আবিষ্কার করে। কালিফর্নিয়াতে একটি ছোট কয়লার খনির সন্ধান পেয়ে তারই খোজে যখন ব্যস্ত ছিল তখন সে কতকগুলি জাপানী পুস্তক কিনে তাতে তানাকা মেমোরিয়েলের সন্ধান পায়। মটোর কাছে তানাকা মেমোরিয়েল, জর্জ্জ ওয়াশিংটনের ঘোষণা এসব কিছুই ভাল লাগত না। সে চাইত সারা দুনিয়া-ব্যাপী একটি সরকার হউক এবং তারই মত সকলেই মিশ্র জাতিতে পরিণত হউক। অনেকের কাছে তার মনের ভাব প্রকাশ করত কিন্তু কেউ তার কথায় সাড়া দিত না। এশিয়া-বাসীরা তাকে ঘৃণা করত, আমেরিকানরা তার কথা শুনে হাসত। এতে তার মন বিগড়ে গিয়েছিল। সে মাইনিং ছাড়া আর কিছুতেই মন দিত না।

মরিসন্ মটোকে অনেক মাইন্ দেখতে পাঠিয়েছিল এবং মরিসনের হয়ে সে দুটি কয়লার খনি টেক্সাসে আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিল, টেক্সাসে সে থাকতে ভালবাসেনি কারণ সেখানকার লোক তাকে সংকর বলে সমাজে গ্রহন করত না। টেকসাস্ হতে ফিরে আসার পর মটো নিউইয়র্কে বসবাস করাই ভাল হবে ঠিক করে এক অর্দ্ধ নিগ্রো রমণীর পাণী গ্রহণ করে সুখী হয়।

মটো যখন মহানন্দে দিন কাটাচ্ছিল তখন একদিন মরিসনের ফোন্ পেয়ে মরিসনের বাড়ীতে গেল এবং

"সুপ্রভাত" বলেই একখানা চেয়ারে ব'সে পড়ল। মরিসন্ মটোর এরূপ ভুল আর কখনও দেখে নি। মরিসন্ মটোর ভুল সংশোধন করে বললে "সুবিকাল মিষ্টার মটো" মটো ঘড়ীটার দিকে তাকিয়ে বললে ভুল হয়েছে মরিসন্, আজ আমি বড়ই ব্যস্ত ছিলাম, বই ঘাটাঘাটি করাটা মহা পাপের কাজ। ডারউইন থিওরী নিয়ে চর্চ্চা করতে গিয়ে সব ভুলে গিয়েছি।

মরিসন্ হেসে বললে "জাহান্নামে যাক ডারউইন, ঈশ্বরের ইচ্ছায় সব হয়েছে, তুমি নিশ্চয়ই বাইবেল বিশ্বাস কর।

মরিসন্ বাজে কথায় সময় নষ্ট করো না, তোমার বিদ্যা-বুদ্ধি কতটুকু তা আমার বেশ জানা আছে। আমার সর্ব-প্রথম কেতাব হল ডারউইন থিওরী। ছোটবেলায় সিন্‌টোইজম পড়েছি। তারপর বাইবেল, কিন্তু সবই তোতা পাখীর মত শিখেছি। কিন্তু আজ নিজের বুদ্ধি খরচ করে ডারউইন থিওরী পড়ছি। দেখা যাক কোথাকার জল কোথায় গড়ায়!

মরিসন্ বললে "তুমিও কি শেষটায় আলীরাজার মত হবে? টড্ আলীরাজাকে হারিয়েছে। আলীরাজালোকটা খাঁটি হিন্দু। জোচ্চুরীতে এক নম্বর ওস্তাদ ছিল। তুমি ত খাঁটি জাপানী নও। সে জন্য জোচ্চোরও হ'তে পার নি—হয়েছ একজন মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার। এখন আসল কথায় আসা যাক। তোমাকে একখানা মানচিত্র দেব। সেই মানচিত্র অনুযায়ী প্রসপেকটিংএর জন্য জমি নিয়ে প্রসপেকটিং আরম্ভ ক'রব।

টীন, লৌহ, সোনা, রূপা এ সবের ধার ও ধারবে না, যে স্থানটাতে প্রস্‌পেক্‌টিং করতে যাচ্ছ সেখানে গুপ্ত ধনরত্ন লুক্কায়িত আছে। যদি পেয়ে যাও তবে সোনায় সোহাগা। একেত জমিদার তারপর হবে কোটীপতি। সারা জীবন সুখে স্বচ্ছন্দে কাটিয়ে যেতে পারবে। স্থানটি হল মালয় দেশে। দেশ ও দেখা হবে ধনীও হওয়া যাবে। আর একটা কথা ডারউইন্ মালয় দেশের কোন শহরে জন্মেছিলেন তাও দেখে আসতে পারবে।

মরিসনের উপহাস যদিও মটোর ভাল লাগছিল না তবুও মটো একটু চিন্তা ক'রল। কাগজ কলম নিয়ে সংখ্যায় কি হিসাব ক'রল তারপর মরিসনকে বললে "ভুল করেছ মরিসন্ এখন কোথাও যাওয়া ভাল হবে না। তুমি কি পলিটিক্স একটুও বোঝনা? হাঁ, আমারও ভুল হয়েছে তোমাকে এসব কথা বলা ঠিক হয় নাই। একদিন তুমি একটা জোয়াচ্চোর ছিলে, এখন ধনী হয়েছ, তুমি এসব কথা বুঝবে না।

কেন মটো আমার ভুল কোথায় পেলে? ভুল করেছি বলছ, ভুল আমি করিনি। ফরাসীরা জার্মানীর কাছে কয়লা বিক্রী কি বন্ধ করেছে? পোলস্‌রা জার্মানীকে কি এখনও মাংস দেওয়া বন্ধ করেছে। চীনের নামে চাঁদা উঠিয়ে জাপানীকে কি আমরা খাদ্য ও অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করছি না? স্পেনকে বয়কট করার নাম নিয়ে আমরা কি খাদ্য এবং অস্ত্র পাঠাচ্ছি না?

ব্যবসায়ীদের ব্যবসা বৃদ্ধির জন্যই যুদ্ধের সৃষ্টি করা হয়। আমরা ব্যবসায়ী। কোন মতেই আমরা ব্যবসা পরিত্যাগ করতে পারিনা।

মটো বললে তুমি যা বলেছ তা ঠিকই। তবে এর মধ্যে অনেক "কিন্তু" রয়ে গেছে। সে "কিন্তুর" আমি ধার ধারব না। মালয় দেশে যাবই। আমার সংগে একজন লোক দাও, তার কাছে পাসপোর্ট দিয়ে দেব। তোমার ইচ্ছা অনুযায়ী যে যে দেশের ভিসা নেওয়া দরকার সেই সেই দেশের ভিসা নিও। প্রস্‌পেক্‌টিং কাজের জন্য তোমার ভাবতে হবে না। হঁা, একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। হংকং সাংহাই ব্যাংকে আমার নামে লাখ খানেক সিংগাপুরের ডলার জমা করে দিও।

এসব হয়ে গেছে মটো, এখান থেকে তোমার ভিসা পেলেই হল। মনে হয় এখান থেকে তোমার পড়বার বই না নিলেও চলবে, সিংগাপুরে গিয়ে এক সেট "ডারউইন" কিনে নিও। কেমন তা হলেই ত হল?

বই এর কথা চিন্তা করতে হবে না মরিসন্। ব'লত জাহাজে না এরোপ্লেনে যেতে হবে?

এরোপ্লেনে হে। আজকাল কি গরুর গাড়ীতে মানুষ চলে? গরুর গাড়ীর যুগ আমেরিকাতে আর নাই। শুনেছি ইণ্ডিয়াতে আছে। তারা হাতে সুতা কেটে কাপড় তৈরী

করে। সুতা দেখেছি কিন্তু কি ক'রে হাতে সুতা কাটে দেখবার সুযোগ হয় নি।

এতক্ষণ মটো একটাও সিগারেট ধরায় নি, চিন্তিত মনে কাজের কথাই ভাবছিল। যখন সে কাজের কথা ভাবত তখনই সে সিগারেট খেত! একথাটা মরিসন্ ও জানত। হঠাৎ মটো একটি সিগারেট ধরিয়ে একখানা বই নিয়ে পড়তে আরম্ভ ক'রল। মরিসন চুপ ক'রে নিজের কাজে মন দিল। মরিসন জানত যখনই মটো সিগারেট খায় তখনই কোনও গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়। বই পড়াটা উপলক্ষ মাত্র। মটো ভাবছিল যুদ্ধ অনিবার্য্য এবং জাপানীরা প্রাচ্য দেশে আক্রমন করবেই। জাপানী চরিত্র সে জানত। যে জাতের লোক লাজের মাথা খেয়ে অপর জাতের সাহায্যে সন্তান উৎপাদন করে এবং সেই সন্তানকে নিজের করে নেয় তাদের প্রতি মটোর কোনরূপ সহানুভূতি ছিল না। আমেরিকানদের ও সে পছন্দ করত না। তার মাথায় ইণ্টার-নেসনেলিজম্ ক্রিয়া করছিল। সে ভাবলে, যদি জানানীরা মালয় দেশ আক্রমন করে তবে সে কি করবে ? উইস্‌ফুল্ থিংকিং করলে চলবে না, বাস্তব চিন্তা করতে হবে। সে বাস্তব চিন্তাই ক'রল এবং মরিসন্‌কে বলল "এখন যাই কেমন ?"

মরিসন বললে হাঁ যাও, পাসপোর্ট নিয়ে আসার জন্য লোক পাঠাব। ঘরে ফিরে এসে মটো আবার বই পড়াতে মন দিল।

হঠাৎ কে এসে তার দরজায় ধাক্কা দেবার পর দরজা খুলে দেখল জনসন তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। জনসন্ এবং মটোর মধ্যে কোন বিরোধ ছিল না। ভদ্রভাবে জনসন্‌কে গ্রহণ করে ঘরে নিয়ে বসবার পর মটো জিজ্ঞাসা ক'রল :

কি মনে করে ?

পলিটিক্স চর্চ্চা করতে আসছি, ব'লত যুদ্ধ যদি বাধে তবে সুদূর পূর্বদেশের অবস্থা কি হবে ?

জাপান যুদ্ধে নামবে এবং পূর্ব এশিয়া গ্রাস করবে, পারলে লোহিত সাগর পর্য্যন্ত অগ্রসর হবে। এই প্রলয়ে কে বাঁচবে কে মরবে বলা যায় না ! আমি অর্দ্ধ-জাপানী, জাপানী চরিত্র বেশ ভাল করেই জানি। দয়ামায়া পরিত্যাগ ক'রে তাদের যথাসর্বস্ব দেশকে সাহায্য করবো এতে যদি জাপান জনশূন্য হয় তবুও জাপানীরা দুঃখ করবে না।

সিংগাপুরে বৃটিশের একটি নেভেল্ বেস্ আছে। সেখান থেকে কি বৃটিশ জাপানীদের বাঁধা দিতে পারবে না ?

বৃটিশ এখনও জাপানীদের চিনতে পারে নি। তিন দিন ও বৃটিশ জাপানীর কাছে টিকতে পারবে না। এসব তোমার কাছে বাজে কথা ! জনসন্, বল আসল মতলব কি ?

তুমি বলতে চাও এখন পূর্ব্বদেশে যাওয়া কোন মতেই ভাল হবে না।

তোমার পক্ষে এমন কি আমার পক্ষেও এখন পূর্বদেশে

যাওয়া ভাল হবে না। কিন্তু লোভের শেষ নাই। আমরা উভয়ই পূর্বদেশে যাব এবং বিপদের সময় একে অন্যে সাহায্য ক'রব। এই ত আমি গুণে দেখতে পাচ্ছি, তুমি কবে যাচ্ছ ?

জনসন্ আকাশ থেকে প'ড়ল, কিছুই বলল না।

আরে গাধা "গুপ্তধন রত্ন কোম্পানী" তোমার জন্য যেমন খোলা তেমনি আমার জন্যও খোলা, সকলের কাছেই তারা সংবাদ বিক্রি করে, সে কথা কি তুমি জান না ? এটা জোচ্চুরী ব্যবসা নয় যে একে অন্যের শত্রুতা সাধন করতে হবে। এটা হল প্রস্‌পেক্‌টিং। স্থানীয় সরকার এতে ভাগ বসাবেই। এটাতে লুকাবার কিছুই নেই। টড্‌ লোক পাঠাচ্ছে সেকথা সংবাদ পত্রে উঠেছে, আমি যাচ্ছি সে কথাও কাল বের হবে।

সে আবার কোন সংবাদ হে ?

সেই সংবাদ পত্রের নাম হল মাইনিং জারনেল্। সাপ্তাহিক পত্রিকা। লুকোচুরির কিছুই নেই। বৃটিশ যদি ভাল বুঝে তবে আমাদের ভিসা দেবে নতুবা দেবে না। তারপর যদি ভিসা দেয়ও তবে প্রস্‌পেক্‌টিং লাইসেন্স নাও দিতে পারে। মাইনিং জারনেলে লিখেছে "টড্ কোম্পানী সত্বরই মস্তবড় একটা দাও পাবার সম্ভাবনায় হারবার্ড ইউনিভারসিটির প্রফেসর মিষ্টার জন্ জ্যানসন্‌কে সিংগাপুর পাঠাবে, এবং আগামীকল্য এই পত্রিকাতেই বের হবে। এম্ ফিলিপ্‌সন্

মরিসন্ কোম্পানীর হয়ে টোকিয়ো ইউনিভারসিটির প্রফেসর মিঃ মটো মালয়দেশে ভ্রমণে বের হবেন। বুঝলে এখন বিষয়টা, গাধা এটা কন্‌ফিডেন্স্. ম্যানের কাজ নয়, জলজিয়ন্ত জুচ্চুরী নয়। এটা একেবারে রাতারাতি বড় মানুষী। বলত মাইনিং ইন্-জিনিয়ার কাকে বলে ? যাকগে এসব কথা, বিপদ আপদে আমরা একে অন্যের সাহায্য ক'রব এই রইল কথা।

জনসন দেখল, এত মজার কথা। এরূপ জোচ্চুরী কখন ও ধারণা করতে পারে নাই। সে মটোর করমর্দ্দন ক'রে বিদায় নেবার পূর্বে বলে গেল "বিপদে আপদে একে অন্যের সাহায্য করব।"

জনসন কোথাও না গিয়ে একেবারে টডের বাড়ীতে এসে মটোর সংগে যে সকল কথা হয়েছিল সবই বললে এবং পরে মন্তব্য করলে "এটা দেখছি একটি প্রকাশ্য কারবার। প্রকাশ্য কারবারে আমি মোটেই অভ্যস্থ নই টড্।"

টড্ রেগে বললে "এসব কাজ করার সময় দেখতে হয় কাজটা সুচারু রূপে হচ্ছে কি-না, কিন্তু তুমি ত প্রস্‌পেক্‌টিং করতে যাচ্ছ না। লণ্ডন থেকে আলীরাজা তোমাকে একখানা নক্সা দেবে। সেই নক্সা অনুযায়ী স্থানটা পরীক্ষা করে যদি কিছু পাও তবে ভাল নতুবা ফিরে আসবে, প্রস্‌পেক্‌টিং ক'রে আমরা বড় লোক হওয়ার আশা রাখি না, বড় লোক ঠকিয়ে বড় লোককে হত্যা করে আমরা বড় হতে আশা করি। তুমি

যদি কৃতকার্য্য হও তবে তোমারই নাম যশ হবে। দূর থেকে আমরা তোমাকে সেলাম করে ধন্য হব। যাও, যাবার জন্য প্রস্তুত হও। মটো কবে যাচ্ছে?

সেও কয়েক দিনের মাঝেই রওনা হবে।

টড্ জন্‌সনকে বললে একটু দাঁড়াও এবং ফোনটি হাতে নিয়ে ক্যালীকে ফোন্ করে জিজ্ঞাসা ক'রল—"সংবাদ কি?"

ক্যালী বললে "হ্যাঁ, এখনই আসছি।"

"আসতে হবে না", ব'লে ফেল।

"স্যান্‌ফ্রান্সিস্কো হয়ে যাচ্ছে।"

টড্ রিসিভারটি রেখে দিয়ে বললে মটো যাচ্ছে স্যান্-ফ্রান্সিসকো হয়ে, তুমি যাচ্ছ লণ্ডন হয়ে। বোধ হয় বেশ ভালই হল।

টডের কাছ থেকে মটোর সংবাদ নিয়ে জন উঠে দাঁড়াল এবং অফিস থেকে বের হয়ে টাইমস্ স্কোয়ারে তার এক বন্ধুর হোটেলে গিয়ে বিশ্রামার্থ একখানা রুম চাইল। ম্যানেজার কোনরূপ দ্বিরুক্তি না করে একটি রুমের চাবি তাকে দিল।

কাউণ্টার হ'তে ম্যানেজারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রুমে যাবার জন্য লিফ্‌টে উঠল। একটানে ছতলা পর্য্যন্ত গিয়ে লিফট থামল। তারপর অন্য লিফ্‌ট নেবার জন্য পাশের হল্ ঘরে গিয়ে দাঁড়াল। সেখানে তার এক বাল্য বন্ধুর সংগে

দেখা হল। বাল্যবন্ধু প্রায়ই বেকার থাকত এবং বই পড়েই সময় কাটাত। আমেরিকাতে অনেক রকমের "হবি" আছে, বই পড়ে সময় কাটানো ও একটা "হবি"। পেটার সন 'হবির' অর্থ অন্য রকম করত। সে বলত ধনীদের সময় কাটবার জন্য যে খামখেয়ালী করে তাকেই বলা হয় হবি। যাদের খাবারের জন্য অর্থের সংস্থান নেই, মাথা পেতে শোবার জায়গা নেই তাদের আবার হবি কিসের! জনসন্ এসব কথার অর্থ বুঝত না, সে জানত পেটারসন্ বইপড়া হবি করেছে। যারা বই পড়ে তারা দুনিয়ার অনেক সংবাদ রাখে। সেজন্য সে পেটারসনকে সংগে নিয়ে হল্ ঘরের টুলে ব'সল এবং প্রচুর খাদ্যের অর্ডার দিল। খেতে বসে পেটারসনকে জিজ্ঞাসা ক'রল "বলত ভায়া ভাবী যুদ্ধের সংবাদ কি?"

পেটারসন বললে এসব বাজে কথা রেখে দাও। তুমি যুদ্ধ দিয়ে কি করবে? তুমি ছোটবেলা হতে আজ পর্য্যন্ত কি ক'রছ তার সবটাই জানি, বেশি টাকা হয়েছে কি? যদি তাই হয়ে থাকে তবে তাই নিয়ে ল্যাটিন্ আমেরিকার ছোট্ট একটি শহরে গিয়ে বসে থাক। এখানে থাকলে কনসক্রিপ্‌টেট হবে এটা নিশ্চয় কথা।

এর মানেই হল যুদ্ধ অনিবার্য্য তাই নয় কি পেটারসন্?

নিশ্চয়ই।

জাপান কি করবে ?

জাপান প্রাচ্যদেশ দখল করবে—পারলে আমাদের দেশও আক্রমণ করবে।

তাই কি ?

হাঁ।

আচ্ছা পেটারসন্ সোভিয়েট রুশিয়া কি করবে বলত ? এখন যা দেখছি তাতে মনে হয় ব্যাটারা ফিন্‌দের সংগেই পেরে উঠছে না।

হাঁ, এসব কথা আমাদের দেশের ন্যাশান্যালিষ্ট পত্রিকাগুলি বলবেই, নিউইয়র্কের তাপমান যন্ত্রে এখন কত ডিগ্রী উত্তাপ তা দেখে এসত ?

দেখার দরকার নেই পেটারসন্, আজ ত্রিশ ডিগ্রী ফ্রিজিং পয়েন্টের নীচে চলে গেছে।

এখানেই শীতে প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে। তারপর একবার ভাবত ফিন্‌দের অবস্থা কি ? সেখানে কেউ যুদ্ধ করছে না। যা সংবাদ পড়ছ তা হল আমাদের দেশের নিউজ এজেন্সিগুলির তৈরী খবর, বুঝলে ?

পেটারসন্ তোমার সকল কথাই বুঝলাম, এখন ব'লত সোভিয়েট রুশ কি জাপানের সংগে হাত মেলাবে ?

কখনই না।

ধন্যবাদ্ পেটারসন, তোমাকে আর কোন প্রশ্নই জিজ্ঞাসা ক'রব না।

খাওয়া শেষ হল। পেটারসনের হাতে জনসন্ পাঁচশত ডলারের নোট গুজে দিয়ে বললে, তোমার কথায় সন্তুষ্ট হয়ে, কথা বলার মজুরী বাবত এতগুলি টাকা দিলাম। ভেবনা তোমাকে দয়া করছি। তোমার কাছ থেকে দরকারী সংবাদ পেয়েছি বলেই এত টাকা দিয়েছি নতুবা আজ কি করতাম জান ?

পেটারসন্ বললে তা কি জানিনা, আমাকেই তোমার খাদ্যের দাম দিতে হ'ত। হো, হো কবে হেসে জনসন্ খাবার টেবিল পরিত্যাগ করে লিফ্‌টে দাড়াল। লিফট্ হতে নেমে নির্দ্ধারিত রুমে গিয়ে ব'সল। সে ভেবে পাচ্ছিল না কি করে শান্তি পাবে। রুমে ব'সে থাকা ভাল লাগল না। রুম থেকে বেড়িয়ে এসে আবার নীচে নেমে গেল।

আমেরিকার কমিউনিষ্ট পার্টি তখন কিছুই করত না। তারা বুঝতে পেরেছিল তাদের করার মত কিছুই নেই কারণ তাদের পার্টির শক্তি ছিল খুবই কম। তবুও তাদের প্রতি অত্যাচার হ'ত। অত্যচার হ'তে রেহাই পাবার জন্য তারা নানারূপ সামাজিক উন্নতির দিকে আত্মনিয়োগ করেছিল। শিক্ষার দিক দিয়েও তারা নানারূপ উন্নতি করে যাচ্ছিল। জন্‌সন যদিও কমিউনিষ্টদের ঘৃণা করত তবুও তাদের কথাবার্ত্তা

তার বেশ ভাল লাগত। সে ভাবলে সিংগাপুর রওয়ানা হবার পূর্বপর্য্যন্ত ভাল লোকের কথা শুনে এবং সংগলাভ ক'রে সময় কাটানো ভাল। মদ এবং তার অন্যান্য উপসর্গ উপভোগ করা কম হয় নি। সে জানত কমিউনিষ্টরা কোথায় আড্ডা দেয়। হোটেল হ'তে বের হয়েই নিকটস্থ একটি কফি হাউসে গিয়ে ব'সল। বসবার সিটের অনুপাতে লোকের সংখ্যা সমান্যই ছিল। সেখানে কয়জন যুবক যুবতী কথা বলছিল। জন্‌সন গিয়ে তাদের পাশে একখানা চেয়ার দখল ক'রল এবং শুনতে পেল একটি যুবক বলছে "জার্মান্ যুদ্ধ করুক অথবা আমাদের সরকার জর্মানদের বিরুদ্ধে লড়াই করুক—তাতে আমাদের মাথা ঘামাবার কিছুই নেই। উভয় সরকারই সাধারণের শত্রু। একটার সংগে অন্যটা যতই লড়বে ততই তাদের শক্তি ক্ষয় হবে। আমরা সাম্রাজ্যবাদী এবং উগ্র সাম্রাজ্যবাদী, যাকে ফ্যাসিস্থ বলা হয় উভয়েরই ধ্বংস কামনা করি।

অন্য আর একটি যুবক বললে: "ধরে নেওয়া যাক এই যুদ্ধে সোভিয়েট রুশিয়া যদি জার্মাণীর সংগে চুক্তিবদ্ধ হয়ে আমাদের দেশ আক্রমণ করে তখন আমাদের কি কর্ত্তব্য হবে?

আর কোন কথা নেই কমরেড্, সোভিয়েট রুশিয়ার সংগে আমাদের ভাগ্য একই সূত্রে গাঁথা, আমরা আমেরিকান্ হয়ে আমেরিকাকেই ধ্বংস ক'রব। অন্য লোকটি বল্‌লে "বিদেশী

আক্রমন প্রতিহত করার চেষ্টা করবই কমরেড্—তোমার কথা আমার মোটেই ভাল লাগল না।

প্রথম ব্যক্তি একটু চিন্তিত হল তারপর বলতে আরম্ভ করল "আমার মনে হয় তোমার প্রশ্নতেই ভুল আছে এবং আমার উক্তিতে অবান্তরতা রয়েছে। সেভিয়েট রুশিয়া আত্মরক্ষার্থে হয়ত জার্মানীর সংগে প্যাক্ট করতে পারে কিন্তু কারো দেশ আক্রমন ক'রে সেই দেশটাতে রাজত্ব করার স্পৃহা সোভিয়েট রুশিয়ার নেই। আমাদের কথা এখানেই শেষ করা ভাল। এর পরও যদি কোন কথা বলি তবে সময় এবং কথার অপব্যবহার করা হবে।

এদের কথা শুনে জনসন্ বুঝল, এরা কথা চেপে যাচ্ছে, তবুও সে উঠল না। জনসন্ ছিল অপরিচিত লোক সেজন্যই এরা কথা চেপে যাচ্ছিল। সে অনেক বারই এই রেঁস্তোরায় বসে কমিনিউনিষ্টদের কথা শুনত—কিন্তু এরূপভাবে তখন তারা চেপে কথা বলত না। দু তিন সপ্তাহের মধ্যে এদের এত পরিবর্তন দেখে আশ্চর্য্যান্বিত হল। সে ধারণা ক'রল হয়ত যুদ্ধ অতি সন্নিকটে সেজন্যই খোলাখুলি কথা বলছে না। যুদ্ধ বাধবে কি বাধবে না এই সংবাদটুকুই ছিল তার জানবার বিষয়। জনসন্ বুঝল যুদ্ধ অনিবার্য্য। এবার যদি যুদ্ধ বাধে তবে বাধ্য করে সৈন্যদলে সেপাই ভর্ত্তি করা হবে এ সংবাদটি তার জানা ছিল। জনসনের শরীর

সুন্দর এবং পল্টনে ভর্তি হবার উপযুক্ত। তাকে সৈন্যদলে টেনে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করানো হবেই। টডের নামধাম আছে। তাকে কেউ সৈন্যদলে ভর্তি হবার জন্য অনুরোধও করতে পারে না। সৈন্যদলে টেনে নিয়ে যাবার পূর্বে যদি নিজেই বিদেশে বেড়িয়ে যায় তবেই ভাল হবে মনে ক'রল।

পরদিন সকাল বেলা জন্‌সন্ টডের অফিসে গেল। টড্ তখন অফিসে ছিল না। টডের পার্‌সনেল সেক্রেটারী মিস্ ডুপ্লে অফিসে ছিলেন। মিস্ ডুপ্লে একজন খাঁটি আমেরিকান্, কথা বলার সংগে ব্যস্তভাব আপনি ফুটে উঠত। দুঃখিনী মিস্ ডুপ্লে কাজে অকাজে ব্যস্তভাব দেখাতে অভ্যস্ত নতুবা কাজ বজায় রাখা চলে না। জনসন্ তাকে নক্‌সার কথা জিজ্ঞাসা করা মাত্র তিনি ব্যস্তসমস্ত হয়ে ফাইল ঘাটতে আরম্ভ করলেন তারপর বললেন "মিষ্টার জন্‌সন্ নক্‌সা আসেনি, ফোন করে বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করব কি? জনসন্ বললে না মিস্, ভুল হয়েছে আগামীকাল নক্‌সা আসবে ফোন করোনা। আমার অফিসে আসার কথা টড্‌কে জানাবে। এখন যাই মিস্ ডুপ্লে।

নিশ্চয়ই মিষ্টার ডুপ্লে, তোমার কথাগুলি আমি নোট করে রেখেছি।

জনসনের সামনে কোন কাজই ছিল না। অকাজে সময় কাটানো তারপক্ষে কষ্টকর হচ্ছিল। ১৩৯ নম্বর ষ্ট্রীটে

নিজস্ব বিশিষ্ট একটি প্রসিদ্ধ নাইট ক্লাবে গিয়ে উঠল। দিনের বেলায় নাইট ক্লাবের দৃশ্য বড়ই জঘন্য। তবুও নাইট ক্লাব না দেখলে তার চলে না।

ছয়তলা বাড়ীটার উপরের তলায় নাইট ক্লাব অবস্থিত ছয়খানা ফ্লেট্ নিয়ে ছয় তলার গড়ন। ছয়টি ফ্লেটই ছয় জনের নামে ভাড়া নেওয়া হয়েছে অথচ ছয়টি ফ্লেটই নাইট ক্লাবের অন্তর্ভুক্ত। নাইট ক্লাব আইন মতে নিষিদ্ধ, তা হলে কি হয়, আইনের চক্ষে ধূলি দেওয়া সহজ কাজ। জন্‌সন্ ক্লাবের একজন সভ্য। তারই ইচ্ছা অনুযায়ী নাইট ক্লাব চলত। সেজন্য নাইট ক্লাবকে দুভাগে বিভক্ত করা হয়েছিল। পাঁচটি ফ্লেট নিয়ে রাত্রের জন্য ক্লাবের কাজ চালানো হত। ফ্লেটে দিনের আগন্তুকদের সম্বর্দ্ধনা করার সুব্যবস্থা ছিল। ছয় নম্বর ফ্লেটে গিয়ে আর্থার দেখলে সেখানে তিনজন লোক ক্লাবের কাজে নিযুক্ত রয়েছে। এতে জন্‌সনের রাগ হল এবং হঠাৎ তার মনের পরিবর্ত্তন হল এবং নাইট ক্লাব উঠিয়ে দেওয়াই ভাল মনে করল। কিন্তু জন্‌সনের সময় ছিলনা। এসব ক্লাব উঠাতে হলে সময়ের দবকার হয়। সে কথা জনসন্ জানত। ক্লাবের কাজে নিযুক্ত তিনটি লোককে জনসন্ জিজ্ঞাসা করল, "কয় ঘণ্টার জন্য তারা ক্লাব ভাড়া দিয়েছে।"

জন্‌সনের উগ্রমূর্ত্তি দেখে তিনটি লোকই কেঁপে উঠল এবং

তাদের কাজ অসমাপ্ত রাখতে বাধ্য হল। তারা বল্‌ল দু ঘণ্টার জন্য তারা ক্লাব ভাড়া নিয়েছে এবং সেজন্য পঁচাত্তর ডলার দিয়েছে।

জনসন্ এদের আর বিরক্ত না করে নিজের বাড়ীতে চলে গেল এবং সেখানেই সময়ের সদ্ব্যবহার করতে মনস্থ করল।

মনের পরিবর্ত্তন যখন আসে তখন সকল দিক দিয়েই একটা ঝাঁকুনি খায়, দীননাথের কথাও জনসনের মনে পড়ল। জন্‌সন ঘরে পৌঁছেই দীননাথকে ফোন্ করে জানাল, "তোমাকে সিংগাপুরে যেতে হবে না। যুদ্ধ বোধ হয় সত্বরই আরম্ভ হবে এবং যদি আমেরিকা বৃটিশকে সাহায্য করার জন্য যুদ্ধে নামে তবে তুমি যুদ্ধের কাজে ভর্ত্তি হয়ে আমেরিকার নাগরিকত্ব পাবার সুযোগ পাবে। এমন সুযোগ হারিও না ; আমেরিকার নাগরিক অধিকার লাভ করার পর তোমার জীবনে যে পরিবর্ত্তন আসবে তা দেখে আমি আনন্দিত হব। আমার কথাগুলি বোধ হয় বুঝতে পারছ ?"

"হাঁ জন্‌সন, তোমার কথার সকল রকমের অর্থই বুঝতে পেরেছি। এখন বলত, তুমি যে টাকা আমার স্ত্রীকে দিয়েছ তা ফেরৎ নিবে কিনা ?"

"আরে মুর্খ, তুই একজন হিন্দু, আমাকে এখনও চিনতে পারিস্ নি ? জনসন্ যাকে যা দেয় তা আর কখনও ফেরত নেয় না। বিদায়—"

জনসন্ রিসিভারটা রেখে দিয়ে অন্য কাজে মন দিল।

বাটপাড়ের মতিভ্রম

জন্‌সন্‌ টডের কাছ থেকে সমস্ত বিষয় বুঝে নিল এবং লণ্ডনে গিয়ে পত্র দেবে বলে গেল। এরোপ্লেনের টিকিট তার কেনাই ছিল। যথা সময়ে সে ব্রন্‌জ গিয়ে লণ্ডনের এরোপ্লেনে চাপল। আবহাওয়ার দুর্যোগে তৃতীয় রাত্রে ক্রয়ডনের বিমাণ ঘাটিতে জন্‌সন নামল। টেক্‌সী প্রস্তুত ছিল। টেকসীতে বসে সে এল্‌গেট্‌ পর্যন্ত এসেই কি ভেবে গাড়ি হতে নেমে অন্য আর একখানা টেক্‌সী ভাড়া করে নিজের ঘরের দিকে চল্‌ল।

সন্ধ্যার সময় এক পশলা বৃষ্টি হওয়ায় ওরেন্‌জগ্রোভ্‌ রোড পিচ্ছিল হয়েছিল। লোকজনের চলাফেরা সাধারণত এরূপ পথে খুবই কম। উপরন্তু তখন শেষ রাত্র। গ্যাসের আলোগুলি তখন নিবু নিবু করছিল। টেক্‌সী ড্রাইভারের অসাবধানতার জন্য টেক্‌সীর একটি চাকাতে সামান্য আঘাত লাগে। জনসন্‌ রাগ করে বললে : "এপথে কি লোক যাতায়াত করে না ?"

টেক্‌সী ড্রাইভার শ্লেষ করে বললে, "না স্যার, এদিকে প্রায়ই খুন হয় সেজন্য লোকে বসবাসই ছেড়ে দিয়েছে, দেখুন ত আপনার বাড়ীতে কেউ আছে কিনা ?"

জনসন্‌ গাড়ী হতে নেমে দরজার কড়া নাড়ল। তার

বাড়ীর দরজায় দুবার টোকা দেবার প্রথা, জনসন্ সেকথা অনেক বৎসর পরও ভুলেনি। দুবার টোকা দেওয়ার পরই একটি লোক দরজা খুলে জনসনের মুখের পানে তাকাল। লোকটির মুখাকৃতি এবং শারিরিক গঠন তথা কথিত ভদ্রশ্রেণীর মত। যদি-ও রাত শেষ হয়ে এসেছিল তবুও দরজা খুলার পূর্ব্বে সে নেকটাই এঁটে বের হতে ভুলে নি। জনসনের দিকে একটু তাকিয়েই বললে "এই যে, কি বলে আপনি—?"

"হ্যাঁ, আমি এ বাড়ীর মালিক জনসন্। তুমি কে ?"

"আমি এ বাড়ীর ভৃত্য, আস্থন স্যার" বলেই কুক্ জনসনের ব্যাগটা নিতে হাত বাড়াল।

জনসন্ বাধা দিয়ে বলল "তোমার কিছুই করতে হবে না, এখানে শুধু একটু দাঁড়াও।" তারপর পকেট হতে আড়াই শিলিং-এর একটি মুদ্রা বের করে টেক্সী ড্রাইভারের হাতে দিয়ে বললে "এতে হবে ত ?"

"ধন্যবাদ স্যার, এই ত এলগেট্ হতে এসেছেন, ছ পেণীর পথ মাত্র।"

জনসন্ দোতলায় গিয়ে নিজের ঘরের দরজা খুলে রুমে প্রবেশ করে দেখল বিছানা ঠিকই আছে। আলনা এবং ড্রেসিং টেবিলটাও যথাস্থানেই আছে। তারপর ভৃত্য কুকের দিকে চেয়ে বললে, "বয়, আমি স্নান করব, স্নানের টাবটি ঠিক করে রাখ, ব্রেকফাষ্ট যাতে আমেরিকান্ ধরণে হয় সেদিকে দৃষ্টি

রাখবে। বুঝলে আমরা চা খাইনা, কাফি খাই। কাফির ব্যবস্থা করো।"

বয় চলে গেলে জনসন্ একটি সিগারেট ধরিয়ে জানালা গুলি খুলে দিল। একটি জানালার সামনে দাঁড়িয়ে লণ্ডন নগরীর দৃশ্য দেখাতে মন সন্নিবেষ্টিত করল। কোথাও টু শব্দটি নেই, সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজিত। অনেকে আবার জানালা খুলেই ঘুমুচ্ছে। নীচের তলার লোকও জানালা খুলে শুতে পারে একথা জনসন্ চিন্তাও করতে পারে নি, কিন্তু এটা লণ্ডন নগরী। নীচের তলার দরজা জানালা খুলে ঘুমোতে এখানকার লোক অভ্যস্ত।

দুধ বিক্রেতা দরজার সামনে দুধের বোতল রেখে যাচ্ছিল। সংবাদ পত্রের হকার সংবাদপত্র দরজার ফাঁক দিয়ে ঢুকিয়ে দিচ্ছিল। উভয়েই কোনরূপ শব্দ করছিল না। প্রত্যেকেই শহরের শান্তি বজায় রেখে স্ব স্ব কাজ করে যাচ্ছিল। ইতিমধ্যে বয় এসে স্নানের জল প্রস্তুত হয়েছে সংবাদ দেওয়া মাত্র জনসন্ ব্যাগটি হাতে নিয়েই স্নানাগারে গেল। স্নান শেষ করে ফেরার সময়ও ব্যাগটি হাতে করে নিয়ে আসতে ভুল করল না। এরূপ ভাবে একটি ব্যাগ সংগে রাখা ভয়ানক কষ্টকর ভেবে, জনসন্ তার দরকারী কাগজপত্র সার্টের বুক পকেটে রেখে দিল এবং শান্তির সংগে আমেরিকান্ খানা খেয়ে শুয়ে পড়ল।

পরের দিন দুপুর বেলা সে লণ্ডন মিউজিয়মে গেল এবং

সেখানে আলীরাজার সংগে সাক্ষাৎ করল। আলী রাজা, রাজা বিক্রমের বাড়ি এবং রাজা বিক্রম কোথায় তার ধনরত্ন লুকিয়ে রেখেছিলেন তার মানচিত্র বিশদ ভাবে তৈরী করে রেখেছিল। জনসনকে দেখামাত্র আলীরাজা তার সিট হতে উঠে দাঁড়াল এবং বলল "মিষ্টার জনসন্ তোমার কাজ অনেকটা করেছি, আর এক সপ্তাহের মধ্যেই শেষ করব। এখানে কথা হবে না, চল ঘরে যাই।" দ্বিরুক্তি না করে জনসন্ আলী-রাজার সংগে মিউজিয়ম হতে বের হয়ে একখানা টেক্সীতে চড়ে বসল এবং পনের মিনিটের মধ্যেই ঘরে পৌঁছল। জুলীয়া এতক্ষণ রান্নার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। দরজা খুলে তাঁর স্বামীর সংগে জনস্নকে দেখতে পেয়ে সুখী হলেন। তাদের বসবার ঘরে রেখে তিনি নূতন করে রান্না করতে আরম্ভ করলেন।

জনসন্ আলীরাজাকে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি মন দিয়ে আমার কাজ করছ দেখে সুখী হয়েছি। বলত, কতটুকু অগ্রসর হয়েছ?"

অনেক অগ্রসর হয়েছি, শুধু তাই নয়, আমার মানসিক উন্নতিও অনেক হয়েছে। মানচিত্রের কথা এখন থাক। এখন তোমাকে কতকগুলি বিষয় জানাতে হবে তারপর কাজ করবার জন্য মালয় দেশে যাবে। জানিনা নিউইয়র্কে থেকে যুদ্ধের পরিস্থিতি তোমারা কতটুকু অনুভব করেছ। এখানে আসার পর যুদ্ধ সম্বন্ধে আমার একটা নূতন ধারণা হয়েছে

এবং সেই ধারণা বোধ হয় সত্যে পরিণত হবে। তোমাদের দেশে জাপানীদের তোষন করা হচ্ছে, কিন্তু জাপানীরা তোষনে সন্তুষ্ট হবেনা তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেই। দ্বিতীয় কথা হল চীন জাত ছাড়া এশিয়ার প্রত্যেকটি জাত জাপানীদের পথ অবলম্বন করবে। যদি জাপানীরা মালয় দেশ আক্রমন করে তখন তোমার কি অবস্থা হবে ভেবেছ কি ?"

জনসন হেসে বললে, "তুমি দেখছি একজন পাকা পলিটিকেলম্যান্? তা আসবেই এবং ভবিষ্যতে আরও যুদ্ধ হবে। তা বলে কোনও ব্যবসায়ী ব্যবসা পরিত্যাগ করে না। যুদ্ধের সময় ব্যবসা আরও ভাল হয়।

তুমি ত ব্যবসা করতে যাচ্ছনা জনসন্!"

"এটাও একটা ব্যবসা, জাপানীরা যদি আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং সিংগাপুর আক্রমন করে তবে ব্যবসা ছেড়ে হাতিয়ার ধরব। ধনরত্ন পদাঘাত করে সমুদ্রের জলে ফেলে দেব। জাতির স্বাধীনতা সর্বপ্রথম তারপর ধনরত্ন, তোমরা হলে পরাধীন জাত। তোমাদের এসব কথা বুঝবার ক্ষমতা নেই। যুদ্ধ বাঁধলে আমার কর্তব্য আমি ঠিক করব। এখন বল নক্সাটা ঠিকমত হয়েছে কি ?"

"তা হয়েছে, এখনই দিচ্ছি" বলে আলীরাজা ড্রয়ার খুলে সুন্দর একখানা নকসা বের করল এবং জন্সনকে ভালকরে বুঝিয়ে দেবার পর কিছুক্ষণ নীরব থেকে একখানা কাগজে

কতকগুলি কথা লিখল। কথাগুলা লিখে জনসনকে পড়তে দিল। তাতে লিখা ছিল "শুন জনসন্, যখন আমি এই প্ল্যান আঁকি তখন অন্য আর একজন লোক দেখতে পায় এবং সেও এই স্থানটার একটা নক্‌সা করে তা আমি, স্বচক্ষে দেখেছি। সেজন্য তুমি ভয় করো না, নকসাতে অনেক সংকেত লিখেছি। সংকেতগুলি বুঝবার জন্য পালি অক্ষর শিক্ষা করতে হয়েছে। তোমাকেও তাই শিখতে হবে। আমি জানি এই নক্‌সা তুমি লণ্ডন হতে নিয়ে যেতে পারবে না। নিশ্চয়ই চুরি হবে। নকসা চুরি যাবার পর তোমার কাজ আরও সরল হবে। এখন আমার কাছ থেকে অতি সংগোপনে তিনটি পালি অক্ষর শিক্ষা করা। যে পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত তিনটি পালি অক্ষর শিক্ষা না কর সে পর্য্যন্ত তোমার নক্‌সাই বুঝা হবে না। এখন এই নক্‌সা খানা তুমি নিয়ে যাবে এবং লক্ষ্য রাখবে কি করে তোমার পকেট হতে নক্‌সা অন্তর্দ্ধান হয়। যে দিন এই নকসা তোমার পকেট হতে অন্তর্দ্ধান করবে সেদিনই তুমি পুলিশ ষ্টেশনে গিয়ে বলবে, তোমার কতকগুলি টাকা সমেত একখানা নক্‌সা চুরি গেছে। আরও বলবে দুই সপ্তাহের মধ্যে যদি নকসা পাওয়া যায় ভাল নতুবা তুমি ক্ষুন্ন মনেই প্রশান্ত মহাসাগরের পথে দেশে ফিরে যেতে বাধ্য হবে। ইউরোপের অবস্থা দেখে তোমার মন ঘাবড়িয়ে গেছে এবং নক্‌সার জন্য বসে থাকবে না। ইতিমধ্যে এই সংবাদটি

স্থানীয় সংবাদ পত্রে ছাপানোর ভার আমিই নেব। তুমি বোধহয় ভাল করেই জান, এরূপ ছোট খাট চুরির কথা লণ্ডনের প্রসিদ্ধ কোন সংবাদ পত্রেই ছাপানো হয় না কিন্তু আমি তার ব্যবস্থা করতে সক্ষম হব। যারা তোমার নক্সা চুরি করবে তারা সহজে তোমার সংগ পরিত্যাগ করবে না। যাতে এসব লোক তোমার সংগ না নেয় তারই ব্যবস্থা করব।

আলীরাজার দেওয়া কাগজ খানা পড়বার পর জনসন তা পকেটস্থ করতে চাইছিল কিন্তু আলীরাজা তা করতে দিলে না জনসনের হাত থেকে কাগজ খানা টেনে নিয়ে আগুনে ফেলে দিলে; কাগজ খানা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই ভস্মীভূত হয়ে গেল।

পূর্ব্বের কথার মোড় ফেরাবার জন্য আলীরাজা জনসনকে লক্ষ্য করে বললে ঃ এতক্ষণ নক্সাটা দেখার পর ও তোমার বুঝবার ক্ষমতা হল না। তুমি আবার মালয় দেশে যাবে বলে আস্ফালন করছ! বলত, মানচিত্রের উপরিভাগকে কোন দিক বলে?

জনসন আমতা আমতা করে বললে "কি জানি ভাই, এসব ত জানি না, বলে দাও ত মানচিত্রের উপরি ভাগকে কোন দিক বলে?"

"হাঁ, তাই বল, সেজন্যই এতক্ষণ চুপ করে ছিলে। মানচিত্রের উপরিভাগকে উত্তর দিক বলা হয়; নীচটাকে

বলা হয় দক্ষিণ, ডানদিককে বলা হয় পূব আর বাদিককে বলা হয় পশ্চিম। ছিলে ত ইহুদির দোকানের পিয়ন, সিংগাপুরে যেয়ে তুমি যে কি করবে বুঝতেই পারছি না। যাক্‌গে এসব কথা। তুমি রোজ দুপুরে এখানে খেয়ে এস, তোমাকে নক্‌সা সম্বন্ধে অনেক কিছু শেখানো হবে।"

আলীরাজার স্ত্রী খাবার পাক করে সাজিয়ে রেখেছিলেন। তিনি জনসন্‌ ও আলীরাজাকে খেতে ডাকবেন, কিন্তু তার মুখের গাম্ভীর্য্য দেখে জনসন্‌ কিছুই জিজ্ঞাসা করতে সাহস করল না। খাবার টেবিলে বসে জুলিয়া বললেন, "ইংলিশ খানা তার মোটেই ভাল লাগে না।"

জনসন বললে, "সকালে ইংলিশদের কাফি তৈরী দেখে মুখের স্বাদ লোপ পেয়েছে। প্রত্যহ দুপুরের খাদ্য খেতে আপনাদের বাড়িতে আসব।"

"তাই হবে মিষ্টার জনসন্‌।"

খাবারের টেবিলে বসে বেশি কথা হলনা। খাবার শেষ করে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেবার পরই জনসন্‌ তার নিজের বাড়ীর দিকে রওয়ানা হল। জনসন্‌ পায়ে হেঁটে পথ চলতে ভালবাসত, সেজন্য বাস্‌, টিউব অথবা টেক্‌সীর সাহায্য নিতে পছন্দ করল না। লণ্ডন তার অপরিচিত স্থান নয়। এখানে সে একটি ব্যাংক খুলে ছিল এবং বেশ দুপয়সা কামিয়ে ব্যাংক লিকুই-ডিশনে দিয়ে, নিজের জন্মভূমি নিউইয়র্কে গিয়ে পরমানন্দে

কাটিয়েছিল। এর পরের বার সে এক ফিলিম্ কোম্পানীর বিশেষ প্রতিনিধি রূপে নিজেকে পরিচিত করে এবং শেয়ার বিক্রি করে ওরনেজগ্রোভ ষ্ট্রীটের বাড়ী কিনতে সক্ষম হয়। লণ্ডনের মত শহরে বাড়ী কেনা সহজ কাজ নয়, কিন্তু জনসন্ চতুর ছিল বলেই অল্প পরিশ্রমে কাজটি করতে সক্ষম হয়। যখন সে ফিলিম্ কোম্পানীর শেয়ার বিক্রি করছিল তখন লণ্ডন নগরীর অনেক বিখ্যাত জোচ্চুরের সংগে তার পরিচয় হয়। সেই জোচ্চুর গুলিই তাকে শেয়ার বিক্রি করে দিয়ে নিজেরা-ও লাভবান হয় এবং জনসন্কেও অর্থাগমের রাস্তা বাত্লিয়ে দেয়। শেয়ার বিক্রির কাজ শেষ করে জনসন্ যখন নিউইয়র্ক রওয়ানা হয় তখন কতকগুলি লোক জনসনের জোচ্চুরী টের পায় এবং তাকে ধরবার জন্য পুলিশের সাহায্য নেয়। কিন্তু জনসন্ তখন সাগরবক্ষে কুইনমেরী জাহাজে মঁসিওআনা নাম নিয়ে বহাল তবিয়তে ফরাসী মদের বোতল উজাড় করছিল। জনসন্ লণ্ডনে ছুবারই আর্থার জনসন্ নামে পরিচিত ছিল। শুধু বাড়ী ফেরার সময়ই স্বীয় নাম ধাম ঠিক ঠিক ভাবে বলতে বাধ্য হয়; জোচ্চর কখনও সঠিক নাম বলে না। এতে তাদের লজ্জা এবং ভয় হয়। আমাদের দেশের জোচ্চরেরা কিন্তু লজ্জার মাথা খেয়ে নিজের নামধাম লুকানোর চেষ্টা করা তত্বূরের কথা উল্টে নাম জাহির করবার চেষ্টা করে। তার একমাত্র কারণ হল আমা-দের দেশে জাপানের মত ব্লেক ড্রাগন্, আমেরিকার মত আণ্ডার

গ্রেজুয়েট ক্লাব নাই। ঘরের খেয়ে বনের মোষকে তাড়ানো যায় না। বিনা স্বার্থে সাধারন লোকের দুঃখ কষ্ট মোচন করতে গিয়ে ফাঁসিতে ঝুলা সহজ আত্ম বলিদান নয়। এতে থাকে না নামের প্রত্যাশা, থাকে না স্বর্গে যাবার প্রলোভন, থাকে শুধু অপরের উপকার করার মহৎ উদ্দেশ্য।

জনসন্ সেকসন্ ব্লেকের অনেক ডিটেকটিভ্ উপন্যাস পড়েছিল। যখন সে হাটছিল তখন সে ভাবছিল, "এবার দেখতে পাব এসব উপন্যাসের পেছনে কোনরূপ সত্য নিহিত আছে কিনা। আমার অজানিতে অথবা আমাকে কাবু করে নক্সা নিয়ে যাবে তা কি কখনও হয়? এদেশে কি পুলিশ নেই? যেখানে আমাদের মত জোচ্চুররাও কোন প্রশ্রয় পায় না, সে দেশে দিনে ডাকাতি কি করে হবে?"

আলীরাজার বাড়ী হতে জনসনের বাড়ী পুরাপুরি সাত মাইল পথ। সাত মাইল পথ চলতে জনসনের মাত্র আড়াই ঘণ্টা লাগল। আড়াই ঘণ্টার মধ্যে কেউ তার কাছে আসে নি। শুধু পিকাডিলীরে দিকে চলার সময় দু একটা ধাক্কা খেয়েছিল মাত্র। এরূপ ঠেলা-ধাক্কা জনাকীর্ণ পথে চললে সবাই সহ্য করে এবং ভদ্রতা সূচক "দুঃখিত" কথাটি ও ব্যবহার করে। পিকাডিলীতে চলার সময় যাদের সংগে জনসন্ ধাক্কা খেয়েছিল তাদের প্রত্যেকেই জনসনের কাছে ক্ষমা চেয়েছিল। জনসন্ ও তেমনি প্রত্যুত্তরে "কিছু না" জানিয়েই এগিয়ে চলছিল।

জনসনের গন্তব্যস্থল তার নিজের বাড়ী। সে বাড়ীতে পৌঁছে কোটটা খুলে আলনাতে রাখবার সময় ভাবলে আর একবার নক্সাটা দেখলে ভাল হবে। কোটের ভিতরের পকেটেই নক্সাটা রেখেছিল। পকেটে হাত দিয়ে দেখতে পেল তার মানিব্যাগটা আছে। কিন্তু যে পকেটে সযত্নে নক্সাটি রক্ষিত ছিল সেটি খালি। পকেট আরও ভাল করে খুঁজল কিন্তু নকসার সন্ধান কোথাও পেল না। কাল বিলম্ব না করে জনসন আলীরাজাকে ফোনে ডাকলে।

আলীরাজা জিজ্ঞাসা করল, "কি হয়েছে ?"

"তুমি আস তারপর সবই বলব, ফোনে কোন কথা হবে না" বলেই ফোনটা রেখে দিয়ে নিজের পকেট গুলি পরীক্ষা করতে আরম্ভ করল। ধীর মস্তকে চিন্তা করে জনসন্ বুঝল এসব কাজ ওস্তাদ পকেটমারদের দ্বারাই সম্ভব। কোন ও পকেট-মার তার পকেটে হাত ঢুকিয়ে কাজটি শেষ করেছে।

যারা রেকেটিয়ার্স হয় তারা চোর ও পকেটমারদের সমতুল্য নয়। বুদ্ধি ও সাহসের সাহায্যে তারা অপরকে ঠকায় মাত্র। সেজন্য জনসন্ নক্সা হারিয়ে একেবারে থ মেরে গিয়েছিল।

আধ ঘণ্টার মধ্যে আলীরাজা আসল এবং জনসনকে চুপ্টি করে বসে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করল, কি হয়েছে ?"

"হয়েছে !—যা হবার ছিল তাই হয়েছে, নক্সা খানা পকেট থেকে পকেটমার নিয়ে গেছে।"

আলীরাজা একটু চিন্তা করে বলল, "যা হারিয়েগেছে অথবা অন্যে নিয়ে গেছে তারজন্য চিন্তা করে কোন লাভ নেই। এখন তুমি পুলিশ ষ্টেশনে গিয়ে আমার পূর্বের নির্দেশ মত একটা ডায়রী করে আস তবেই তোমার নূতন কাজের পর্য্যায় আরম্ভ হবে।''

আলীরাজার নির্দেশ অনুযায়ী জনসন্ নকসা হারানোর কথা পুলিশ ষ্টেশনে রিপোর্ট করল। লক্ষ্য করল, পুলিশ তার রিপোর্ট লিখেছে বটে ; কিন্তু তারা বড়ই আনমনা। লড়াই যেন তাদের ঘারে চেপে বসেছে।

রিপোর্ট লিখিয়ে চলে আসার সময় জনসন্ পুলিশ অফিসারকে লক্ষ্য করে বললে, আমার নক্সা বড়ই দরকারী। আপনারা দয়াকরে দেখবেন যাতে সত্বরই পেয়ে যাই। দু সপ্তাহের মধ্যে যদি না পাওয়া যায় তবে আমি লণ্ডন ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হব। বুঝতেই পারছেন যুদ্ধের কালো মেঘ আকাশ ঢেকে ফেলেছে। যা পাবার জন্য লণ্ডনে এসেছিলাম তা পেয়েও হারালাম। আপনারা যদি দয়া না করেন তবে মনকে সান্ত্বনা দেবার জন্য প্রশান্তমহাসাগর হয়ে দেশে ফিরে যেতে বাধ্য হব। এতে মনের পরিবর্তন হবে। পথে অনেক কিছু দেখতে পাব।"

অফিসার বললে, "জাপানীরা যদি যুদ্ধে যোগ দিয়ে জাহাজ চলাচল বন্ধ করে দেয় ?"

জনসন্ ধীরচিত্তে বললে, "আমেরিকার বিরুদ্ধে জাপান যুদ্ধ ঘোষণা করতে সাহস কববে না।"

"ভালকথা, মশাই, আমরা আপনার নক্সা ফিরে পাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করব কিন্তু এসব ছোট খাট বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাতে এখন যেন প্রবৃত্তি হয় না, ধনরত্ন খুঁজে বের করার নক্সা হারিয়েছেন বলে দুঃখ করবেন না। ধনরত্নের খোঁজে এখন কেহই বের হবে না। নমস্কার বিদায়।"

রিপোর্ট লিখিয়ে জনসন্ ঘরে না এসে একেবারে আলীরাজার বাড়ীতে গেল এবং আলীরাজাকে নিয়ে রিজেণ্ট পার্কে বেড়াতে বের হল। বেড়াবার উদ্দেশ্য, প্রকাশ্য মাঠে তাদের কথা শুনার জন্য কেহই কাছ ঘেঁসার সাহস করবে না। ইয়রোপের ভদ্রতা সেরূপ অভদ্রতার প্রশ্রয় দেয় না।

রিজেণ্ট পার্কের ফাঁকা মাঠে যখন জনসন্ কথা বলতে আরম্ভ করল তখন আলীরাজা একটুকরা কাগজে কিছু লিখে জনসনের হাতে দিল। তাতে লিখাছিল, তোমার সংগে এখানে কথা বলা হবে না। ঐ দেখ একখানা মোটরে পোর্টবেল ট্রেনস্মিটার লাগানো রয়েছে। আমাদের কথা শুনাই লোকটার উদ্দেশ্য চল আমারা আরও ভেতরে যাই। ভেতরে গেলে আমাদের কথা ট্রেনস্ মিটারের নাগালের বাইরে পৌঁছবে।"

আলীরাজার বুদ্ধি দেখে জনসন্ অবাক হল এবং পার্কের মধ্যস্থলে বসে তাঁরা কথা বলতে আরম্ভ করল।

আলীরাজা বললে, "তোমার প্ল্যান্ হারিয়ে ভালই হয়েছে, ব্যাটারা আরও ধাঁধায় পড়বে। আমি জানতাম প্রথম প্ল্যান তুমি হারাবে, সে জন্য সেটাতে অনেক ভুল রেখেছিলাম। এখন তোমাকে কয়টি অক্ষর শিখিয়ে দিচ্ছি। সেই কয়টি অক্ষর তোমাকে মনে রাখতে হবে। নূতন প্ল্যানে সেই কয়টি অক্ষরের স্থলে অন্য অক্ষর বসিয়ে দিয়েছি। প্রথম অক্ষরটি হল 'এ' (A) দ্বিতীয়টি কে, (K) এবং তৃতীয়টি হল জে, (J) প্রকৃত পক্ষে সেই অক্ষর গুলি হবে অ, ক্য এবং জি। প্রত্যেকটি অক্ষরের দূরত্ব ত্রিশ মাইল এবং প্রত্যেকটি অক্ষরের নীচেই রাজা বিক্রমের ধনরত্ন লুক্কায়িত আছে। ত্রিশ ফুট মাটি খুঁড়লে পর প্রথম স্তরে যে সকল পাথরের ঘর পাওয়া যাবে সেই ঘর গুলিতে শুধু তামাই পাওয়া যাবে। এর পরে আরও ত্রিশ ফুট খুঁড়লে যা পাওয়া যাবে তাকে বলা হয় টিন। দেখতে রূপারই মত কিন্তু রূপার চেয়েও বেশি মূল্যবান। সোনা এবং রূপা মালয় দেশের লেকে খুবই ভালবাসত কিন্তু উভয় ধাতুর কোনও খানে তখনকার দিনে খুঁজে না পাওয়াতে সোনা এবং রূপা না রেখে টিনই রাখা হয়েছে। এই হল প্রথম এবং দ্বিতীয় ঘরের সংবাদ। তৃতীয় ঘর পেতে হলে ষাট ফুট খুঁড়তে হবে এবং সে ঘরে ভাল ভাল পাথর এবং পদ্মরাগ মান রয়েছে। পাথর গুলির মধ্যে একখানা পাথর আছে যার নাম কৌস্তভ। সেই পাথর হতে

যে আলো বের হয় তা হাজারটি মোম বাতির আলোর সমান। আরও একখানা পাথর আছে, সেই পাথর খানা অনবরত ঘামে। বৎসরে সেই পাথর হতে তিন শত চৌষট্টি ফোঁটা জল বের হয়। সেই জলের অনেক ক্ষমতা এই পর্য্যন্তই বই ঘেটে বুঝতে পেরেছি।

এখন তোমাকে অ, ক্য এবং জ্ঞি তিনটি অক্ষরের অবস্থিতি বলছি। ধ্রুব তারাকে লক্ষ্য করে উত্তর দিক ঠিক করে যে স্থানে অক্ষরেখা এবং দ্রাঘিমা পরস্পরকে ছেদ করেছে সেই স্থানটি হল শ্যাম সাগরের পশ্চিম উপকূল। সেখান থেকে দ্রাঘিমা মালয় দেশের উপর দিয়ে এসে বংগ উপসাগরের যে স্থানে পড়েছে তাই হল আসল বুকিতমার্তাজাম। বর্তমানের বুকিতমার্তাজামের সংগে তার কোন সম্পর্ক নেই। সেই স্থানটিই হল অ। অ এর ঠিক ত্রিশ মাইল উত্তরে পরে ক্য। ক্য হতে ঠিক ত্রিশ মাইল পূর্বে পাবে জ্য। জ্য ই হল তোমার লক্ষ্য।

আজ এই পর্য্যন্ত থাক জনসন্। যা বলেছি তাই হজম কর। কাল সকালে আমরা ডোভারে বেড়াতে যাব, সেখানে গিয়ে কোথাও বসে আজ যা বলেছি তারই পুনরাবৃত্তি করব। এখন চল ঘরে যাই।" জনসন্ এবং আলীরাজা তাদের স্ব স্ব ঘরে বিভিন্ন পথে রওয়ানা হল।

জনসন রিজেণ্ট পার্ক হতে নেমেই বাসে উঠল। বাসে সে

যে স্থানটি দখল করেছিল, কয়েক মিনিট পরই অন্য আর একজন লোক এসে তার পাশে বসল। দেখলেই মনে হয় লোকটা গুণ্ডা প্রকৃতির লোক। 'কুকুর' নাগাকে দেখলেই যেমন ভয় পায়, ফ্যাসিস্ট কমিউনিষ্ট দেখলেই যেমন রেগে যায়, তেমনি জনসন্ এই লোকটাকে দেখামাত্র তার প্রথমে ভয় হয় তারপর সে রেগে যায়, একটু ভাল স্থানে এসেই জনসন নেমে পড়ল এবং নিকটস্থ পুলিশের কাছে গিয়ে আত্মরক্ষার জন্য সাহয্য চাইল। পুলিশ তাকে একটু অপেক্ষা করতে বলল। এ টহলদারী সেপাই আসার পর তার সংগে জনসনকে পাঠিয়ে দিল। ঘরে পৌঁছে জনসন ভাবতে লাগল সময়ের পরিবর্ত্তনের সংগে দেশে চোর ডাকাত লম্পটের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে, কিন্তু সে জানত ন। গ্রেটব্রিটেন ডেমোক্রেটিক দেশ। এখানে চোর ডাকাত যেমন করে আশ্রয় নিয়ে নিজেকে রক্ষা করতে পারে তেমনি রাষ্ট্রনৈতিক দল গুলিও আত্ম গোপন করার সুযোগ পায়। ইংলিশরা বলে ইংলণ্ড থেকে চুরি করে চোর ফ্রান্সে পালিয়ে যায়। কথাটা একেবারে মিথ্যা, ফ্রান্স হতে চোর ডাকাত পালিয়ে এসে ইংলণ্ডে মাথা গুজবার স্থান পায়। ফ্রন্সের আইন কানুন ডেমক্রেটিক নয়। যে দেশে লোক সাবালক হাবার পর পরিচয় পত্র সর্ব্বদা সংগে রাখতে বাধ্য হয়, সে দেশের ডেমক্রেসী কিরূপ সহজেই বুঝতে পারা যায়।

এসব হল একদিকের কথা। লণ্ডন নগরীতে ইণ্টার

স্যাসনেসস্পা ইদের যত বড় আড্ডা আছে তেমনটি আর কোথাও নেই। ম'সিয়ে ট্রটস্কি একদেশ হতে অন্যদেশে স্থানান্তরিত হয়েছিলেন। তাঁর কাছ থেকে রুশিয়াকে ধ্বংস করার জন্য একদল লোক আদেশ ও উপদেশ পাবার জন্য অনেকগুলো আড্ডা করেছিল। তার বৃহত্তমটি হল লণ্ডনে। জনসন্ সে কথা জানত না। হিটলার নাৎসীদের প্রাধান্য অর্জ্জন করার জন্য লণ্ডনে একটি চক্র স্থাপন করেন। তারাও পৃথিবীর সর্ব্বত্র জাল ফেলার জন্য তাদের নিজের দেশের বাইরে যে আড্ডা করেছিল সেটিও লণ্ডনেই ছিল। ইউরোপের চোর ডাকাতরা বুঝতে পেরেছিল যুদ্ধ আরম্ভ হলে পর তাদের পক্ষেও প্রানবাঁচবার ক্ষমতা থাকবে না। তারাও লণ্ডনের পথে আমেরিকার দিকে পালিয়ে যাবার জন্য লণ্ডনে এসে আড্ডা গেড়ে ছিল। ঠিক সেই সময়ে জনসন্ বিশেষজ্ঞ লাগিয়ে নক্‌সা তৈরী করছে। তা কি গোপন থাকতে পারে?

লণ্ডন টাউনে যে স্থানে ব্যবসায়ীদের ব্যবসা ক্ষেত্র সেখানেই জার্মানরা একটি আড্ডা গেড়েছিল। তাদের আড্ডা সন্দেহ ভাজন লোককে ধরে এনে প্রশ্ন করত এবং যদি বুঝত লোকটা তাদের পথে কাঁটা দিবার বন্দোবস্ত করছে তবে তাকে একেবারে জার্মানীতে চালান দিত। যদি বুঝত সে অন্য ধরণের লোক তবে তাকে ছেড়ে দিত। জনসনের নক্‌সা তৈরীর পদ্ধতি দেখে কয়েকজন জার্মানের সে দিকে দৃষ্টি যায় এবং জনসন্‌কে

প্রশ্ন করার প্রবৃত্তি আপনা হতেই মনে জেগে উঠে। কিন্তু জনসনকে কোথায় পাওয়া যাবে কি করে আড্ডায় আনা যাবে তার চেষ্টা হচ্ছিল।

কলিকাতার রাজ পথ থেকে একটি সাধারন লোককে ধরে নেওয়া খুবই সহজ কাজ। এখানের পুলিশেরা সাধারণের ভাল মন্দের দিকে তত তাকায় না। কিন্তু বৃটেনে তা হবার উপায় নেই। একটি লোক উধাও হলে অথবা খুন হলে সেজন্য পুলিশকে পার্লমেণ্টে পর্য্যন্ত জবাব দিতে হয়। জনসন সে কথা জানত এবং সেজন্যই নির্ভয়ে সে পুলিশের সাহায্য নিয়ে ঘরে পৌছে নিজেকে নিরাপদ মনে করতে সক্ষম হয়েছিল। বাস্তবিক পক্ষে ঘরে পৌছে জনসন্ নিরাপদই হয়েছিল। তার খান্‌সামা এবং বয় বুঝতে পেরেছিল জনসনের মনে দুর্ব্বলতা ঢুকছে সে জন্য তারা ইচ্ছা করেই জনসনের ঘরে কাজ করছে ; এই বাহানাতেই বসে রয়েছিল।

জনসন্ বললে "আমার ইচ্ছা হচ্ছে দুটী বন্ধুকে নিমন্ত্রন করি, বন্দোবস্ত করতে পারবে কি ?"

খানসামা বললে "আজ নয় স্যার। আমরা উভয়েই অসুস্থ, শুধু তাই নয়, আজ আবহাওয়াও ভাল নয়। কিরূপ বাতাস বইছে হয়ত বৃষ্টি না হয়ে তুষার পাত হতে পারে। পথে লোক চলাচল বন্ধ হতে চলছে, শহরে একটা থম্‌থমে ভাব বলে মনে

হচ্ছে। রেডিওটা খুলে রাখুন হয়ত বিশেষ কোন সংবাদ শুনা যেতে পারে।"

জনসন্ বিষয়টা চাপা দিয়ে বললে "চল কিছু খাই।"

জনসন্ খাবার টেবিলে বসল। বয় এবং পাচক আপন কাজে চলে গেল। ইউরোপীয়ান খাদ্য তৈরী হতে আধঘণ্টার বেশী সময় লাগল না। আধ ঘণ্টার মধ্যে খাবার তৈরী হল। জনসন্ খেতে আরম্ভ করে আধ ঘণ্টার মধ্যে খাওয়া শেষ করে টেবিলের পাশে বসেই সিগারেট ফুকৃতে আরম্ভ করল। মিনিট পাঁচেক না যেতেই কে এসে দরজায় টোকা দিল। জনসন্ বয়কে বললে "বয়, দয়া করে দেখত দরজায় কে ঠোকা দিলে, ঠোকা দেবার কায়দা দেখে মনে হয় পরিচিত লোক।"

বয় বললে, "ও হাঁ মশাই, দুটো টোকা দিয়েছে। নিশ্চয়ই পরিচিত লোক, আমি যাচ্ছি লোকটাকে কি এখানেই নিয়ে আসব ?"

"হাঁ তাই কর।"

বয় নীচে গিয়ে দরজা খুলে দেখলে একজন অপরিচিত লোক দাঁড়িয়ে আছে। বয় তাকে জিজ্ঞাসা করল "কি চাই ?"

"হাঁ আমি মিষ্টার আলীরাজার কাছ থেকে এসেছি। বিশেষ জরুরী কাজ, মিষ্টার জনসনের কাছে বলব, আমাকে নিয়ে চলুন।"

বয় এবং নবাগত লোকটি খাবারের ঘরে আসল। বয়

একটু দূরে সরে যাবার পরই নবাগত লোকটি বললে, "মিষ্টার আলীরাজা আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন এবং বলেছেন আপনি যেরূপ অবস্থায় থাকুন না কেন আমার সংগে চলে আসতে, খবরদার একটুও দেরী করবেন না, বিষয় বড়ই।"

নবাগত লোকটির কথা শুনে জনসন্ বয়কে ডেকে বললে "বয়, দয়া করে অপর ঘর হতে আমার টুপিটা নিয়ে আস, আমি এখনই আলীরাজার বাড়ী যাচ্ছি।"

"আলীরাজার কথা বলছেন স্যার, সেই ভারতীয় ভদ্রলোক তার বাড়ী এথান থেকে অনেক দূরে, টেক্সী ডাকব কি?"

নবাগত লেকটি বললে "টেক্সী ডাকতে হবে না, দরকার বোধে পথ থেকে টেক্সী ডেকে নেওয়া যাবে ; টীউব ধরে গেলে দুজনায় মাত্র এক শিলিং খরচ, টেক্সী ডাকলে কমের পক্ষে দশ শিলিং। আলীরাজা খরচের জন্য যা দিয়েছেন তাতে টেক্সীতে যাওয়া যাবে।"

বয় টুপী আনতে গিয়ে দেখল টুপী যথাস্থানে নেই। এতে তার সন্দেহ হল। টুপীটা টেবিলের উপর হতে উঠিয়ে এনে বললে, "টুপীটা যথাস্থানে ছিল না স্যার, টেবিলের উপর ছিল, দেখুন ত এটা আপনার কি না?"

জনসন্ টুপীটা হাতে নিয়ে দেখলে, টুপী তারই তবে ভেতরের চামড়ার বেষ্টনটা উল্টানো। মনে হয় কেউ ভেতরের বেষ্টন-টার নীচে কিছু লুক্কায়িত আছে কি না তাই দেখে গেছে তবুও

জনসন্ উঠল এবং বলল ভুল করে অনেকেই কুকর্ম্ম করে এতে ক্ষতি হয় অনেক। যাক্‌গে আমার তাতে কোনও ক্ষতি হবে না। "চল মিষ্টার এবার আলীরাজার কি হয়েছে দেখে আসি।"

নবাগত লোকটী এবং জনসন্ পথে বের হয়ে দেখলে পিনপিনে বৃষ্টি স্থুরু হয়েছে। জনসন ঠিক করল টেক্‌সী ষ্টাণ্ডে গিয়ে যেখানে সেখানে যেয়ে টেক্‌সীতেই আলীরাজার বাড়ী যাবে। কলিকাতায় যেমন সর্ব্বত্র টেক্‌সী মেলে না লণ্ডনেও সেরূপ। প্রত্যেক টেক্‌সী ষ্টেণ্ডে টেলীফোন থাকে। যার দরকার হয় ফোনে ডেকে টেক্‌সী আনায় নতুবা ষ্টেণ্ড ছাড়া আর কেথাও টেক্‌সী মিলেনা; তবে যদি পূর্ব্বের বন্দোবস্ত থাকে তবে সেকথা স্বতন্ত্র। জনসন্ এবং নবাগত লোকটি যখন এলগেটের দিকে চলছিল তখন একখানা টেকসী পেছন দিক থেকে এসে ছোট্ট একটি হর্ণ দিল। নবাগত লোকটি জনসনের দিকে তাকিয়ে বললে, "আর কেন স্যার, টেক্‌সীতেই যাওয়া যাক্; দশশিলিং আমার কাছেই আছে।"

জনসন্ সম্মতি দিয়া বললে, "ডাকত টেক্‌সীটাকে?"

"এই টেকসী"—বলে হাঁক দিতেই ড্রাইভার গাড়ী থামাল এবং ধীরে পেছনের দিকে এগিয়ে এসে ওদের সামনে দাঁড়াল। জনসন এবং নবাগত লোকটি গাড়ীতে উঠে বসে পড়ল। গাড়ী ইউষ্টনের দিকে রওয়ানা হল। মিনিট দশেক যাবার পরই

গাড়ী আঁকিয়ে বাঁকিয়ে যেতে আরম্ভ করল। জনসন্ একটু ভীত হল। সংগের লোকটাকে জিজ্ঞাসা করল পথ হারাই নি ত?

সংগের লোকটি বললে, "টেক্সী কখনও কি পথ হারায়?"

জনসন্ বললে, "সে কথা ত আমিও জানি তবে আমার কাছে যেন কেমন কেমন ঠেকছে।"

নবগত লোকটা জাতে জার্মান। তার নাম উইনডল। হিটলার জার্মানীতে প্রাধান্য অর্জন করার পরই এক দিন সে হিটলারের সংগে সাক্ষাৎ করে এবং তার আত্মজীবনী বলে। হিটলার উইনডলের কথায় আস্থা স্থাপন করেন এবং বলেন "আপনি প্রতিশোধ নিতে চান, সেই সুযোগ আমার কাছ থেকেই পাবেন। আমেরিকানরা আপনার পিতা এবং তিনটি ভাইকে মেরেছে, আপনি হাজার হাজার আমেরিকান হত্যা করবার সুযোগ পাবেন, কিন্তু কথা হল অনর্থক আমরা কাউকে হত্যা করতে দেব না।"

"তাই হবে স্যার, এখন আমাকে একটা চাকুরি দিন, যাতে আমার মন-প্রাণ দেশ সেবায় নিয়োজিত করতে সক্ষম হই। আমার প্রচুর অর্থ আছে, তার চার ভাগের তিনভাগ এখনই আপনার হাতে দিচ্ছি। বাকি এক চতুর্থাংশ আমার নিজের জন্য রাখলাম," বলেই উইনডল তিন লাখ মার্কের একখানা চেক হিটলারের হাতে দিল। হিটলার উইনডলকে গুপ্ত পুলিশে নিযুক্ত করে লণ্ডনে পাঠিয়ে দিলেন।

লণ্ডনে এসেই সে এক ব্যবসার ফাঁদ পেতে বসে এবং জার্মান উচ্চ গুপ্ত পুলিশের সংগে সম্বন্ধ স্থাপন করে ও জার্মান গুপ্ত পুলিশের মধ্যে একজন বিশেষ সভ্য হয়ে দাঁড়ায়। জার্মানী হতে বিদায়ের দিন হিটলার উনডলকে বলেছিলেন নরডিক জাতের প্রতি যেন ভাল ব্যবহার করে। জনসন্ ছিল নরডিক। তারপ্রতি হঠাৎ কঠোর ব্যবহার করতে উইনডলের ইচ্ছা হচ্ছিল না। সেজন্য যখনই জনসন্ কোনরূপ সন্দেহ প্রকাশ করত তখনই সে তাল বাহানা করে অত্যাচার হতে রেহাই পেত। টেক্সী যখন লণ্ডন ব্রিজ অতিক্রম করছিল তখন জনসনের সন্দেহ চরমে উঠল এবং উইনডলকে লক্ষ্য করে বলল, "তুমি নিশ্চয়ই কোন বদলোক, গাড়ী থামাতে বল নতুবা আমি চিৎকার করব।"

উইনডল পকেট হতে পিস্তল বের করে বললে, "চিৎকার করলেই মরবেন স্যার, দয়া করে চিৎকার করবেন না। আপনাকে একটি বিশেষ কাজে নিয়ে যাচ্ছি। দু ঘণ্টার মধ্যে আপনাকে আপনার বন্ধু গোলামের বাচ্চা হিন্দুটার ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসব। জার্মানরা এখনও ভারতবাসীদের হেঁন্ডু বলে। রাগের মাথায় যখন তারা হেঁন্ডু শব্দটি উচ্চারণ করে তখন শুনতে হিন্দু বলেই শুনায়।"

পালাবার কোনও উপায় নেই দেখে জনসন্ একেবারে নিঠার রইল। গাড়ী সাধারণ গতিতে চলে এক ঘণ্টার মধ্যেই সাউথ-

এভিংটন নামক স্থানে পৌঁছে একটি ষ্ট্রীটে প্রবেশ করল। ষ্ট্রীটটির উভয় দিকে শুধু দোতলা বাড়ী, বাড়ীগুলি পুরাতন এবং গরিবের বাসস্থান। তারই একটি বাড়ির সামনে গাড়ী থামল। ড্রাইভার গিয়ে দরজায় ধাক্কা দেবামাত্র দরজা খুলে গেল এবং ভেতর থেকে একজন লোক এসে জনসন্‌কে পরিচিত লোকের মত অভ্যর্থনা করে ভেতরে নিয়ে গেল। জনসন্ বুঝল সে কোথায় এসেছে। বাড়ীটার প্রত্যেকটি দরজা এমনি ভাবে আবদ্ধ যে যদি কেহ ঘরের ভেতর হাউমাউ করে চিৎকার করে তবে কেহ শুনতেও পাবে না। ঘরটির প্রত্যেকটি রুমে ২।৩ জন করে লোক বসেছিল। সে যে রুমে বসেছিল সে রুমটিতে আরও দুজন বসেছিল। জনসন্‌কে দেখা মাত্র তারা উঠে সম্মান দেখাল এবং একজন বললে, "বসুন মিষ্টার জনসন্, ভয় করবেন না, আমরা আপনার কাছে শুধু জানতে চাই, যে প্ল্যান আপনার কাছ থেকে আমরা পেয়েছি এবং আপনার বন্ধু হেঁনডুটা যে প্ল্যান এঁকেছে তা দিয়ে আপনারা কি করবেন ?"

জনসন্ দেখলে এখানে মিথ্যা বলে কাজ হবে না, সত্য বলে যদি প্রাণ বাঁচে তবে ক্ষতি কি ? উপরন্তু যারা ব্যাংক স্থাপন করে সেই টাকা আত্মস্মাৎ করে তাদের মানসিক বলই বা কত হতে পারে ? জনসন্ বললে, "এই প্ল্যান অনুযায়ী কাজ করতে পারলে কোটী কোটী ডলারের মালিক হতে পারব। প্রচুর পরিমানে টিন্ পাওয়া যাবে এটাই আমাদের ধারণা।"

"আপনি কোন ফারমে কাজ করেন ?"

"টড্ এণ্ড কোং।"

প্রশ্নকারী বললে, "এই ত হয়ে গেল আপনার কাজ, এখন বস্থন, চা না কাফি খাবেন ?"

জনসন্ বললে, "যা ইচ্ছা তা-ই দিন্, মুখ শুকিয়ে আসছে।"

প্রশ্নকারী জনসন্‌কে বসিয়ে রেখে নিউইয়র্ক ডাইরেক্টরী দেখে টড্ এণ্ড কোম্পানীর ইতিহাস বের করল। তাতে লিখাছিল ত্রিশ বৎসর পূর্বে হ্যার টড্ জার্মানীর হেনোভার শহর থেকে নিউইয়র্কে গিয়ে বসবাস করতে আরম্ভ করে। সে ছিল উগ্র ন্যাসনেলিষ্ট। সমগ্র জার্মান জাতকে একত্রিত করা এবং একই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা ছিল তার একমাত্র উদ্দেশ্য। এতদিন তার আশার প্রদীপ নীবু নীবু করে জ্বলছিল। হিটলালের সময় সে প্রদীপ পুন নব আশার আলোকে প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠে এবং হিটলারের কাছে আনুগত্য স্বীকার করে। এইটুকু পড়েই লোকটা বইখানা বন্ধ করে জন্‌সনের কাছে ফিরে এল এবং বললে, "সেখানে কি শুধু টিনই না আরও কিছু পাবার আশা রাখেন ?"

জনসন্ বললে, "আশা অনেক কিছুই রাখি, পেলেই হয়, যুদ্ধও যেন ঘনিয়ে আসছে। এখন বিদায় নিতে পারি কি ?"

"নিশ্চয়ই স্যার, কাফি খেয়ে যান। আপনার কষ্ট হল না

ত? আপনাকে এখনই বাড়ীতে রেখে আসবে। বলুন ত স্যার আপনার আসল নামটি কি?"

জনসন্ বললে, "আসল নামই আপনারা পেয়েছেন, আমার নকল নাম জেনে লাভ হবে না। যদি দরকার মনে করেন তবে টড্‌কে জিজ্ঞাসা করবেন, তারই সংগে আমি সর্বপ্রথম কারবার করি।"

"ক্ষমা করবেন স্যার, আর কিছু কিজ্ঞাসা করব না।"

ইতিমধ্যে তিন পেয়ালা কাফি নিয়ে বয় আসল। কাফি দেখে জনসনের সন্দেহ হল। সে ভাবলে হয়ত কাফিতে বিষ মিশ্রিত আছে। জনসনের মুখের অবস্থা দেখে প্রশ্নকারী একটু হাসলে এবং বয় একটি টি-পট্ আনার পর প্রশ্নকারী চার পেয়ালা কাফি ঢেলে রাখল এবং প্রথম দু পেয়ালা কাফি নিজেই খেল। জনসন্ প্রশ্নকারীর ব্যবহার দেখে সুখী হল। কিন্তু সে জানত না জার্মান উগ্র-ন্যাশনেলিষ্ট হাজার বন্ধুত্ব করুক, সে তার জাতের প্রীতিকে বড় চোখে দেখবেই। পৃথিবীর যে স্থানেই ইসলাম ধর্মাবলম্বী থাকুক না কেন সে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে অন্যকে ছলে বলে কলে কৌশলে টেনে এনে বসাবেই, বৃটিশ নাবিক সাম্রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা করবেই, হিন্দুরা নিজের ধর্মের লোককে পরধর্মে ঠেলে দিবেই, ফরাসীরা তাদের নিজের ভাষা প্রসারণের চেষ্টা করবেই। ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক জন্‌সনের যদি সে জ্ঞান থাকত তবে সে আজ হাসি মুখে

উইনডলের আড্ডা হতে বের হয়ে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাতে পারত না। কিন্তু উগ্রভাব এবং নিকৃষ্ট ভাব ভবিষ্যতে মানব সভ্যতায় স্থান যে পাবে না তার লক্ষণ এখনই বুঝা যাচ্ছে।

জন্‌সন তার বাড়ীতে পৌঁছে বোকার মত বিছানায় শুয়ে থাকল এবং তাকে কেন পথ থেকে অন্যত্র টেনে নেওয়া হয়েছে সে সম্বন্ধে কিছুই চিন্তা করল না। জনসনের রেডিও সকল সময়ই নিউয়র্কের সংগে যোগ থাকত। রেডিওটা অন্ (ON) পয়েন্ট দিয়ে সে শুয়ে থাকল, হঠাৎ তার কাণে গেল একখানা জার্মান ফ্লেগ সিপ্ বৃটিশ ক্রুইজার ডুবিয়ে দিয়েছে। যুদ্ধ এবার থেকে বেশ ভাল করেই সুরু হবে। জনসন্ কখনও যুদ্ধের চিন্তা ভাল করে করত না অথবা একবারও ভাবত না পৃথিবীর ভবিষ্যতই বা কি? সে অনেক বিপদ আপদের সম্মুখীন হয়েছে। কিন্তু আজকের বিপদটা একেবারে অস্বাভাবিক। জনসন্ চোখ বুজে শুয়েছিল হঠাৎ উঠল এবং কাউকে কিছু না বলে এলগেটের দিকে পায়ে হেটে গিয়ে তার পূর্ব পরিচিত একটি ক্লাবে উঠল।

ক্লাবের লোক প্রায়ই তার পরিচিত কিন্তু অনেক বৎসর পর ক্লাবে যাওয়ায় কেউ তাকে চিনতে পারছিল না। জনসন্ একটুও দ্বিধা না করে এক পেয়ালা চায়ের অর্ডার দিয়েই একখানা চৈয়ারে বসে ক্লাব ম্যানেজার ম্যাকলিষ্টারের দিকে তাকিয়ে বললে, "হ্যালো ম্যাক্ কেমন আছ!" ম্যাকলিষ্টার

একটু তাকিয়ে যখন জনসন্‌কে চিনতে পারল তখন মহানন্দে কাউন্টার হতে বের হয়ে এসে জনসনের করমর্দন করে বললে, "কেমন আছ? অনেক বৎসর দেখা হয়নি, তোমার বাড়ীটা ঠিকই আছে, মাঝে মাঝে গিয়ে তদারক করি, এদেশে কি মনে করে বলত? ব্যাটা জার্মানরা এবার যুদ্ধ আরম্ভ করবে, তোমার বাড়ীর ছাদের উপর কতকগুলো বালির বস্তা রেখে দিবে। একদিন জার্মান ব্যাটারা রুশ প্রদেশের নোম্যান-ল্যাণ্ডেই পুটপাট্‌ করে সময় কাটিয়ে ডেন্‌জিগ এবং পোলাণ্ড দখল করেছে, এবার ব্যাটাদের শক্তি পরীক্ষা করা হবে। দেখ হে জনসন, জার্মান নামের যে কোন লোক দেখবে তাকেই বিশ্বাস করবেনা। দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে যে জার্মানটা দেশ ছেড়ে এসে এদেশে বসবাস করছে সেও আজ আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবার চেষ্ঠা করছে। ভেবনা তোমরা এ লড়াই হতে রেহাই পাবে। ইয়েংকির জাত তোমরা ছোট কথায় ভুলে যাও, আমরা ভুলিনা, বস ভাই ভাল করে চা খাও। এখন তোমার কথা বল!"

ক্লাব ম্যানেজারকে এক নিশ্বাসে এতগুলি কথা এক সঙ্গে বলতে শুনে জনসনের মনে বেশ একটা ধাক্কা লাগল। জনসনের পূর্ব্বপুরুষ বৃটেন থেকেই আমেরিকাতে গিয়ে বসবাস করেন তা বলে জনসন্‌ বৃটেনের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন ছিল না। সে ভাবতে আরম্ভ করল টড্‌ নামটাও জার্মান। তবে কি টড্‌ এখনও জার্মানীর টান টানে। দেখা যাক কি হয়, এই ভেবে সে

ক্লাব ম্যানেজারের সংগে কথা বলতে আরম্ভ করল। কথা বলে বুঝল অতি সন্নিকটে এখন একটা কিছু আসছে যার বলে অনেক জাত ধ্বংস হয়ে যাবে ; ক্লাবে খোশ গল্প করে যখন সে ঘরে ফিরল তখন সকাল চারটা।

দুপুর বেলা আলীরাজার বাড়ীতে জনসন্ গেল এবং প্ল্যান সম্বন্ধে আলীরাজা যে সকল তথ্য বলছিল সেই কথাগুলি তার ঘরে বসেই মস্করা করতে আরম্ভ করল।

আলীরাজা বললে "তুমি জান দেওয়ালের কান আছে ?"

"তোমার ঘরের দেওয়ালে যে কান ছিল তা উঠিয়ে নিয়ে গেছে এখন নিশ্চিন্ত মনে কাজ করতে পার।"

যখন এই বিষয় নিয়ে আরও কথা হচ্ছিল তখন রেডিও সংবাদে বলা হচ্ছিল GRAF SPEE (গ্রেফ্ স্পি) নিমজ্জিত হয়েছে। অনেক নেভেল অফিসার আত্মহত্যা করেছে। আমেরিকান্ সংবাদপত্রের মন্তব্য উদ্ধৃত করে বলা হয় "এবার যুদ্ধ বাস্তব রূপ নিল, আমেরিকান যে স্থানে যে আছ নিজের ব্যবসা চালিয়ে যাও। দরকার মনে করলে নিকটস্থ আমেরিকান্ কনসাল আফিসে গিয়ে আত্মরক্ষা কর, কিন্তু যুদ্ধে কারো পক্ষ নিয়ে কোন কথা বলো না। সাবধান আমেরিকায় তোমার কথা এবং কার্য্যের উপর আমেরিকার সবই নির্ভর করছে।"

জনসন্ রেডিও সংবাদটির অর্থ ঠিক ঠিকই বুঝল এবং সেদিনকার মত নকসা পাঠ শেষ করে পথে বের হল। পথে

বের হয়ে সে কোন হকারের সন্ধান পেল না, পথচারীদের মধ্যে একটুও চিন্তা চাঞ্চল্য দেখতে পেল না। দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে লণ্ডন নগরীর যে অবস্থা এখনও সেরূপই। জনসন্ সোজা তার ক্লাবে উপস্থিত সভ্যদের প্রতি বিশেষ ভাবে লক্ষ করে দেখল তাদের মনেও কোনরূপ আনন্দ অথবা বিমর্ষ ভাব নেই। সকলেই বাক্যালাপ করছিল, "এরূপ ভাবে যদি জার্মানরা আমাদের কনভয় ডুবাতে থাকে তবে আমরা খাব কি?

ক্লাব ম্যানেজার জনসনের পাশের চেয়ারে বসে বললে, "মিষ্টার জনসন্ এবার বোধ হয় যুদ্ধ পুরাদমেই আরম্ভ হবে। সিনিয়র মুসলীনীও নাকি যুদ্ধে যোগ দেবে। এখানকার ইটালীয়ানরা অনেকেই পাততারী গুটাতে আরম্ভ করছে। শুধু তাই নয় এদের মধ্যে যারা বৃটিশ প্রভাব বলে প্রচার করছে তাদের প্রতি অত্যাচারের মাত্রা বেশ জোর ভাবেই চলছে। গতকাল রাত্রে তিনজন ইটালীয়ানদের মৃত-দেহ পাওয়া গেছে। এরা খাঁটী বৃটিশ প্রজা, এদের প্রতি অত্যাচার করে কি লাভ হয়েছে তা ত ভেবে পাচ্ছিনা।"

জনসন্ বললে, "তোমাদের শত্রু পক্ষের লোক যুদ্ধের জন্য পাগল হয়ে উঠেছে। যার প্রতি সামান্য সন্দেহ আসছে তাদেরই খুন অথবা অসহ্য যাতনা দিয়ে মারছে। তার সামান্য আভাস পেয়েছি। আমার কি মনে হচ্ছে জান? যদি গোটা লণ্ডন ভাল করে তল্লাসী করা হয় তবে তোমাদের শত্রুদের অনেক

আড্ডা পাওয়া যাবে। কিন্তু দুঃখের সহিত বলছি, যে পর্য্যন্ত নূতন আইন না হয় সে পর্য্যন্ত এদেশে তল্লাসী নেবারও যে কারো অধিকার নেই! ডিমোক্রেসীর এখানেই দোষ। বেশি পলিটিক্স করে কাজ নেই, এখন তোমাদের দেশ থেকে বিদায় নিতে পারলেই হল। মনে রেখো, আমার বাড়ীটার দেখাশুনা করার ভার তোমার উপরই রইল, আমি যাচ্ছি সিংগাপুরে। জাহাজেই রওয়ানা হব। এখন কথা হল যুদ্ধের যেরূপ অবস্থা দেখছি, জার্মানরা হয়ত তোমাদের শহরগুলি ধ্বংস করবার চেষ্টা করবে। সেজন্য তোমার কাছে যে সকল পত্র দিব তা জি, পি, ও এর ঠিকানায় পাঠাব। মাসে একবার জি, পি, ও-তে গিয়ে তোমার নামে আমার দেওয়া কোন পত্র আছে কিনা তা একবার অনুসন্ধান করে আসবে। এখন বিদায়—"

ম্যানেজার খাঁটী ইংলিশ কায়দায় জন্‌সন্‌কে বিদায় দিল। মানসিক দুর্বলতা একটুও প্রকাশ করল না। কিন্তু জনসন্‌ আমেরিকান, ভয়ানক ভাবপ্রবন। সে দুহাত দিয়ে ম্যানেজারের ডান হাত খানা আধ মিনিটের মত চেপে রাখল।

মটোর অন্তর্দ্ধান

মটো বর্ণসংকর। জাপানেই সে কিশোর বয়স কাটিয়ে এসেছে। পিতার কিছুটা অবয়ব পেয়েছে মাত্র, কিন্তু স্বভাব

তার জাপানী, জাপানী খাদ্য তার প্রিয় সেজন্য সে প্রায়ই চীনা রেঁস্তোরায় যেত। ডারউইন-থিপরী পড়ার পর থেকে মটোর ভাবান্তর উপস্থিত হয়। কয়েক মাসের মধ্যেই সে বুঝতে পারে মানুষ পিতা মাতার আচার ব্যবহার মোটেই পায় না, পায় যে সমাজে সে বর্দ্ধিত হয়। মটো নিজের মধ্যেই সে ভাবটা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করছিল। যখনই মানুষ এ সব বিষয় নিয়ে চিন্তা করে তখনই তার মনের যেমন পরিবর্ত্তন হয় তেমনি কর্ম্ম পদ্ধতি ও বদলে যায়। মটোর কর্ম পদ্ধতি পরিবর্ত্তন হয়েছিল সেজন্য তার স্ত্রীর কাছ থেকে বিদায় নিতে বেশি বেগ পেতে হল না। স্ত্রীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মটো এরোপ্লেনে করে নিউইয়র্ক হতে স্যানফ্রান্সিস্‌কোতে গেল এবং সেখান থেকে কেনেডিয়ান্ প্রেসিফিক্ লাইনের প্রিন্সেস এলিজাবেথ জাহাজে উঠল।

কেনেডিয়ান লাইনের জাহাজে নানা দেশের নাবিক থাকে, চীনা, জাপানী, কেনেডিয়ান্, নিগ্রো ইত্যাদি। চীনারা কার্পেন্টারের কাজ করে, জাপানীরা করে বয়ের কাজ, কেনেডিয়ানরা অফিসার হয় আর নিগ্রোরা প্রায়ই পাচক অথবা কেবিন বয়ের কাজে নিযুক্ত থাকে। মটো ছিল প্রথম শ্রেনীর যাত্রী। তার কেবিনে সে একাই ছিল, এতে তার ভালই হয়েছিল। খাবার টেবিলেও সে একাই বসত। জাপানী বয়রা তাকে আমেরিকান্ ভাবত এবং সেরূপ ভাবেই তাবেদারী

করত। একদিন তার বয়কে দশটি ডলার বকসিস্ দিয়ে জাপানী ভাষায় জিজ্ঞেস্ করল, "এখানে নূতন খবর কি।"

আমেরিকানের মুখে খাঁটি জাপানী কথ্য ভাষা শুনে বেশ স্তম্ভিত হল। বয়ের বয়স ও বেশ হয়েছিল, কম পক্ষে তিনের কোঠা পেরিয়েছিল। বয় অনেকক্ষণ চিন্তা করে বলল, জাহাজে বড়ই ভূতের ভয়, এই সেদিন একটা নিগ্রো মারা গেছে।

মটো ভাবছিল সে অন্য কিছু তথ্য আবিষ্কার করতে পারবে কিন্তু তথ্য যোগাড় করার বদলে ভূতের সংবাদ পেয়ে খুবই আশ্চর্য্যান্বিত হল। ভূতটা কি তা সে জানত না, সে জন্য বয়কে পুনরায় জিজ্ঞাসা করল "ভূত কি হে ?"

বয় বললে, "আমিও তা জানি না, তবে হুসিয়ার থাকবেন স্যার, আপনার কেবিনে একাকী থাকেন, হয়ত ভূত আপনার ঘাড়েও চাপতে পারে।"

মটো বললে, সুযোগ পেলে ভূতকে দেখে নেওয়া যাবে।

জাহাজী ভূত সর্ববাদী সম্মত। জাহাজ সৃষ্টির পুর্বেই জাহাজী ভূতের জন্ম হয়েছিল। জাহাজী ভূত নানা রকমের। কোন ভূত গলা টিপে লোক হত্যা করে, কোন ভূত জাহাজ হতে লোক ফেলে দেয়, কোনটা আবার ছোরার সাহায্যও নেয়। যে ভূত জাহাজ হতে লোক ঠেলে ফেলে দেয় সেই ভূতই নাকি খাঁটি এবং অকৃত্তিম, অন্য দুরকমের ভূত সম্বন্ধে লোকের সন্দেহ রয়েছে।

মটো বার বার ভুলে যাচ্ছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ উঁকিঝুঁকি মারছে। সে তার নৃতত্ব নিয়েই শুধু চিন্তা করত।

জাপান থেকে চলে আসার পর সুদীর্ঘ আঠার বৎসর নিউইয়র্কের আবহাওয়াতে কাটিয়ে পৃথিবীর ধরীবাজদের কর্মক্ষেত্রের অগোচরে থেকে সে যে ইণ্টারন্যাসনেলিজমের কথা ভাবত তা পূর্ব্বকালের প্রফেটদের মত অবৈজ্ঞানিক মানব মংগলের পরিকল্পনা মাত্র। বাস্তবের সংগে তার কোনও সম্বন্ধ ছিল না। জাহাজের ডেকে বসে সে ভাবত আর আকাশের পানে তাকিয়ে থাকত। বালসুলভ ভাবপ্রবনতা তাকে পেয়ে বসেছিল। কথা প্রসংগে অন্য আর একটি জাপানী বয়কে জাপানী ভাষায় জিজ্ঞাসা করল "মহাশয়—জাপানের সংবাদ কি?" মটোর কথা শুনে জাপানী বয় চমকে উঠল। বয় ভাবলে এই বাঁদর মুখোটা এত পরিষ্কার জাপানী ভাষা কোথা হতে শিখল? নিশ্চয়ই সে জাপানের শত্রু।

এরপর সেই বয় অন্য দুটা জাপানীর কাছে মটোর কথা বলল। এতে জাপানী বয়দের মধ্যে মটোকে নিয়ে আলোচনা হল এবং ঠিক হল যদি মটোকে প্রকৃত পক্ষে জাপানের শত্রু বলেই মনে হয় তবে তাকে প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিতে দেওয়া হবে না, সেজন্য একজন জাপানী বয়কে মটোর হাবভাব পরীক্ষা করার ভার দেওয়া হল। যে লোকটার প্রতি মটোর হাবভাব পরীক্ষা করতে আদেশ দেওয়া হয়েছিল সেই লোকটা

ছিল একজন পাকা ড্রাগনিষ্ট। জাপানী ব্লেক ড্রাগনিষ্টরা জাপান সম্রাটের মংগলের জন্য নিজের মা বাপকেও হত্যা করে। মটো তাদের কাছে মশাও অথবা মাছি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। মটোর আসবাব পরীক্ষা আরম্ভ হল।

ড্রাগনিষ্ট মটোর বাক্স পরীক্ষা শেষ করে বিছানা উলট পালট করছিল তখন মটো কেবিনে ফিরে আসে। অবস্থা দেখে মটোর বড়ই রাগ হয় এবং জাপানী ভাষায় সর্বনিকৃষ্ট কটু-বাক্য "আহো" কথাটা বারবার মটোর মুখ থেকে বের হয়।

কাজ শেষ করে জাপানী বয় মটোর দিকে তাকিয়ে বললে "সম্মানিত মহাশয় আপনার ভুল হয়েছে, আহো নয় 'আমো' মানে "কিছুই নয়"।

কিছুই নয় বলবেন না মিষ্টার বয়, আপনি এই কেবিনের বয় নন ?

দয়াকরে বিছানা পরিষ্কার করার আদেশ দেবেন নতুবা আপনার বিছানা যেমনটি আছে ঠিক সেরূপই জাপানে পৌঁছান পর্য্যন্ত থাকবে। যদি কিছু মনে না করেন তবে জানতে চাই মহাশয় "জাপানী ভাষা কোথা হতে শিখেছেন ?"

সে কথা জিজ্ঞাসা করবেন না মিষ্টার বয়, ইচ্ছা থাকলেই শিক্ষা করা যায় সে কথা বোধ হয় আপনি প্রথম ভাগের চতুর্থ পৃষ্ঠায় পড়েছেন। ১৯০৪ সালের পাঠ্য তালিকার কথা বলছি, বুঝলেন ত মিষ্টার বয়। জাপানী বয় এবং মটো সমবয়স্ক

ছিল, সেজন্যই মটো বয়কে চিন্তার খোরাক দিয়েছিল। বয় মটোর ঘর হতে বের হয়ে নিজের কেবিনে বসে অনেকক্ষণ চিন্তা করে ঠিক করল লোকটা অর্দ্ধ জাপানী। অর্দ্ধ জাপানীরা বড়ই রাজভক্ত এবং উগ্র জাতীয়তাবাদী হয়। মটো সেরূপ কিনা পরীক্ষা করার জন্য মনস্থ করল।

সেদিন রাত্রে মটো নিজের কেবিনে শুয়ে আছে হঠাৎ শুনল কে যেন তার কেবিন চাবি দিয়ে খোলার চেষ্টা করছে। মটো চুপ কর থাকল। ড্রাগনিষ্ট দরজা খুলে কেবিনে প্রবেশ করার পর কেবিনের দরজা ভেজিয়ে দিল। তারপর এক লাফে মটোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে মটোর গলা টিপে ধরল। যেরূপ ভাবে ড্রাগোনিষ্ট তাকে গলা টিপে ধরছিল অন্য লোক হলে তৎক্ষণাৎ তার জ্ঞান লোপ হত, কিন্তু মটো ছিল পাকা জুজুৎস্থ। সে তার গলাটা আরও পেতে দিল যেন কেউ তাকে স্থুরস্থুরি দিচ্ছে। তারপরই ডান হাত দিয়ে ড্রাগনিষ্টের মুখে এমন একটা ধাক্কা দিল যার ফলে ড্রাগনিষ্টের জিহ্বার অনেকটা কেটে গেল। ড্রাগনিষ্ট মটোর গলা ছেড়ে দিয়ে বাংক হতে নেমে স্থইচ্ টিপল এবং সামনের বড় আলোটাতে নিজের জিহ্বা আছে কি নাই দেখে নিল। জিহ্বার উপরের দিকটার অনেকটা কেটে গিয়েছিল। মটো বাংক হতে নেমে ড্রাগনিষ্টকে আর একটা ঠেলা দিয়ে পাশের দেরাজ থেকে একটু ঔষধ বের করে ড্রাগনিষ্টের জিহ্বায় দিয়ে বলল "সম্মানিত মহাশয় বড়ই ভুল

করেছেন, জাপানী ভাষা জানাটা অপকর্ম নয়, আপনাকে আমি বোকা বলছিলাম, বাস্তবিকই আপনি বোকা। এখন কেবিনে গিয়ে শুয়ে থাকুন আর ভাবুন আপনাকে পুনরায় বোকা বলবার কারণ কি ?

জাপানী অন্য যে কোন জাত হতে একটু বোকা, কারণ যাদের একমাত্র কেন্দ্র হলো সম্রাট, তাদের চিন্তাশক্তি বাড়তে পারে না। রাজ্য ও রাজার রক্ষার জন্য যতটুকু দরকার তার বেশী তারা ভাবে না। ড্রাগনিষ্ট নিজের কেবিনে গিয়ে কিছুই ভাবল না। শুধু নিজের জিহ্বার যন্ত্রনায় ছট্ ফট্ করতে লাগল।

এবার মটোর ছেলেমি একবারে লোপ পেল। সে বাস্তব জগতের কথাই চিন্তা করতে আরম্ভ করল। কেবিনে না বসে জাহাজের ডেকে গিয়ে বসল এবং পাশের আমেরিকান লোকটির সংগে ভাব করার জন্য জিজ্ঞাসা করল "মশায় কেমন আছেন ?"

ভাল আছি মহাশয়, রাতটা অপরিষ্কার, আকাশে একটা তারাও দেখা যাচ্ছে না, এটা কি ঝড়ের পূর্ব্ব লক্ষণ নয় ?

কি জানি মসায়, এদিকের আবহাওয়া সম্বন্ধে আমার কোন অভিজ্ঞতা নাই, প্রাকৃতিক আপদ বিপদ আছেই, এবার মানুষের তৈরী কোনও বিপদে না পড়লেই হয়।

আপনি বোধহয় যুদ্ধের কথা বলছেন।

হাঁ স্যার, যুদ্ধের কথা শুধু নয়, জাহাজে নাকি ভূতও আছে শুনতে পেলাম।

হাঁ, ভূতও আছে, সেকথা খুবই সত্য, সকল সময় একটি পিস্তল আত্মরক্ষার্থে কাছে রাখবেন, যদি ভূত অক্রমন করে তবে গুলি কবতে কসুর করবেন না। গুলিতে যদি ভূতটা মরে যায় তবে দেখবেন হয় একটা জাপানী নয় একটা নিগ্রো মরে আছে।

তার মানে?

মানে আর কিছুই নয়, জাপানীদের মাঝে স্পাই সিস্টেম্ পূর্ব্বেও ছিল, বর্ত্তমানে আরও বেড়েছে। অনেক জাপানী, যাত্রীদের যথাসর্ব্বস্ব পরীক্ষা করে জানতে চায় যাত্রী জাপানদ্রোহী কিনা, সেই সময় যদি কোন যাত্রী লোকটাকে ভূত ভেবে হত্যা করে তবেই ভূতের সন্ধান পাওয়া যায়। এই সেদিন আমার বাক্সটা ওলট পালট অবস্থায় দেখতে পেয়ে ভয়ানক রাগ হয়; তখন যদি কোন বয় আমার কাছে থাকত তবে নিশ্চয়ই গুলি করতাম। দ্বিতীয় রকমের ভূত হল নিগ্রো পাচক। এরা যাত্রীর কেবিনে প্রবেশ করে যা পায় তাই নিয়ে যায় এবং নিকটস্থ বন্দরে গিয়ে বিক্রি করে। জাপানীরা ভয়ানক চতুর, সেজন্যই ধরা পড়ে না। কিন্তু নিগ্রোরা এক নম্বর আহাম্মক। ধরা পড়ে, গুলিতে মরে, জলে ঝাঁপ দেয়। একবারে পাগল। দয়া করে নিগ্রাদের গুলি করবেন না।

মটো বললে, জেনে শুনে এই কাজটি কেউ করবে না সত্যি কথা কিন্তু অন্ধকারে যদি নিগ্রোকে দেখা যায় তবে বড়ই ভয় হয়। ভয়টা হল প্রিমেটিভ সভ্যতার প্রভাব।

মটো এর বেশি আর বলতে পারল না হঠাৎ তাদের সামনে একটা কাঠের টুকরা কোথা হতে এসে পড়ল। কাঠের টুকরাটা ঠিক তাদের মধ্যস্থলে এসে পড়েই একেবারে নিশ্চল হয়ে থাকল। আমেরিকান্ লোকটি পূর্ব্বদেশে আনেকবার ভ্রমন করেছিল বলে একটুও চম্‌কে উঠল না এবং কাঠের টুকরাতে হাতও দিল না। মটো চাইছিল কাঠের টুকরাটা সরিয়ে দেয়, আমেরিকান লোকটি বললে, খবরদার এতে হাত লাগাবেনা বিষ মেশানো আছে! বসে থাক, আরও মজা দেখতে পাবে। তারপরই আমেরিকান্ লোবটি বললে তুমি বলছিলে "প্রিমিটিভ সভ্যতার কথা, তারই কথা বল একটু শুনে নেই।

মটো বললে এ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা ভাল হবে না, আমরা পূর্ব্বদেশের সাগরে এসে পড়িছি। জাপানীরা মনুষ্যতত্ত্ব বিজ্ঞান নিজেরা ত পড়েই না উপরন্তু পরকেও পড়তে দেয় না। শুনেছি নিকট প্রাচ্যেও সেই নিয়ম প্রচলিত। শুধু আদম্ আর ইভ্ এর বেশি যদি কেউ বলে তবে নাকি জিহ্বা কেটে দেওয়া হয়। অতএব এ বিষয়ে এখানেই কথা শেষ করা ভাল!

আমেরিকান্ লোকটির নাম স্টন্, সে চীনে যাচ্ছিল। সেখানে তার চশমার ব্যবসা ছিল। কয়েক লক্ষ আমেরিকান ডলার এই কারবারে খাটাচ্ছিল। তার বিশেষত্ব হল সে নিজেই স্টন কেম্পানীর মালিক। স্টনের কোন অংশীদার ছিলনা। স্টন্ বড়ই বিনয়ী, সত্যবাদী এবং ধর্ম্মভীরু। তাঁর বাড়ী দক্ষিণ

দেশে অর্থাৎ ইউনাইটেড-ষ্টেট-অব-আমেরিকার দক্ষিণ দিকে, কিন্তু কেউ বলতে পারবে না, স্টন পরিবারের কেউ নিগ্রোদের গায়ে হাত দিয়েছে। স্টন পরিবারে অনেক নিগ্রো কাজ করে। তারা সকলেই ভাল এবং ভাল ভাবে জীবন কাটায়, স্টন ভ্রমন করতে বড়ই ভালবাসে বলে জাহাজে সাগর পারি দিচ্ছে। স্টন মটোর কাছে নিজের পরিচয় দিল এবং বলল "এত ভয় করলে চলবে না মিষ্টার মটো, যা ইচ্ছা তাই বল পূর্বে একা ছিলাম আজ হতে দুজন হলাম, চল চীন পর্য্যন্ত দুজনায় যাই।

মটো বললে তাতে আমাব আপত্তি নাই, তবে জাপান দেশটা একটু দেখে যাবার ইচ্ছা ছিল।

মটোর কথা শেষ হবার পূর্বে একখানা তীক্ষ্ণ ছুরি উভয়ের মধ্যে এসে পড়ল এবং ঝিক্ ঝিক্ করতে লাগল।

স্টন বললে আমার কেবিনে চল, নিশ্চয়ই তুমি কোন অন্যায় করেছ নতুবা ধারাল ছুরি এখানে আসত না। মটো এবং স্টন উভয়ে স্টনের কেবিনে প্রবেশ করল এবং ভেতর থেকে দরজাতে চাবি দিয়ে উভয়েই বই পড়ায় মন দিল। আধ ঘন্টা অতিবাহিত হবার পর স্টনের পাশের কেবিনে স্ত্রী কণ্ঠে করুণ আর্ত্তনাদ শুনা গেল। মটো চেয়েছিল দরজা খোলে বাইরে গিয়ে অপর কেবিনে কি হচ্ছে তা জানতে। স্টন্ তাকে বাঁধা দিল এবং চুপ করে থাকতে বলল। স্ত্রীলোক কণ্ঠের আর্তনাদ আর শুনা গেল

না। ষ্টন মটোকে বললে এখন থেকে তুমি আমেরিকান্ সভ্যতা ভুলে যাও। মনে রেখো পূর্বদেশে এসেছ। তুমি বলছিলে পূর্বদেশে প্রিমেটিভ সভ্যতা রয়েছে এবং তা ব্যাপক ভাবে বর্তমান, পূর্বদেশে নারীর সম্মান, বৃদ্ধের প্রতি দয়া, শিশুরপ্রতি ভালবাসা দেখানো হয় না। তুমি হয়ত দেখেচ টেকসাস্ প্রভৃতি স্থানে শ্বেতকায়দেরও নারী নিগ্রহের জন্য লিনচ্ করা হয়। পূর্বদেশে নারীহরণ পূর্বেও ছিল এখনও আছে। শিশুহত্যায় বেপরওয়া এবং বৃদ্ধ মরলেই যেন ওরা বাঁচে। আমার ব্যবসা চীন দেশে সেজন্যই এতটুকু সংবাদ রাখতে সক্ষম হয়েছি। আরও বলছি অষ্ট্রেলিয়াতে এবরজীন্দের পশুর মত হত্যা করা হয় সেজন্য কোন এশিয়াটিক একটুও প্রতিবাদ করে না। ভেবে নাও এশিয়া কিরূপ দেশ ?

আরও আধঘণ্টা কেটে গেল, মটো একটা বই নিয়ে পড়তে আরম্ভ করল। বই পড়াতে সে তন্ময় হয়েছিল। এদিকে তাদের দরজাতে কে মৃদু করাঘাত করছিল, সেই শব্দ তার কানেই গেল না। ষ্টন সে শব্দটি শুনতে পেয়ে তার পিস্তলটি নিয়ে দরজার সামনে বাগিয়ে বসল। চেতনাহীন মটোর কানে করাঘাতের শব্দ যাচ্ছে না দেখে ষ্টন মটোকে একটা লাথি মারলে এবং তার হাতের বইটা টেনে দিলে। মটোর তখন হুঁস হল এবং দরজার দিকে তাকাল। করাঘাত ক্রমেই লোপ পেল।

কতক্ষণ পর ষ্টন মটোর দিকে তাকিয়ে বললে "বলত মটো তোমার আসল জাতখানা কি ?"

মটো বললে জাপানী এবং আমেরিকানের সংমিশ্রনে আমার জন্ম।

তাই বল, তুমি যে একটা গাধা তা তোমার বই পড়াতেই বুঝতে পেরেছি, দরজাতে মৃত্থ করাঘাত হল তা তুমি শুনতেই পেলে না, এসবের মানে কি ? তুমি বল্‌ছ মনুষ্যত্ব বিজ্ঞানের কিছুটা জ্ঞান অর্জন করেছ, যদি তাই হয় তবে জেনে নিও বর্ণসংকরগণ কেন এত আনমনা হয়। তন্ময় হওয়া অথবা আনমনা হওয়া এক কথা নয় হে, তুমি তন্ময় হওনি, হয়েছিলে আনমনা।

ষ্টনের কথায় মটোর প্রাণে ঘা লাগল। বুঝল সামনে যে বিপদ আসছে সে তা বুঝতে পারছে না বলেই বাজে বইয়ে মন ঢেলে দিতে পেরেছে। কোন কথা না বলে চুপ্‌ করে বসে থাকল এবং আর কোন' বিপদ্‌ সংকেত পায় কিনা সেজন্য অপেক্ষা করতে লাগল। রাত চারটা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করার পর মটো বললে—এবার বোধ হয় আর কোনও বিপদ আপদের সম্ভাবনা নাই।

ষ্টন্‌ চুপ করে বসে থাকল, মটোর কথার প্রতিবাদ করে বাক্সটা খুলে একটা লম্বা ছুরি বের করে মটোর হাতে দিয়ে বললে—এই নাও ছুরিটা, এখনই বিপদের সম্ভাবনা বেশি। মটো

জানত না, জাহাজে যত দুর্ঘটনা ঘটে আর সবটাই শেষ রাত্রে হয়। প্রকৃত পক্ষে এটাই হল মটোর দ্বিতীয় বারের সমুদ্র যাত্রা। মিনিট কয়েক পরেই হঠাৎ কেবিনের দরজায় কে চাবি ঢুকিয়ে দিল, ষ্টন্ নিগ্রো হত্যা করতে নারাজ ছিল। সে ভাবছিল হয়ত এবার নিগ্রো বয় চুরি করতে আস্‌ছে। মটো এবার আর অপেক্ষা করল না, ষ্টনের হাত থেকে পিস্তলটা ছিনিয়ে নিয়ে পট্ পট্ করে ক'টা গুলি একই সংগে ছাড়ল। প্রত্যেকটা গুলি দরজা ভেদ করে চলে গেল। বাইরে গোঁংড়ানির শব্দ হল। কেবিনে বসে থাকা ভাল হবেনা ভেবে ষ্টন্ দরজা খুলে বাইরে গিয়ে দেখলে দুটা জাপানী মরে পড়ে আছে। সে আর দাঁড়াল না, তৎক্ষণাৎ কাপ্তেনের ঘরের সামনে গিয়ে দরজায় করাঘাত করল। কাপ্তান সজাগই ছিলেন। দরজা খুলে ষ্টনকে দেখতে পেয়েই বললেন—

জাহাজে সামান্য কজন মহিলাই আছেন, এই নিয়ে বিবাদ করবেন না, সত্বরই আমরা জাপান পৌঁছব।

—সেরূপ কিছু নয় স্যার, খুন হয়েছে, জোড়া খুন।

—কোথায় ?

—আমার কেবিনের দরজায়।

চলুন বলেই কাপ্তেন তাঁর কেবিনের দরজা ভেজিয়ে দিয়ে তাতে চাবি দিলেন এবং মিনিটের মধ্যে ষ্টনের কেবিনের দরজায় এসে দুজন জাপানীর মৃতদেহ দেখতে পেলেন।

মটো তখনও পিস্তল নিয়েই দাঁড়িয়ে ছিল। কাপ্তেনকে দেখা-মাত্র মটো বললে, ষ্টনের পিস্তল দিয়ে আমিই দুটা জাপানীকে হত্যা করেছি। কেন হত্যা করেছি ষ্টন্ সকল কথাই বলবে। কাপ্তান প্রথম ইন্‌জিনিয়ারকে ডেকে পাঠালেন। প্রথম ইন্‌জিনিয়ার এসেই মৃত দেহ দুটাকে ক্লক রুমে সরিয়ে নিলেন এবং ডাক্তারকে শবচ্ছেদ করতে আদেশ দিলেন। ডাক্তার সময় ক্ষেপন না করে তৎক্ষণাৎ শবচ্ছেদ করতে লেগে গেলেন। প্রথম লোকটার শবচ্ছেদ করে যা লিখবার তাই লিখে দ্বিতীয় ব্যক্তির শবচ্ছেদ করার সময় দেখলেন লোকটার জিহ্বাটা অনেকটা কেটে গেছে। তার ডান হাতে একটা চিহ্ন রয়েছে। সেই চিহ্নযুক্ত স্থানে চাকু বসাবা মাত্র বুঝলেন মাংসের ভেতর কিছু আছে। যে স্থানে চিহ্ন রয়েছে সেই স্থানটা একটি ক্ষত চিহ্ন। ক্ষতচিহ্নে উল্কি লাগানোর জন্য ক্ষত বলে মনে হয় না, মনে হয় উল্কি। উল্কিটা কেটে ফেলার পর একখানা পিতলের ফলক বের হয়ে আসল। সেই ফলকে জাপানী ভাষায় কি লিখা ছিল। ডাক্তার সেই ফলক খানা ভাল করে ধুয়ে মুছে কাগজে মুড়ে পকেটস্থ করলেন এবং লোকটার সর্বাংগ ছিঁরেও যখন আর কিছুই পেলেন না তখন শবচ্ছেদ সমাপ্ত করলেন। শবচ্ছেদ সমাপ্ত হবার পরই ডাক্তার কাপ্তানের কাছে গেলেন এবং যে ফলক খানা ড্রাগনিষ্টের হাতে পেয়েছিলেন সেই ফলক খানা কাপ্তানের হাতে দিয়ে বললেন এই ফলক খানা দ্বিতীয়

'ব্যক্তির হাতের মাংসের ভেতর পাওয়া গেছে, তাতে কটি জাপানী শব্দ লিখা আছে, পড়ে জানতে হবে তাতে কি লিখা আছে।

মটো কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। সে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললে "জাপানী ভাষায় আমি একজন অভিজ্ঞ, আমার কাছে দিন। কাপ্তান তার হাতে ফলক খানা দিলেন। মটো ফলক খানা ভাল করে পরীক্ষা করে দেখল তাতে চারটি অক্ষর আছে যদি জাপানী প্রথায় পড়া যায় তবে তার মানে হয় "সম্রাটের ভৃত্য" বাম দিক হতে ডান দিকে পড়লে মানে হয় "বিশ্ব বিজয়ী" উপরের দিকের ডান দিকের অক্ষরটি হতে নীচের লাইনের বাম দিকের অক্ষরটি একত্র করে পড়লে মানে হয় "অন্তত পক্ষে এশিয়া বিজয়।" ঠিক সেরূপ উপরের লাইনের বাদিকের অক্ষরটী এবং নীচের লাইনের ডানদিকের অক্ষরটি একত্র করলে বুঝা যায় "পীরু আমরা নেবই।" মটো আরও নানারকমে অক্ষর চারটি পরীক্ষা করল কিন্তু আর কোন মানে বের করতে পারল না। মটো যে কয়টি অর্থ খুঁজে বের করল তার ইংলিশ অনুবাদ লিখে কাপ্তানের হাতে দিল এবং বলল "এর বেশি আর কোন মানে আমি খুঁজে পাচ্ছি না।" আমার মনে হয় এর বেশি আর কোন মানে নেই। এর পরক্ষণেই মটো তার জন্ম বৃত্তান্ত এবং কি করে আমেরিকায় এল ও দুজন জাপানীর সংগে কেনই বা কথা বলছিল তা পরিস্কার করে কাপ্তানের কাছে বলল।

কাপ্তান বিষয়টা ভাল করে বুঝতে পেরে একটি রিপোর্ট তৈরীর জন্য প্রথম অফিসারকে আদেশ করলেন এবং বললেন "এই রিপোর্ট তৈরী হবার পরই যেন তাকে ডাকা হয়। মটো যেন তার কেবিনে না যায়, স্টনের কেবিনে যেন মটোকে বদলী করা হয়। বেলা দশটার পূর্ব্বে এসব কাজ শেষ হয়ে গেলে জাপানী বয়দের স্থলে যেন নিগ্রো এবং চীনা কারপেটাদের বয়ের কাজে নিযুক্ত করে জাপানীদের জন্য ব্রিজ বন্ধ করে দেওয়া হয়।

কাঁটায় কাঁটায় যখন দশটা বাজল অমনি ব্রিজ বন্ধ করে দিয়ে কাপ্তান নীচে নেমে গেলেন। নাবিক প্রথা মতে তুটি জাপানীকে প্রশান্ত মহাসাগরের অশান্ত জলে কব্বরস্থ করে কাপ্তান যখন ফিরছিলেন তখন জাপানীদের লক্ষ্য করে বললেন "মনে রাখবেন আপনারা বৃটিশ সাবজেক্ট। জাপানে আপনাদের গমনাগমণ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কেনেডাতে পৌছে আপনারা স্বাধীনতা পাবেন। আমরা এবার সিংগাপুর থেকেই ফেরব, অতএব আপনাদের ভয়ের কোন কারণ নেই। জাপানে আমাদের জাহাজ ইয়াকোহামা এবং কাবিতে ভিরবে না; শুধু মুজিতে আমাদের জাহাজ মাত্র আধ ঘণ্টার জন্য ভিরবে। আধ ঘণ্টার মধ্যে আপনাদের তীরে গিয়েও ফিরে আসতে পারবেন না।

কাপ্তানের কথা শুনে জাপানীরা চিন্তিত হল কিন্তু কিছুই করতে সক্ষম হবে না জেনে আপন আপন কাজে চলে গেল।

বয়ের কাজ হতে তাদের পাচকের কাজে লাগিয়ে দেওয়া হল। জাপানীরা আরবদের মত শক্তের ভক্ত। মিনিটে বাজি উলটিয়ে দেয়। দুঘণ্টা পূর্বে কি হয়েছিল, যেন ভুলে গেছে বলে ভান করে রইল।

জাহাজ মুজিতে গিয়ে ভিড়বে এবং সেখানে আধ ঘণ্টার মত সময় হল্ট করবে। এই আধ ঘণ্টার মাঝে জাপানী কাষ্টম অফিসাররা জাহাজ খানাকে নানা মতে পরীক্ষা করবে। যদি কোন ও প্রকারে টের পায় একজন যাত্রী দুজন জাপানীকে হত্যা করেছে, তবে ফন্দি করে কেনেডিয়ান জাহাজকে আটক রেখে জাপানীরা নানা ভাবে কষ্ট দিতে পারে সেজন্য জাহাজের রেকর্ডে লিখা হল, দুজন বয় একজন পেসেন্‌জারের কেবিনে চুরি করার জন্য প্রবেশ করে, যখন যাত্রীকে সজাগ দেখতে পেলে তখন তারা তাকে গুলি করে। গুলিটি যাত্রীর বা কবজিতে লাগে। যাত্রী তার ক্ষতের দিকে একটুও না তাকিয়ে দুজন আততায়ীকে পাঁচবার গুলি করে। যাত্রী, বয়দের বুলেটের আঘাতে আধ ঘণ্টার মধ্যে মারা যায়, দুজন বয় ও পরে মারা যায়। নাবিক নিয়ম মতে নিহত দুজনাকে প্রথম কবরস্থ করা হয় এবং পরে পেসেন্‌জারকে সাগর জলে ফেলে দেওয়া হয়। কারণ পেসেন্‌জারটি প্রথমে গুলি চালিয়েছিল। মটোর নাম পেসেন্‌জার লিষ্ট হতে কেটে দেওয়া হল এবং পঞ্চম অফিসার রূপে নাবিকের লিষ্টের অন্তর্ভুক্ত করা

হল। এতে কেরাণীর কাজ বাড়ল বটে কিন্তু মটো আর মটো থাকল না, ম্যাকলিষ্টার নামে পরিচিত হল।

মটো এবং ষ্টন্ একই কেবিনে থাকাতে মটোর জ্ঞান অর্জনের পথ খুলে গেল। ষ্টন্ তাকে পূর্বদেশের নিয়ম কানুন এবং তাদের সংগে কি করে মেলামেশা করতে হয় সব বুঝিয়ে বললে। মটোর ও মনের গতি পরিবর্ত্তন করে ইউরোপীয়ানরা পূর্বদেশে গিয়ে কিরূপ ভাবে বসবাস করে তাই শিখে নিলে। ষ্টন্ তাকে আরও বলল "অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা করতে হবে। যখন তুমি সাংহাই যাবে তখন চীনা অফিসারদের সংগে সমব্যবহার এবং অন্যান্য লোকের সংগে "কুলি" ব্যবহার করবে। সিংগাপুরেও ঠিক সেরূপ। যে লোকটাই ইংলিশ বলতে সক্ষম হবে তার সংগে তুমি ভদ্র ব্যবহার করবে। ইংলিশ ভাষাই হল সেখানকার সভ্যতার স্তর। বাস্তবিক পক্ষে যারাই সেখানে ইংলিশ ভাষা একটু লিখিতে পারে, জেনে রেখো সে তার মাতৃভাষায় বেশ জ্ঞান লাভ করেছে। ইংলিশ ভাষায় অভিজ্ঞদের মধ্যে প্রায় লোকেরই নিজ সমাজে একটা প্রগাঢ় প্রতিপত্তি রয়েছে, একথাটা মনে রেখে যদি কাজ করে যেতে পার তবে তোমার বিপদের সম্ভবনা খুবই কম।

ষ্টন্ মটোকে জিজ্ঞাসা করলে জাপানীদের সভ্যতা সম্বন্ধে তোমার কি ধারণা?

মটো বললে, "এদের সভ্যতা এবং আচার ব্যবহার সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত কোন বইএর সন্ধান পাইনি; পাব এই আশা করেই জাপানে যেতে ইচ্ছা করেছিলাম, কিন্তু আর যাওয়া হবে না, এটা শিক্ষার সময় নয়, যুদ্ধ অতি সন্নিকটে, বুঝতে আর বাকি নেই, এখন থেকে অস্ত্ররক্ষা করাই সবচেয়ে বড় কাজ বলে মনে করি। তুমি যাবে সাংহাই আমিও সেখানেই যাব, তারপর যদি ইচ্ছা হয় তবে যাব সিংগাপুর। আমার কোম্পানীর মালিক মরিসন আমাকে আগুনে ঝাপ দিতে অদেশ করেনি, যদিওবা সেরূপ কোন আদেশ দেয় তবে তা আমি সহ্য করব কিনা বিবেচ্য বিষয়। এসব বিষয় এখন ছেড়ে দাও, আমেরিকায় ফিরে অপরের কিরূপ সভ্যতা বিচার করার ঢের সময় পাব। এখন বাইরে চল কেবিনে আর ভাল লাগছে না।

তুদিন এরূপেই কাটল। জাহাজের ব্রিজে তুজন পাহাড়াদার কড়া পাহাড়ায় রত। কোন জাপানীকে ব্রিজের কাছে দেখলেই "ব্রিজের কাছ থেকে চলে যাও" বলে তাড়িয়ে দিত। ব্রিজের কাছে পাহাদার বসানোর জন্যে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের ভয়ের কোনও কারণ ছিল না, কেউ ভয় ও পেত না। সে হিসাবে মটো খুবই নিরাপদ। সেজন্যই মটো এবং ষ্টন্ বাইরে বসেই অনেক সময় কাটিয়ে দিত। একদিন মটো জাহাজের ডেকে একাকী পায়চারী করছিল এমন সময় সে দেখলে তুজন জাপানী তার দিকে তাকিয়ে কি বলাবলি করছে।

মটোর মনে খুবই অনুতাপ হল যেহেতু সে এই বর্ব্বরদের সংগে কথা বলেছিল। যদি নীরব থাকত তবে হয়ত তাকে এ বিপদে পড়তে হত না। সে জাপানীদের দিকে না চেয়ে অন্যদিকে চেয়ে রইল এবং মনে মনে ভাবল মুজিতে গিয়ে ষ্টনের সংগেই আধঘণ্টা সময় কাটিয়ে দেবে।

জাহাজ মুজিতে না পৌঁছা পর্য্যন্ত আর কোন অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটল না, কিন্তু জাহাজ মুজিতে পৌঁছার পর দলে দলে যুবতীরা জাহাজে উঠে কেবিনে কেবিনে শরীর বিক্রির জন্য খদ্দের খুঁজতে আরম্ভ করল। মটোর কেবিনেও তারা করাঘাত করল কিন্তু মটো অথবা ষ্টন কেউ দরজা খুলে দিল না। এক দল চলে যাবার পর অন্য দল আসল, এরূপ করে অনেক দল আসল কিন্তু দরজা যেমন বন্ধ ছিল তেমনি বন্ধ থাকল। তারপর যখন হুইসেল বেজে উঠল তখন মটো এবং ষ্টন বাইরে এসে হাপ ছাড়ল।

এরপর থেকে জাপানী বয়রাও মটোর দিকে আর তাকাত না। মটো বুঝতে পেরেছিল জাপানী এলাকা ছেড়ে আসায় জাপানীদের পরিকল্পনা বানচাল হয়েছে।

সাতদিন পর জাহাজ সাংহাই পৌঁছল। ষ্টন এবং মটো এখানে জাহাজ হতে অবতরন করে আষ্টার হোটেলে স্থান নিল। পৃথিবীতে যত বিখ্যাত হোটেল আছে, সাংহাইএর আষ্টার হোটেল তার অন্যতম। আষ্টার হোটেলে মামুলী লোক প্রবেশ

ও করতে পারে না। দৈনিক খাবার আড়াই শত চীনা ডলার কে দিতে দিতে যাবে? আষ্টার হোটেলের বয়, খানসামা, কেরানী-ম্যানেজার সকলেই নানা ভাষায় শিক্ষিত এবং কি করে অন্যকে শাস্তি দিতে হয় তা তারা বেশ ভাল করেই জানত। শুধু তারা শাস্তি দিত না; শাস্তি রক্ষাও করত। কোন যাত্রীর প্রতি অযথা বাইরের লোক অত্যাচার করতে পারত না। তাদের নিজের গোয়েন্দা পর্য্যন্ত ছিল। যখনই কোন যাত্রী ঘরের বাইরে যেত তখনই তার ভাল মন্দ দেখার জন্য যাত্রীর অগোচরে একটি লোক সংগে চলত।

সাংহাই পৌঁছার পর ষ্টন্ নিজের কাজে মন দিয়েছিল। মটোর কোন কাজই ছিল না। সাংহাই আসার পর সে একাকী শহর ঘুরে বেড়াত। নানা রকমের দৃশ্যাবলী দেখে আনন্দ পেত। চাপাই এরিয়াতে এক দিন গিয়ে দেখল সেদিকটা জাপানীরা ছেয়ে ফেলেছে। অনেক জাপানী হোটেলে উৎকৃষ্ট জাপানী খাদ্য দেখেও সে সেদিকে ঘেসে নি। সে জানত পূর্ব্বের জাপানী আর নেই এখন যে সকল জাপানী বিদেশে থাকে তারা সকলেই হয় জাপানের গুপ্তচর বেশে সিভিলিয়ান, নয়ত সেপাই। একদিন মটো দেখতে পেল জাহাজ ঘাটের কাছে অনেকগুলি ইহুদী বাস করছে। তাদের মধ্যে অনেক অষ্ট্রিয়ান্, জার্মান, ফরাসী ও ইহুদী রয়েচে। তাদের দোকান খাঁটি ইউরোপীয়ান ধরণের এবং তারা নিজের পলিটিক্স নিয়েই

ব্যস্ত থাকে, চীন জাপানকে জয় করল কি জাপান চীনকে জয় করল সেদিকে তারা ভ্রুক্ষেপও করত না। এদের মধ্যে অনেকেই ইণ্টার ন্যাসনেল সাহিত্যের বড়ই পক্ষ-পাতী। সেজন্য তাদের দোকান হতে কয়খানা বই কিনে নিলে। যখন সে আষ্টার হোটেলে ফিরে এল তখন হাংকিউ পার্কে একটি মেকসিকানের সংগে দেখা হয়। লোকটা যুবক। যুবকের যুবকত্ব ছিল না। তার পোষাক অপরিষ্কার এবং পুরাতন। মুখ দেখলেই মনে হয় সে প্রায়ই অভুক্ত থাকে এবং শুইবার স্থানের অভাব। যুবক মটোর পাশের বেন্‌চে যেমন বসেছিল, তেমনি বসে রইল। মটো মন দিয়ে যখন বই পড়ছিল তখন সে মটোর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য আরও কাছে আসল। তাতে মটোর দৃষ্টি আকর্ষণ হল। যুবক মটোকে বললে এটা ভাল বই নয়। বই হতে অনেক কিছু বাদ দেওয়া হয়েছে। এই কাজটি এস্‌কাইতরা সাম্রাজ্যবাদীদের সাহায্যার্থে করেছে এবং ভবিষ্যতে আরও করবে।

এস্‌কাইত কা'রা হয় মটো সে সম্বন্ধে কিছুই জানত না, সেজন্য সে যুবককে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কে?

যুবক বললে "আমি একজন মেক্‌সিকান্।" নিজেকে মেক্‌সিকান্ প্রমাণ করতে গিয়ে সংগের পাসপোর্ট খানা মটোর হাতে দিল। মটো যুবকের ছবি এবং মুখের সংগে বেশ করে

মিলিয়ে বললে দেখি তোমার বা হাতটা ? যুবকের বাম হাতের বুড়ি আংগুলের নখ থেকে আধ ইঞ্চি উপরে একটা কাটা চিহ্ন ছিল। যুবক হাত বাড়িয়ে দিলে সে সেই ক্ষত চিহ্নটা দেখতে পেল এবং পাসপোর্ট ঠিকই আছে বুঝতে পেরে বললে "সিনিয়র সুসেন্ তুমি এদেশে কেন ?"

সুসেন্ মটোর কথার জবাব দিল "দেশে অনেক দিন বেকার ছিলাম, বিদেশে ভাগ্য পরীক্ষা করতে এসেছি, আপনি নিশ্চয়ই আমাদের অবস্থা জানেন।"

মটো অনেক মেক্সিকান্ মজুর খাইয়েছিল সেজন্য সে জান্ত মেক্নিকান্রা কত দরিদ্র। সুসেনের প্রতি তার দয়া হল এবং তাকে বলল কাল বিকালে যদি তুমি আমার জন্য এখানে অপেক্ষা কর তবে তোমাকে আমি সাহায্য করতে পারি। এখন বিদায়।

সুসেন্ সম্মতি জানাল কিন্তু হাত উঠাত সক্ষম হল না কারণ তার শরীরে তখন উঠবার মত ক্ষমতা ছিল না। সে ভাবল ছুদিন উপবাস করেছি ; না হয় আরও একদিন যাবে তাতে ক্ষতি কি, কিন্তু এখান থেকে উঠব না, উঠতে পারব না, শরীর চলছে না।

সন্ধ্যার পর মিউনিসিপাল ভ্যাণে করে ভাত বিলি হচ্ছিল, যারা পার্কে বসেছিল তাদেরও কিছুটা করে ভাত দেওয়া হচ্ছিল। সুসেন ভাত খেয়ে অনেকটা সুস্থ বোধ করল এবং পাশেরই

একটা সাদা রুশিয়ান রেঁস্তোরাতে প্রবেশ করল। সেখানে অনেকগুলি ভদ্রলোক নানারূপ পলিটিক্স চর্চ্চা করছিল। সুসেন্ একখানা খালি চেয়ারে বসে এক কাপ চায়ের অর্ডার দিল। সে জানত তার পকেটে একটি আধলাও নেই, তবু্ও সে বসল এবং চায়ের অর্ডার দিল।

সেখানে একজন জার্‌মান ভদ্রলোক চা খাচ্ছিলেন। তিনি সাংহাই সহরের জার্‌মানদের পরিচালিত ইংলিশ সংবাদ পত্রের সম্পাদক। লোকটী বেটে এবং গম্ভীর। কয়েক জন জাপানী ও সেখানে ছিল। তারাও কোন কথা বলছিল না। কথা বলছিল জন কয়েক সাদা রুশ। তারা কখনও বৃটিশের পক্ষ নিয়ে কথা বলছিল আবার কখন বা জার্‌মানদের খাড্ডায় ফেলে দিচ্ছিল। সুসেন্ তাদের কথা মন দিয়ে শুনছিল এবং কোথায় কখন আঘাত করতে হবে তারই অপেক্ষায় ছিল। একজন সাদা রুশ বলছিল "যদি জার্মানরা রুশিয়া আক্রমণ করে তবে বুঝবে বৎসরে কতদিন হয়।" সুসেন্ অমনি লাফিয়ে উঠল এবং বলল "তোমরা একেবারে আনারী, এই ত সেদিন রুশ ও জার্মান প্যাক্ট হল, তারপরও জার্মানীর রুশিয়া আক্রমণ তা কি করে হতে পারে? একটু খবরাখবর রেখো তারপর কথা বলো। বৃটিশরা তোমাদের ঠাকুর দাদা নয় এটাও জেনে নিও। দরকার হলে এখানে যত সাদা রুশ আছ সবগুলিকে সাংহাই হতে তাড়িয়ে দিতে কতক্ষণ?

জার্‌মান সম্পাদক এতক্ষণ কথা বলছিলেন না, তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং সুসেনের কাছে গিয়ে বসলেন। সুসেন্ এবং জার্‌মান সম্পাদকে কথা আরম্ভ হল। জার্‌মান সম্পাদক বুঝলেন সুসেন অতীব দরিদ্র এবং শিক্ষিত। তিনি নিজেই জিজ্ঞাসা করলেন "শুধু চা খাচ্ছেন যে?"

সুসেন্ বললে "শুধু চা ত বেশি কথা মশায়, এরই দাম পকেটে আছে কিনা কে জানে?"

জার্‌মান সম্পাদক একটু চিন্তিত হলেন তারপর বললেন আপনি কি বেকার?

নিশ্চয় বেকার, আমাদের লোককে বৃটিশ কি কখনও চাকরী দেয়? চাকরীর কথা এখন রেখে দিন, যদি ইচ্ছা করেন তবে আর এক পট চায়ের অর্ডার দিতে পারি।

'হাঁ হাঁ আমিই দিচ্ছি' বলে জার্‌মান সম্পাদক বয়কে ডেকে নানারূপ কেক্‌স এবং ভাল চায়ের আদেশ দিলেন। বয় কেক্‌স এর ট্রে টেবিলে এনে রাখল। অন্তত পক্ষে দশ ডলারের কেক্‌স্ তাতে ছিল। জার্মান সম্পাদক সুসেনকে কেক্‌সগুলির সংব্যবহারের আদেশ দিয়ে বললেন "যদি কিছু না মনে করেন তবে আমার অফিসে যাবেন আপনাকে চাকরী দেবার ব্যবস্থা করব।

'ধন্যবাদ মশায়, আগামী পরশু দেখা করলে হবে না?

তাই হবে।

যারা রষ্ট্রনীতি বোঝে তাদের কাছে সামান্য কথারও দাম আছে। জার্মান সম্পাদক সুসেনের চায়ের দাম থেকে আরম্ভ করে রাত্রে ঘুমাবার খরচ দিয়ে তাকে বিদায় দিলেন, কিন্তু তিনি জানতেন না, এই সুসেনই কয়েক দিন পূর্বে বলেছিল, জার্মানরা সেভিয়েট রুশ আক্রমণ করবেই। তার অকাট্য তর্ক এড়িয়ে কেউ একটি কথা বলতে সক্ষম হয় নি। সুসেন্ সাংহাই পরিত্যাগের জন্য উৎগ্রীব হয়েছিল, সেজন্য মটোর জন্য অপেক্ষা করাটাই তার কাছে ভাল মনে হল।

সাথী

মটো হোটেলে পৌঁছার পর সর্দ্দার খান্‌সামা এসে তার কোটটা খুলে নিলে এবং হাতের বইগুলি টেবিলে রেখে দিয়ে জুতা খুলে স্লিপার পড়তে দিলে। ঠাণ্ডা এবং গরম জলের বেসিনের কাছে টাওয়েল খানা রেখে দিয়ে বললে মুখ হাত ধুয়ে ফেলুন, এখন কিছু খেতে হবে। আষ্টার হোটেলে বোর্ডারগণ সকলেই যেন এক একটি শিশু। সর্দ্দার খান্‌সামার আদেশ তাদের শিরোধার্য। সর্দ্দার খানসামা পারত পক্ষে কারো রুমে প্রবেশ করে না; সেকথা মটোর জানা ছিলনা বলেই, মটো হাঁ করে চেয়ারে বসে রয়েছিল। চীন দেশের সর্দ্দার খান্‌সামা একটু হাসল তারপর বলল "আপনি এই

বইগুলি এসকাইট পার্টির দোকান হতে কিনে এনেছেন, তা ভাল করেন নি, উপরন্তু একটা স্পেনিশ্ ছোকরার সংগে কথা বলে আষ্টার হোটেলের বদনাম করছেন। এসব যেন না হয়। মিষ্টার ষ্টনের অনুরোধে আপনাকে এখানে স্থান দেওয়া হয়েছে মনে রাখবেন, সে অনুরোধ দরকার হলে পরিত্যাগ ও করা যেতে পারে। আসুন হাতমুখ ধুয়ে ফেলুন, তারপর চা খেয়ে যে আবর্জ্জনা সংগে নিয়ে এসেছেন তাতেই ডুবে থাকুন।

ছোট খোকাটির মত মটো হাতমুখ ধুয়ে চা খেল তারপর একটা ইজি চেয়ারে বসে বই পড়ার বদলে ভাবতে লাগল চীনা বয়রা এত খবর কোথা হতে পেলে ?

ঘণ্টা দুই অতিক্রান্ত হবার পর ষ্টন এসে মটোর ঘরে প্রবেশ করল। ষ্টনকে দেখেই মটো অনেকটা সুস্থ হয়ে বাইরে গিয়ে যা করে আসছে তা পূর্ব্বাপর একে একে বলল এবং জিজ্ঞাসা করল, সর্দ্দার খানসামা এত সংবাদ কোথা হতে পেলে ?

ষ্টন্ বললে "এটা পূর্বদেশের আষ্টার হোটেল, এখানে টাকা দিলে কমফর্ট পাওয়া যায় এবং দরকার বোধে আত্মরক্ষা ও করা যায়। এসব কথা জেনে তোমার কাজ নেই, এখন বলত সত্যই কি তুমি কোন সহকারী চাও ?

হাঁা ষ্টন্, একাকী থাকতে আমার ভাল লাগে না।

এক জন কি দুজন সাথী চাও ?

দুজন হলেই ভাল।

তাই হবে। তুমি যে ছেলেটার সংগে কথা বলে এসেছ সে যদি ভাল লোক হয় তবে তাকে সাথী হিসাবে পাবে, এবং অন্য একজন পাবে যাকে তুমি দেখবে না অথচ সে তোমার সংগে অনবরত থাকবে। কোন বিপদ হলেই সে তোমাকে রক্ষা করবে। লোকটি হবে একজন চীনা। তার বাৎসরিক মাইনে সবশুদ্ধ দশ হাজার চীনা ডলার, বর্ত্তমানে সাত শত আমেরিকান ডলারের মত। আষ্টার হোটেলে যারা বাস করেন তারা সেরূপ সাথী প্রত্যেকে দুজনা করে রাখেন। তোমার একজনই ভাল হবে, কেমন?

না হে, দুজন চাই, এই নাও তাদেব মাইনে। যৌদ্দশ' আমেরিকান ডলালের একখানা চেক দিয়ে বললে তারা আমার সংগে মালয় দেশে যাবে ত?

ষ্টন বললে শুধু মালয় দেশ নয়, যে দিন তুমি মরবে, সেদিন তোমার চীনা সাথীও আত্মহত্যা করবে। এরা হল চীনের ড্রাগনীষ্টদের সভ্য। চীনের ড্রাগনীষ্ট কারা হয়, তাদের কাজই বা কি সুসেনকে জিজ্ঞাসা করো সেই বলতে পারবে।

মটো বুঝল এরই মাঝে ষ্টন সুসেন্ সম্বন্ধে অনেক কথা জেনে নিয়েছে। সে ষ্টনকে জিজ্ঞাসা করল সুসেন সম্বন্ধে তোমার কি ধারণা?

ষ্টন্ বললে একটু দাঁড়াও, সর্দ্দার খানসামাকে ডাকছি

বলেই কলিং বেল টিপে দিলে।

বয় বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল, সে আসল। ষ্টন্ সর্দ্দার খানসামাকে ডাকতে পাঠালে। সর্দ্দার খানসামা মটোর ঘরে আসল। ষ্টন তাকে বসতে বলল এবং জিজ্ঞাসা করল সুসেন সম্বন্ধে তোমার কি ধারণা ?

সর্দ্দার খান্সামা বললে" লোকটা শিক্ষিত, জাতে মেক্সিকান্ তবে কোন কাজ করতে রাজি নয়, শুধু পড়তে আর কথা বলতেই জানে। সে যে লিখিয়া নয় তার প্রামাণ পাওয়া গেছে তার কাছে একটি পেনসিল ও থাকেনা। লোকটা কিন্তু কোনও দলে ভিড়ে নি। খায় শুয় আর দিনগুনে যাচ্ছে এই মাত্র।

মটো বললে যদি সুসেনকে সংগে করে সিংগাপুরে নিয়ে যাই তবে সে আমার ক্ষতি করবে না ত ?

সে ক্ষমতা তার নেই, উপরন্তু নূতন স্থান। সে সাংহাই নগরীর চীনা ভাষা ভাল করে বলতে পারে, সিংগাপুরে কেণ্টানিজই চলে বেশী। তার আয়ত্ব করা সাংহাই ভাষা কার্যকারী হবেনা। সুসেনের মাতৃভাষা হল স্পেনিস্, সেই ভাষার প্রচলন সিংগাপুরে আছে বলে মনে হয় না। তাকে যদি সংগে করে নিয়ে যেতে চান্ তবে তার পোষাক বদ্লাতে হবে ভাল হোটেলে রেখে তার শরীরটা যাতে ভাল করতে পারে সে বন্দোবস্ত ও করতে হবে, এখানে কয় সপ্তাহ

থাকবেন মিস্টার মটো, বলেই সর্দার খান্‌সামা মটোর দিকে তাকাল।

সবই ইচ্ছার উপর নির্ভর করছে। সিংগাপুর যদি না যাই তবে ক্ষতি হবেনা। একবার বেড়িয়ে এসেছি, দেশে ফিরে যেতে ইচ্ছা হচ্ছে না, সিংগাপুর দেখেই যাব। ষ্টনের কাছে তুজন অদৃশ্য সাথীর কথা বলেছি, তাদের বন্দোবস্ত করে দিও। সুসেন্‌কে আজই কিছু চীনা ডলার দিয়ে দাও এবং বলো সে যেন তার পোষাক পরিবর্ত্তন করে। এখানে আসবার দরকার নেই আমিই তার হোটেলে গিয়ে দেখা করে আসব। হোটেল ও ঠিক করে দিও।

সর্দ্দার খান্‌সামা আদেশগুলি বুঝে নিয়ে বেড়িয়ে গেল। ষ্টন এবং মটো রুমে একাকী। কারো মুখে কথা নেই। বলার মত অনেক কথাই ছিল কিন্তু উভয়েই আনমনা। সর্দার খানসামা আবার ফিরে এসে উভয়কে আদেশ দিল স্নানের টাব পরিষ্কার হয়েছে স্নান করতে যান। উভয়েই স্নানে গেল এবং স্নান করে ফিরে এসে উভয়ই যখন চায়ের টেবিলে বসল তখন ষ্টন বললে, মটো তোমার আমেরিকার পরিচয় আমার জানা নাই। টাকার দিক দিয়ে তোমার যা আছে ভালই আছে বলতে হবে। জাপানীদের সংগেও কোন সম্পর্ক নাই। প্রকৃত-পক্ষে আমেরিকাই তোমার বাড়ীঘর, এখন বলত তুমি এই বইগুলি কেন কিন্‌লে?

মঠো বললে" সর্বপ্রথম কারণ হল বইগুলিতে অনেক সংবাদ রয়েছে। দ্বিতীয় কারণ হল পৃথিবীর পরিবর্তন চায় সেটা তুমি অস্বীকার করতে পারনা, সেই যে পরিবর্তন তার স্বরূপ কি হবে জানা দরকার নতুবা আমরা কি সারা জীবন টাকার কুমির হয়েই থাকব ! আরও জেনে নিও যারা একবার টাকার কুমির হয় তারা পরিবর্তন মোটেই চায় না। আমার বই কেনার পেছনে কর্মতৎপরতা মোটেই থাকতে-পারেনা এবং পারবেনা। তা যদি হয় তবে এই এইগুলি সবই মিথ্যা।

"তাই নাকি" বলেই ষ্টন একটা সিগরেট ধরিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেল্‌লে।

মটো বললে" এখন সুখী হয়েছ নিশ্চয়ই !

'হাঁ' বেশ সুখী হয়েছি।

রাত্রের সো দেখার জন্য ষ্টন এবং মটো সিনেমা দেখতে গেল। তারা যে বক্সে বসেছিল তার দুদিকে চারজন চীনা ভদ্রলোককে বসা দেখে ষ্টন একটু হাসল। ষ্টনকে হাসতে দেখে কথার ফাঁকে জিজ্ঞাসা করল, হাসছ কেন ষ্টন !

ষ্টন বললে চীনারা নেকটাই বাঁধতে জানে না, ঐ দেখ পাশে বসা চীনা ভদ্রলোকের নেকটাই খসে গেছে। ভদ্রলোকের নেকটাই খসে যাওয়ায় বড়ই অস্বস্থি বোধ করছে, তবুও যেন কি দেখছে। তাঁর দৃষ্টি শক্তি বেশ আছে।

কি সুন্দর ঠোঁট দুখানা। কালো তারকা দুটা হতে যেন ফুলিংগ বের হয়ে আসছে। এদের সাত্বিকতা, কর্মতৎপরতা বাস্তবিকই প্রশংসার যোগ্য। দুঃখের বিষয় চীন দেশে অনবরত গৃহযুদ্ধ চলছে। যখন চীনারা একটু শান্তি পাবে, দেখে নিও কত উন্নতি করে।

মটো বললে" জাপানীরাও কম উন্নিতি করেনি। কিন্তু সভ্য বলতে ইচ্ছা হয় না, এদের সভ্যতার প্রশংসা না করাই ভাল ঐ যে আরম্ভ হল হলিউড্ দেখাচ্ছে হে যত বাজে ছবি বিদেশে এসে কাজের হয়ে দাঁড়ায়। এরূপ পিকচার আমাদের দেশের লোক নিশ্চয়ই দেখবে না দেখলে তা পছন্দও করবেনা।

চুপ কর মটো; এরূপ নির্দয় ভাবে কোন বিষয় চর্চ্চা করো না। মনে রেখো বিদেশে এসেছ। তোমার প্রত্যেকটি কথা এবং কাজের উপর আমেরিকার ভালমন্দ নির্ভর করে। এখন ছবি দেখ।

মটো যতগুলি কথা বলছিল তার অনেক কিছু পাশে বসা চীনা ভদ্রলোক শুনতে পেয়েছিলেন। মটোর প্রত্যেকটি কথার প্রতিবাদ করবার যেমন অধিকার ছিল তেমনি যুক্তি তর্ক দিয়ে খণ্ডন করবারও ক্ষমতা ছিল। কিন্তু তিনি চুপ করে থাকলেন। তিনি মটোর একজন অদৃশ্য দেহ রক্ষী রূপে নিযুক্ত হয়েছিলেন। মটোর কথাগুলি তার মোটেই ভাল লাগছিল না। মটোকে এরই মাঝে তিনি ঘৃনা করতে আরম্ভ করেছিলেন, কিন্তু তা হলে

কি হয়, অর্থাভাবের জন্য তাঁকে মটোর বিপদ আপদ হতে রক্ষা করার ভার এক বৎসরের জন্য নিতে হয়েছিল।

পরের দিন যখন সুসেন মটোর জন্য হাংকিউ পার্কে অপেক্ষা করতেছিল তখন একজন চীনা ভদ্রলোক তার পাশে গিয়ে বসলেন এবং মটোকে একটি সিগারেট দিলেন। মটো সিগারেট নিয়ে বললে "এতেও ক্ষুধা অনেক কমে, আপনাদেব দেশে আফিং খায়, ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য নয়, অভাবের কথা ভুলে থাকবার জন্য, কেমন নয় কি ?

হাঁ মহাশয় অনেকটা তাই, বলুন ত কি করে অভাব মিটে ?

না মশায় এসব কথা ছেড়ে দিন, ভয়ানক ক্ষুধা পেয়েছে কথা বলতে ইচ্ছা করেনা, সে কথাটা আপনি নিশ্চয়ই জানেন ?

হাঁ জানি বই কি, চলুন কিছু খেয়ে আসি, বলেই চীনা ভদ্রলোক উঠতে যাচ্ছিলেন। সুসেন না উঠেই বল্লে, "আমি এক ভদ্রলোকের অপেক্ষায় আছি, তিনি এখানেই আসবেন।

চীনা ভদ্রলোক বললেন "তিনি আসবেন না আমিই তাঁর বদলে এসেছি, চলুন এখন কিছু খাই তারপর কথা হবে।

সুসেন উঠল এবং উভয়ে একটি ভাল চীনা রেঁস্তোরায় গিয়ে বসল। চীনা ভদ্রলোক ডিনারের আদেশ দিলেন। সুসেনের দিকে তাকিয়ে বললেন "এখন কত টাকা হলে আপনি মাস খানেক এখানে থাকতে পারেন। অবশ্য ভাল হোটেলে থাকতে

হবে, পোশাক করতে হবে এবং সেই সংগে যা দরকার তার সবই কিনতে হবে।

সুসেন বললে আপাতত হাজার খানেক চীনা ডলার হলেই চলবে।

চীনা ভদ্রলোক কি চিন্তা করে বললেন আপনি চীনা হোটেলে থাকবেন কি ?

না মশায়, আমি ফরাসী হোটেলে থাকতে ভালবাসি। ফরাসী হোটেলের বয়রা অন্য ধরনের, তারা বেশ কমফর্ট দিতে জানে।

চীনা ভদ্রলোক একটু হাসলেন।

চীনা ভদ্রলোকের হাসি দেখে সুসেন বললে "হাসির কিছুই নেই, শরীরে ক্ষুধা একটা আছেই এবং থাকবেও। তাকে কনট্রল করতে হয়, ভাল সভ্যতার সাহায্য নিয়ে। আমি সেই ভাল সভ্যতা উত্তম রূপেই জানি মিষ্টার।

তাই হবে মিষ্টার সুসেন, আপনি ফরাসী হোটেলেই থাকবেন। খাবার পর অপনাকে নিয়ে অনেক কাজ আছে। তৈরী এক জোড়া সুট কিনতে হবে আপনারই জন্যে, তারপরে যাব কংওয়া ডিপার্টমেণ্টেল ষ্টোরে। সেখান থেকে দরকারী জিনিষ কেনা হয়ে গেলে হোটেলে রেখে আসব। বয়দের আদেশ দিয়ে আসব আজই যেন আপনার শরীরের রং পরিবর্ত্তন করে দেয়। কাল সকালে মটো আসবেন আপনার হোটেলে

দেখা করতে। যদিও আমি উপস্থিত থাকব তবুও আপনি যেমন আমাকে চিনতে পারেন নি, মটোও তেমনি আমাকে চিনতে পারবেন না, আমি হলাম আষ্টার হেটেলের লোক, এর বেশী আমাদের পরিচয় থাকেনা মিঃ সুসেন।

ডিনার খেয়ে উভয়ে দরকারী জিনিষগুলি কিনে একটি ফরাসী হোটেলে গেল এবং সজ্জিত একটি রুম ভাড়া করে তাতে প্রবেশ করল। রুমটিতে প্রবেশ করে সুসেন হাতের সুটকেস্‌টা বিছানার উপর ফেলে দিয়ে দুহাত উঠিয়ে বললে একে ভাগ্য বলা যেতে পারে না। যুদ্ধ আসছে তারই প্রভাবে।

চীনা ভদ্রলোক সুসেনকে জিজ্ঞাসা করলেন "আপনি কি ভাগ্য বলে কিছু মানেন না ?

সুসেনের মুখ শুকিয়ে গেল। রুমের সৌন্দর্য দেখে যে আনন্দ পেয়েছিল তা তখনই মন থেকে মুছে গেল ; সে চীনা ভদ্রলোককে কি বলবে খুঁজে পাচ্ছিল না। কতক্ষণ পর বললে "যুদ্ধ যে আসছে তা আপনার মত বিচক্ষণ লোকের বুঝা উচিত। যা পাচ্ছি যুদ্ধের আগমনের সম্ভাবনায় তা কি করে ভাগ্যের উপর চাপিয়ে দেই ?

ওহো, সেকথা কি আমরা জানিনা ?

জানলেই ভাল মিষ্টার, এখন আপনি বসুন একটু ভদ্রলোক হয়ে নেই। সুসেন সেফটি রেজার দিয়ে দাঁড়ি গোফ কামালে, নেল কাটার দিয়ে নোখগুলি কেটে স্নান করতে গেল।

আজ স্নান করাটাও তার কাছে আরাম দায়ক বলেই মনে হল। স্নান করে নূতন পোশাক পড়ে যখন সুসেন ভদ্রলোকের সামনে এসে দাঁড়াল তখন চীনা ভদ্রলোকই সুসেনকে চিনতে পারলেন না। সুসেন চীনা ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে বললে, "কেমন দেখাচ্ছে ?"

বেশ সুন্দর মশায়।

সুসেন নূতন পোশাক পড়ে সজ্জিত হল এবং বাস্তবিকই তাকে দেখে একজন সুপুরুষ বলে মনে হল। এবার সুসেন্ হাত পেতে বল্‌ল "এবার হাত খর্চ্চটা দিন ?"

চীনা ভদ্রলোক তার পরেই পাঁচ শত চীনা ডলার বের করে সুসেনের হাতে দিয়ে বল্‌লেন, এই নেন আপনার হাত খরচা। ডলার গুলি হাতে নিয়ে সুসেন বললে চলুন, এবার কয়েক খানা বই কিনে নিয়ে আসি। এখন থেকে সুন্দর বিছানায় শুয়ে বই পড়ে সময় কাটাতে বেশ আরাম লাগবে।

ফাঁচো রোডে গিয়ে সুসেন ক'খানা বই কিনে যখন হোটেলের দিকে আসছিল, তখন একটা চীনা তার গায়ে এসে পড়ল এবং মেরে ফেলেছে' বলে চিৎকার আরম্ভ করল। সুসেন একটুও না দাঁড়িয়ে নিকটস্থ এক খানা রিক্‌সাতে উঠে হোটেলের দিকে পালিয়ে গেল। হোটেলে এসে সে বইগুলি হাত থেকে রেখে নিশ্চিন্ত হয়ে ভাবল "আজ হটাৎ পথে কেন এমন দুর্ঘটনা ঘটল ? কোন কারণই খুঁজে না পেয়ে তার রুমের খিরকী

গুলি ভাল করে বন্ধ করে দিল এবং সুইচটা অফ্ করে দরজা বন্ধ করল। রুমে চাবি আঁটিয়ে ম্যানেজারের কাছে গিয়ে অন্য একটা রুম ভাড়া চাইল। কেন সে নূতন ঘর চাইল তার কারনও সে বলতে ভুলেনি। ম্যানেজার বুঝলো সুসেনের সামনে মস্তবড় বিপদ। সে বিপদ হতে উদ্ধার পাওয়া সুসেনের পক্ষে সম্ভব নয়। তবুও চেষ্টা করা ভাল।

ম্যানেজার বললে সুসেন, আমার রুমটাতেই আর একটা বিছানা আছে, তাতে গিয়ে শুয়ে থাক। বয়রা আমার রুমে মোটেই যায় না। সকাল বেলা তোমার রুমের অবস্থা পরীক্ষা করলেই চলবে, কেমন?

হাঁ, তাই হউক বলে সুসেন ম্যানেজারের রুমে গিয়ে শুয়ে থাকল। যদিও সে শুইল কিন্তু তার ঘুম এলনা, গভীর রাতে শুনতে পেল তার রুমে লোক হাটছে, সুটকেশ খুলছে তারপর তারা বলাবলি করছে "হাঁ তাইত লোকটা নিশ্চয়ই আফিং খোর, চল আমরা তাকে খুঁজে বের করি। জাপানীদের হাতে একবার একে ধরিয়ে দিতে পারলেই হল।

পরের দিন সকাল বেলা সুসেন যখন তার রুমটা ভাল করে দেখছিল তখন মটো সুসেনের ঘরে গিয়ে দেখলো বিক্ষিপ্ত কোট পেণ্টের দিকে সুসেন তাকিয়ে কি ভাবছে। সুসেন এতই তন্ময় চিত্তে গতরাতের কথা ভাবছিল যে মটোর উপস্থিতি সে একটুও টের পায়নি। সুসেনের এরূপ অবস্থা দেখে মটো

রুমের বাইরে চলে গিয়ে পুনরায় বেশ একটু জানিয়ে শুনিয়েই ঘরে প্রবেশ করল।

মটোকে দেখতে পেয়ে সুসেন আরও চিন্তিত হল এবং বললে "গত দ্বাদশ বৎসর যাবত আমি এখানে আছি, কেউ আমার দিকে তাকিয়েও দেখেনি, কিন্তু গত রাত থেকে চীনারা আমার প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করেছে, আপনি না বলছিলেন সিংগাপুর যাবেন, চলুন আজই বেড়িয়ে পড়ি।"

—আপনার পাসপোর্টে সিংগাপুরের ভিসা আছে ত?

—এখান থেকে সিংগাপুরের ভিসার দরকার হয় না, তবুও বৃটিশ কন্‌সালকে একবার জিজ্ঞাসা করি চলুন।

উভয়ে বৃটিশ কন্‌সালের বাড়িতে গেল এবং জিজ্ঞাসা করে জানলে ভিসার দরকার হবে না। সেখান থেকে জাহাজ অফিসে গিয়ে জানল সেদিন বিকালেই একখানা জাহাজ সিংগাপুরের দিকে রওয়ানা হবে। জাহাজের টিকিট কিনে উভয়ে নিজ নিজ হোটেল হতে সুটকেস নিয়ে এসে জাহাজে উঠল।

চৌদ্দ দিন পর জাহাজ সিংগাপুর আসল। মটো এবং সুসেন এডল্‌ফি হোটেলে উঠল।

দুর্দ্দান্ত প্রতাপে ব্রিটিশ সিংগাপুর রাজত্ব করছিল। এখানে মটো এবং সুসেন দু সপ্তাহ মহানন্দে সময় কাটাল। তারপর যখন তারা সারভে আপিসে গিয়ে নির্দ্ধারিত স্থানের জন্য প্রস্‌পেক্‌টিং লাইসেন্‌স্‌-এর জন্য আবেদন করল তখন

জানতে পারল লণ্ডন থেকে মিঃ জনসন্ নামে এক আমেরিকান্ ভদ্রলোক সেই স্থানটা প্রস্‌পেক্‌টিং লাইসেন্স-এর জন্য আবেদন করেছিলেন এবং তাকেই স্থান দেওয়া হয়েছে। মটোর কাজ এখানেই শেষ হল।

সুসেন কিন্তু দমবার পাত্র ছিলনা। সে ইণ্ডিয়ান কেরাণীদের সামান্য অর্থ দিয়ে টেম্‌পোরারী একটা লাইসেন্স পেয়ে গেল। টেম্‌পোরারী লাইসেন্স অনুযায়ী মটো শুধু প্রস্‌পেকটিং করার অধিকার পেল কিন্তু মালীকানা সত্ব পেলনা। এরূপ লাইসেন্স যারা কোনও মাইনের সেয়ার কিনতে চায় তাদের দেওয়া হয়।

টেম্‌পরেরী লাইসেন্স পেয়ে মটো অনেকটা নিশ্চিন্ত হল এবং প্রস্‌পেক্‌টিং করার জন্য বুকিতমার্তজাম গিয়ে আড্ডা পাতল। বুকিতমার্তাজামের প্রাকৃতিক দৃশ্য বড়ই সুন্দর সেখানে গিয়ে সুসেন চীনা কুলি, মালয় সারভেম্যান এবং ভারতীয় কেরাণীর খুঁজে বের হতে বাধ্য হল। সুসেন এবং মটো একদিন পিনাং গিয়ে চীনা কুলিদের আড্ডায় বসল এবং প্রস্‌পেক্‌টিং-এর জন্য কি রকমের যন্ত্রপাতি পাওয়া যায় খবরাখবর জিজ্ঞাসা করল। একজন চীনা তাদের কাছ থেকে সামান্য অগ্রিম টাকা নিয়ে প্রস্‌পেক্‌টিং-এর সমুদয় কার্যের ভার নিল। এই কাজটি শেষ করার পর সুসেন আরও সুখী হল এবং সন্ধ্যার সময় পিনাং দ্বীপের সৌন্দর্য দেখার জন্য একটি হোটেলের রুম ভাড়া নিল।

হোটেলের মালীক জাপানী। জাপানী সকল সময়ই চীনা পোষাকে থাকত কেউ বুঝতে পারত না এটা জাপানী হোটেল। হোটেলটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেখে অনেক বিদেশী ভদ্রলোক সেই হোটেলে থাকতেন। মটো এবং সুসেন যখন হোটেল খুঁজেছিল তখন একজন ইউরেশিয়ান্ তাদের এই হোটেলটি দেখিয়ে দিয়েছিল।

পিনাংএর সন্ধ্যার আলোক সজ্জা দেখে সুসেন মোহিত হয়েছিল। রাত্রে রাণীমেড হোটেলে খানা খেয়ে তৃপ্ত হয়েছিল। তারপর সুসেন এবং মটো জাপানী হেটেলে এসে শুয়ে থাকল। যতক্ষণ পর্য্যন্ত এদের ঘুম আসেনি ততক্ষণ পর্য্যন্ত উভয়ে পুর্ব্বদেশের প্রকৃতির সৌন্দর্যের কথাই বলা কওয়া করছিল। যখন উভয়ের চোখ বুজে গেল তখন খাটের নিচে থেকে কয়েকটি লোক বাহির হয়ে মটো এবং সুসেনকে এমনি ভাবে কাবু করে ফেলল যে তাদের পক্ষে শক্তির ব্যবহার অপব্যহার হবে বলে উভয়েই চুপ করে থাকল।

জাপানী ডাকাতরা মটো এবং সুসেনকে হাত পা বেধে একখানা টেক্সীতে উঠাল। এদের টেক্সীতে উঠিয়ে জাপানীরা অভ্যাস বসে মাথা নত করে অভিবাদন করল। জাপানীদের বাঁধাধরা অভ্যাসে অভ্যস্ততা দেখে সুসেন হাসল এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল এরূপ অভ্যাসকে সে চিরদিনই ঘৃণা করবে। টেস্কী মেক্লিষ্টার রোড ধরে একবারে পূর্ব্বদিকে রওয়ানা হল

এবং ঘণ্টা খানেকের মধ্যে সাগর তীরে এসেটিপ বাতির সাহায্যে ইংগিত করা মাত্র, তলওয়ার হাতে কয়েকজন লোক নেমে এসে সুসেন এবং মটোকে উঠিয়ে নিল এবং একটী গুপ্ত রুমে আবদ্ধ করল।

মটো এবং সুসেন আবদ্ধ অবস্থায় ঘুমাল। ঘুম থেকে উঠে দেখলে তাদের হাত পা বাধা ; তাদের শরীরে আঘাতের ব্যথা উভয়ের বেশ উগ্র। মটো সুসেনকে বললে চল পালাই, ঐ দেখ দিনের আলো পাটাতনের ভেতর দিয়ে আসছে।

সুসেন বললে পাটাতন ঠেলে বাইরে যাওয়া কষ্টকর ব্যাপার মিষ্টার মটো, আরও কতক্ষণ অপেক্ষা করে দেখা যাক পালাবার কোন পথ খুঁজে পাওয়া যায় কি না ?

চীনাদের গাঁদাবোট জাহাজের মতই তৈরী। গাদাবোটের নীচে মাল রাখবার জন্য ছোট ছোট কোঠা থাকে। কোঠার দরজা উপর হতে বন্ধ করে দিয়ে তাতে তালা লাগালে বার হবার উপায় থাকেনা। মটোর পক্ষে সেরূপ কুঠরী হতে বার হয়ে আসা অসম্ভব ছিল। সুসেন বললে খাদ্য দেবার জন্য নিশ্চয়ই কেউ আসবে, তখন আমাদের শক্তির পরিচয় দিতে হবে।

মটো বললে "তাই হবে মিষ্টার সুসেন"।

মটো এবং সুসেন যখন মরার মত পরে রয়েছিল তখন চীনা সমুদ্র দস্যু বললে "আগামী পরশু আমরা পোলাও লংকা পৌছতে

পারব এবং সেখানে পৌছে জাপানী জাহাজ দেখতে পাব, তাদের জাপানী জাহাজে উঠিয়ে দিতে পারলেই পাঁচশত ডলার পাওয়া যাবে। দেখত ব্যাটারা মরেছে না জিবিত আছে, আজ খাবার দিতে হবে।" পাশে বসা মাঝি উঠে গাধাবোটের নীচের দিকে যাচ্ছিল। মালীক বললে, তুপেয়ালা ভাত নিয়ে এস ; ভাতে একটু নূনও দিয়ে দিস, চাবিটা দরজার পাশেই লটকান আছে। চাবির কথা স্থুসেন শুনতে পেল। স্থুসেন উঠে বসল এবং দেখতে পেল পাচ ছয় হাত দূরে চাবিটি ঝুলছে। চাবি পেতে হলে দরজা খুলে বের হতে হবে। কি করে দরজা খুলে বের হওয়া যায় সে কথাই সে ভাবল কিন্তু কোনরূপ যন্ত্র তাদের কারো কাছে ছিলনা। মটোকে স্থুসেন জিজ্ঞাসা করল, দরজা খুলে পালান আমাদের পক্ষে অসম্ভব হবে। গাঁধাবোটে কমের পক্ষে পনর জন চীনা আছে তাদের কাবু করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে কি ? তুমি আমেরিকার লোক, টারজান তোমাদের বাহাত্বর এখানে টারজানী ও চলবেনা এবং সেকসন ব্লেকের রোমান্স ও চলবেনা, এখানে সবই বাস্তব। আমি বলছি তিন জন চীনাকে আমি কাবু করতে পারব, বাকি থাকল বারজন, তুমি তাদের কিছু করতে পারবে ?

মিষ্টার স্থুসেন, তোমার কথা যদি সত্য হয় অর্থাৎ বোটে মাত্র পনর জন চীনা মাঝি থাকে তবে আমি একাই পনর জনকে কাবু করব। এদের মধ্যে কেউ শিক্ষিত আছে কি, বলেই

মটো চুপ করল কারণ বাহির হতে তালা খোলার শব্দ শুনা যাচ্ছিল।

সুসেন তাড়াতাড়ি বললে ওরা সবাই হোকেন্, নিরক্ষর এবং নিরীহ, যদি দরকার মনে কর তবে এবার কাজ আরম্ভ কর।

সুসেনকে মটো পেছনে রেখে সামনে গিয়ে বসল এবং ভয়ানক ক্ষুধার্ত নয়নে চীনা ছেলেটির দিকে তাকাল। ছেলেটির বয়স মাত্র ষোল। তার শরীর বড়ই দুর্ব্বল। খাদ্যাভাবই তার এক মাত্র কারণ। ছেলেটা যখন ওদের সামনে মাথা নত করে ভাত রাখছিল তখন মটো তার ঘারে একটি টুকা দিল। একটি আঙ্গুলের টুকাতেই ছেলেটি হেলিয়ে পড়ল, একটা কথাও সে বলতে সক্ষম হল না। ছেলেটা পাশেই পড়ে থাকা অবস্থায় সুসেন এবং মটো ছেলেটার দ্বারা আনিত ভাতগুলি খেয়ে নিল। খাবার শেষ করে মটো বললে, ছেলেটা মারা যাবেনা, তাকে এখানে এই ভাবেই থাকতে দাও। তারপর উভয়ে পাটাতনের উপর উঠে চারজন মাল্লাকে মাজাং খেলায় মত্ত দেখল। মটো প্রত্যেকটি লোককে আক্রমণ করে কাবু করল এবং চেতনাহীন অবস্থায় রেখে সর্দ্দার কোথায় আছে তার সন্ধানে বের হল। সর্দ্দার নিজের কেবিনে বসে তখন হিসাব করছিল। হিসাবে সে এতই মত্ত ছিল যে বাইরের লোক যে তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে সেকথা চিন্তা না করেই বললে, "পুলাও লংকা

পৌঁছাতে দাও তারপর টাকা পাব, সবুর করহে।" মটো আর সহ্য করতে পারলনা, সে চীনাটার ঘারে এমনি একটা মুষ্ঠাঘাত করল যার ফলে সে তৎক্ষণাৎ মরে গেল। জুজুৎসু মতে ঘারে মুষ্ঠাঘাত করলে মৃত্যু নিশ্চয়।

সর্দারের ভাই পালে গুন দিচ্ছিল। গুন দেওয়া শেষ হলে যখন সে সর্দ্দারের কেবিনের দিকে যাচ্ছিল, তখন দেখা হল মটোর সংগে। মটোকে দেখা মাত্র তার ভয় হল এবং চিৎকার করে বল্‌ল "সাদা ভুত পালাচ্ছে, কে কোথায় আছ সত্বর আস।" মটো এক লাফে গিয়ে সর্দ্দারের ভাইএর উপর পড়ল এবং এমনি ভাবে তাকে আক্রমণ করল যে সে আর উঠে দাঁড়াতে পারল না, পড়ে থেকেই গোংগাতে লাগল। এদিকে অন্যান্য মাঝিরা এসে পড়ল। যখন তারা দেখলে সর্দ্দারের ভাই আধমরা হয়ে পড়ে আছে তখন তারা আর লড়াই করা ভাল হবেনা ভেবে বল্‌লে "তুয়ান অর্থাৎ সাহেব, আমরা এসবে নাই।"

সুসেন্ বললে "তোমারা এসবে নাই শুনে সুখী হলাম। তোমাদের কাছে আমাদের জাপানীদের এনে দিয়েছিল, পুলাও লংকা পৌঁছে দেবে বলে। মজুরী পাবার কথা ছিল মাত্র পাঁচ শত ডলার, তোমাদের যদি আমরা পাঁচ হাজার ডলার দিতে প্রতিশ্রুতি দেই তবে তোমরা কি করবে?"

পাঁচ হাজার ডলার, কম কথা নয়, সাহেব যা আদেশ করবেন তাই করব।

তাই যদি হয় তবে তোমাদের সকল মাঝিকে ডেকে আন, তোমাদের সর্দ্দার মরেছে তার ভাই আর আধ ঘণ্টার মধ্যে মরবে, অন্য চার জন মাঝিও আধ মরা হয়েছে ; তাদের আমি বাঁচাব না তারাও মরবে।

যে লোকটি মটোর সংগে কথা বলছিল সে ছিল জাতে কেন্‌টনিজ সে হোকেন্‌দের বললে "আমি আর তোমাদের কথা মত চলব না। সেদিনই বলেছিলাম সাদা ভূতেদের নৌকায় উঠিও না বিপদের সম্ভাবনা আছে, তবুও আমাদের সর্দার মানলে না ; যাহা হউক, মন্দ থেকেই ভালোর উৎপত্তি আমরা পাঁচ হাজার ডলার পেতে বসেছি, সবাইকে ডেকে আন।

মিনিট কয়েকের মধ্যেই বাকি আট জন মাঝি আসল। কেন্‌টনিজ লোকটিকে নিয়ে নয় জন। সবাই এক লাইনে দাঁড়াল এবং সকলকে লক্ষ্য করে সুসেন বললে, যদি তোমরা আমাদের আদেশ মেনে চল তবে শুধু পাঁচ হাজার ডলারই পাবে না, পিনাংএর কাছেই আমরা মাইন খুলব, সেখানে তোমাদের ভাল চাক্‌রি দেবার বন্দোবস্ত করব।

কেন্‌টনিজ লোকটা বললে, বলুন তুয়ান্ আপনাদের আদেশ কি ?

আমাদের আদেশ হল পিনাংএর দিকে নৌকার গতি ফিরিয়ে দাও এবং যত সত্বর পার পিনাং পৌছার জন্য চেষ্টা কর ; বল ত কত দিনের মধ্যে পিনাং পৌছতে পারবে ?

দশ দিনের কমে হবে না তুয়ান্।

তাই কর, এখন মৃতদেহ গুলিকে জলে ফেলে দাও, তারপর অন্য কাজ। তাই হবে বলে মাঝিরা কাজে গেল।

মটো সুসেনকে বল্লে এখন থেকে আমাদেরও ডিউটি দিতে হবে। প্রত্যেক চার ঘণ্টা অন্তর আমাদের ডিউটি। এক জন সকল সময়ই সতর্ক হয়ে থাকতে হবে আর অন্য জনকে বিশ্রাম করতে হবে। কেমন তা হলে হয় না?

সুসেন বললে তাই হবে, চল এখন নৌকাটা একটু পরীক্ষা করে আসি। সর্বপ্রথমই তারা মাজাং খেলোয়ারদের কাছে গিয়ে দেখলে খেলোয়ারগণ অবকাশ পেয়েছে, তারপর গেল ছেলেটার কাছে। সে তখন ও মরেনি। মটো তার বাঁ হাতের কানি আংগুলে দংশন করা মাত্র সে উঠে বসল এবং চোখ দুটা শিবনেত্র করে বলল, "তোমরা পালালে সর্দ্দার আমাকে হত্যা করবে। যদি পালাও তবে আমাকেও নিয়ে চল।"

সুসেন ছেলেটাকে জিজ্ঞাসা করলে, তোমার নাম কি এবং কি করে এদের কাছে এসেছ?

ছেলেটা কেঁদে ফেলল তারপর বললে আমার নাম চিয়াংলুং, জাতে কেণ্টলিজ্। আমার বাড়ী সিংগাপুর। সেইখানেই আমার জন্ম। আমাদের সর্দ্দার আমাকে ভুলিয়ে পিনাং নিয়ে আসে এবং নৌকার কাজে নিযুক্ত করে। আমাদের বোট সিংগাপুরে যায়, কিন্তু সেখানে পৌছাবার পূর্ব্বেই আমাকে তোমাদের সেই কুঠুরিতে আবদ্ধ করে রেখেছিল; সেই

কুঠুরিটাতে আবদ্ধ করে রাখে এবং সিংগাপুর হতে নৌকা ছেড়ে দিলেই মুক্ত করে দেয়। এরূপ অবস্থাতেই আমার জীবন কেটেছে। আমার মা-বাবা সকলেই সিংগাপুরে আছেন। তাদের টিন্ মাইন আছে এবং প্রকৃত পক্ষে আমরা মোটেই গরীব নই। আমাকে যদি এই বদ লোকটার কাছ থেকে উদ্ধার করতে পার তবে তোমাদের পাঁচ শত ডলার বকশিস দিতে রাজি আছি।

সুসেন দেখলে অবস্থার গতি পরিবর্ত্তন হয়েছে। তাকে পুনরায় মেকসিকো ফিরে যেতে হবেনা, মালয় দেশেই তার ভাগ্য ফিরবে এবং এদেশেই সে বসবাস করতে সক্ষম হবে। মাঝিদের আমরা এখনও বিশ্বাস করতে পারছিনা। মাঝিরা পিনাং যাচ্ছে কি অন্যত্র যাচ্ছে তা তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে, এসব তোমাকে তাই লক্ষ্য রাখতে হবে। ছেলেটি সুসেনের কথায় মাথা নাড়ল এবং সুসেন ও মটোকে নিয়ে তখনই খাটানো পালগুলি পরীক্ষা করে বলল, নৌকা পিরাংএর দিকে যাচ্ছে বটে কিন্তু বড়ই মন্থর গতিতে। পিনাং পৌছাতে অন্তত দশ দিন লাগতে পারে। এই দশ দিনের মধ্যে বিপদ আপদের সম্ভাবনাও আছে। ছোট ছোট জাপানী বোট এদিকে যাওয়া আসা করে। তারা যদি আমাদের দেখতে পায় তবে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। আমার মনে হয় সোজা পিনাং না গিয়ে মালয় দেশের ম্যানলগে কোথাও

গিয়ে উঠি এবং আমার বাপকে তার করে ডেকে পাঠাই তবেই আমাদের অর্থভাব থাকবে না। সুসেন ছেলেটিকে বললে তাই কর।

সুসেন এবং মটো যেদিন জাপানী হোটেল হতে অন্তর্ধান হয়েছিল সেদিন থেকেই সাংহাই-এর আষ্টার হোটেল হতে নিযুক্ত দুজন চীনা আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করেছিল। ভেবে পাচ্ছিল না, সুসেন এবং মটো কোথায় যেতে পারে? দ্বিতীয়ত চীনাদ্বয় পিনাং দ্বীপে নবাগত। কোথায় কার কাছে গিয়ে সাহায্য পাবে তাও ভেবে পাচ্ছিল না।

একদিন দুপুর বেলা যখন চীনাদ্বয় গভর্ণমেণ্ট হাউসের দিকে যাচ্ছিল তখন তারা দেখতে পেলে একখানা আমেরিকান্ পতাকা ঝুলছে আমেরিকান্ পতাকা দেখেই তারা বুঝল এখানে আমেরিকার কোনও অফিসার অথবা আমেরিকার সংগে সম্পর্ক রাখে এমন লোক এই বাড়িটাতে বাস করে। এর বেশি আর একটুও চিন্তা না করে চীনাদ্বয় সদর দরজার কাছে গিয়ে দেখল, একখানা নেম্ প্লেটে লিখা রয়েছে "আমেরিকান বানিজ্য প্রতিনিধি।"

নেম্ প্লেট খানা দেখে চীনাদ্বয়ের মনে বেশ একটু সাহস এবং আশার সঞ্চার হল। কিন্তু আর একটু এগিয়ে যাবার পর যখন একটা ভারতীয় শিখকে দারোয়ান রূপে দাঁড়িয়ে

রয়েছে দেখতে পেল তখন তাদের মনে একটা ঘৃণার ভাব আপনা হতেই জেগে উঠল।

প্রথম চীনা লোকটি দ্বিতীয় চীনাকে বললে "এই জানোয়ারগুলি কি পৃথিবীর সর্বত্রই বাস করে, সিংগাপুরে দেখলাম এদেরই রাজত্ব। বৃটিশের পদলেহন করে এবং স্থানীয় লোককে ঠেংগায় এই তো তাদের কাজ, আমরা কি আমেরিকান্ বানিজ্য প্রতিনিধির কাছে পৌছাতে পারব ?

দ্বিতীয় লোকটি বললে চুপ কর অ্যাটিন, এই ধরনের পাগলা কুকুর দেখেই যদি ঘাবরিয়ে যাও তবে ওদের সন্ধান করা সম্ভব হবে না।

দ্বিতীয় লোকটির নাম অ্যাফং সে নির্ভয় চিত্তে এগিয়ে গিয়ে শিখ দারোয়ানকে ইংলিশে বললে, আমরা আমেরিকার বানিজ্য প্রতিনিধির সংগে দেখা করতে এসেছি, একটু খবর দাও তো ?

শিখ দারোয়ান জানত, এটা পুলিশ অফিস নয়, এটা ব্যবসা বানিজ্যের স্থান, এখানে সকলেই আসতে পারে, সেজন্য সে অতি বিনীত ভাবে বললে, এই সিড়ি ধরে উপরে চলে যান, ডান দিকেই বানিজ্য প্রতিনিধির রুম দেখতে পাবেন।

চীনাদ্বয় উপরে উঠে গিয়ে আবার নেম্ প্লেট দেখতে পেল এবং দরজাতে করাঘাত করল। ভেতর থেকে জবাব এল "ভেতরে আসুন"। চীনাদ্বয় ভেতরে প্রবেশ করেই

নিজেদের পরিচয় দিল এবং তাদের আসার কারণও তাড়াতাড়ি বলে ফেললে।

বানিজ্য প্রতিনিধি চীনাদ্বয়কে মটোর অনুসন্ধানের জন্য কতকগুলি উপায় বলে দিয়ে, সিংগাপুরের কনসাল জেনারেলের মারফতে ওয়াসিংটনে মটোর অন্তর্ধানের কথা জানিয়ে দিলেন।

চীনাদ্বয় আমেরিকান্ বানিজ্য প্রতিনিধির ঘর হতে বের হয়েই একখানা রিকসা ভাড়া করল এবং সোজা তাদের লজিং হাউসে চলে আসল।

অ্যাফং অ্যাটিনকে বললে, এখানে চুপ করে বসে থাকলে চলবেনা, পোশাক পরিবর্তন করে বাইরে যাব।

অ্যাটিন জিজ্ঞাসা করলে, কিরূপ পোশাক হওয়া চাই।

কুলির পোশাক পড় ভাই, এদেশে গরমে প্রানান্ত হচ্ছি, কুলির পোশাক মানাবেও ভাল, একটু আরামও পাওয়া যাবে।

অ্যাফং এবং অ্যাটিন কুলির পোশাক পড়ে নিকটস্থ মস্তবড একটা চীনা চায়ের দোকানে গিয়ে বসল। দোকানের দেওয়ালে নানা রকমের চিত্র টাংগান্ ছিল, এবং অনেকগুলি বড় বড় আয়না এমনি টাংগান্ ছিল, যে কোনও স্থানে বসে চায়ের দোকানের সকলের মুখ দেখতে পাওয়া যেত।

অ্যাফং অ্যাটিন্‌কে লক্ষ্য করে বললে এরূপ চায়ের দোকান কোথাও দেখিনি ভাই, ছু পেয়ালা চায়ের হুকুম দাওনা আমার কাছে কিন্তু একটি আধলাও নেই। থাকবেই বা

কি করে বল? এই সেদিন নৌকা থেকে উঠেই ত্রিশ ডলার দেশে পাঠিয়ে দিয়েছি। তোমার ত এখনও কিছু পাঠানো হয়নি, যদি তুমি আমাকে চা না খাওয়াও তবে একটি ডলার ধার দাও আমি মাসিক দশ সেন্ট করে সুদ দেব।

তাই নাকি? আচ্ছা এই নাও এক ডলার কিন্তু মনে রেখো সুদটা মাসে মাসে দিয়ে যেতে হবে। ম্যানিব্যাগ হতে এক ডলারের এক খানা নোট বের করে অ্যাফং এর হাতে দিল। অ্যাফং ডলারটি পেয়ে ভাবলে বেশ অভিনয় করেছি, এবার চা খাওয়া যাক। অ্যাফং বয়কে ডেকে বললে দু পেয়ালা চা দাও হে, যদি পার এক প্যাকেট সস্তা দামের সিগারেটও চাই, বুঝলে?

বয় দু পেয়ালা চা এনে দিয়েই, পট্ করে অ্যাফংএর হাতের ডলারটি টেনে নিল এবং এক পেকেট সস্তা সিগারেট এনে দিয়ে বাকি পয়সাগুলি টেবিলে রেখে চলে গেল। চীনা বয়রা এসব ছোট খাট কাজের জন্য কোনরূপ বকশিস দাবী করেনা।

অ্যাটিং এবং অ্যাফংএর চা খাওয়া দূর থেকে একজন লোক লক্ষ্য করছিল। সে এখানকার মাঝিদের সর্দার। সর্দার ভাবলে, আজকাল জাপানীরা তার মাঝিদের প্রায়ই নিযুক্ত করে। ভবিষ্যতে হয়ত আরও মাঝির দরকার হবে। এদুটা আহম্মক মাঝিকে যদি এখন থেকে ঠিক করে রাখা যায় তবে ভবিষ্যতে কাজে লাগবে। সর্দ্দার তার টেবিলের দেনা

শোধ করে অ্যাটিন এবং অ্যাফং এর টেবিলের একখানা চেয়ার দখল করেই জিজ্ঞাসা করল "এই তোরা এদেশে কত বৎসর এসেছিস ?"

অ্যাফং বললে "এই মনে কর তুই দশ বৎসর হবে, তুই কে ?"

সর্দার বুঝলে এরা পাড়াগেয়ে মাঝি, সে বললে, আমি হচ্ছি মাঝির সর্দার, তোদের কাজ চাই ?

কাজ কে না চায় সর্দার, তবে কি না—এই যা—কি বলে ?

হাঁ বুঝতে পেরেছি, আমিও তাই পছন্দ করি, এই সেদিন দুটা শ্বেতকায় কে জাপানীদের কাছ থেকে নিয়ে পশ্চিম দেশে পাঠিয়ে দিয়েছি। তোদের নৌকা কোথায় থাকে ?

আমাদের নৌকা ঝোপের আড়ালে থাকে বুঝলে, আমাদের সর্দার কম পয়সায় কাজ করেনা। বস্তা বস্তা টাকা না হলে— আমরা এক পা ও নড়িনা। এই কয় দিন হয়, আমরা দুটা শ্বেতকায়কে দক্ষিণে পাঠিয়েছি। অনেক টাকা পাওয়া গিয়েছিল। সর্দার আমাদের দু'শ করে বকশিস্ দিয়েছে। তুমি কত দেবে? সর্দার বুঝল এদের কাজে নেওয়া যাবেনা, সেজন্য সে কথা না বাড়িয়ে তার নিজের টেবিলে চলে গেল। অ্যাটিন্ এবং অ্যাফং বুঝল মটো এবং সুসেনকেই এই লোকটা পাঠিয়েছে। পশ্চিম শব্দের মানে কি অ্যাফং এবং অ্যাটিন্ বুঝল না। সেজন্য সোজা লজিং হাউসে ফিরে গেল এবং পুনরায় আমেরিকান্ বাণিজ্য প্রতিনিধির বাড়িতে গিয়ে জিজ্ঞাসা

করল "পশ্চিম" শব্দটি এদিকে কি বুঝায়। আমেরিকান্ বাণিজ্য প্রতিনিধি অতীব যত্নের সহিত অনুসন্ধান করে জানতে পারলেন পিনাংএর লোক পুলাও লংকাকেই পশ্চিম বুঝে।

সেদিনই বিকাল বেলা, দুজন মালয় পুলিশকে সংগে নিয়ে সমুদ্র তীর ধরে অ্যাফং এবং তার সাথী মটোর সন্ধানে বের হল। সারা রাত্র ব্যাপী কোথাও মানুষের নাম গন্ধ ও পেল না। পরের দিন দুপুর বেলা দেখতে পেল একখানা বড় নৌকা পাল তুলে সমুদ্র তীরের দিকে যাচ্ছে। তাদের পাল বাতাসের উল্টাদিকে খাটানো বলে নৌকা খুব ধীরে ধীরে চলছিল। বাতাসের উল্টা দিকে যখন আক্কেল খাটিয়ে পাল খাটানো হয় তখন সমূহ বিপদের সম্ভাবনা ত থাকেই উপরন্তু নৌকাও চলে মন্থর গতিতে।

অ্যাফং যখন মোটর লন্চের উপরে দাড়িয়ে দূরবীণের সাহায্যে নৌকাতে কা'রা আছে দেখছিল তখন সুসেন ছিল নৌকার পাহাড়ায়। সুসেন মোটর লন্চ্ দেখেই ভাবলে, এই বুঝি জাপানী ব্যটারা এসে গেল। তাড়াতাড়ি করে নীচে গিয়ে মটো এবং চীনা ছেলেটাকে ডেকে মোটর লন্চ দেখিয়ে দিল। মোটর লন্চ্ কতক্ষণ দেখার পর চীনা ছেলেটি বললে এটা জাপানীর নয় পুলিশের, ঐ দেখ দুটা মালয় পুলিশ বসে আছে। সুসেনের কাছে মালয় পুলিশ অপরিচিত নয়;

মালয় পুলিশের সংগে এক দিন তার বেশ বচসা হয়েছিল। ছুটা মালয় পুলিশকে দেখে সুসেন সুখী হল এবং মটোকে বললে, আমাদের বিপদ কেটে গেছে। এরা বোধহয় আমাদের অনুসন্ধানেই এসেছে, দেখা যাক, ব্যাপার খানা কি।

মোটর লন্‌চ চীনা নৌকার কাছে পৌছবার পূর্বেই "সাবধান" সূচক হুইসেল দিল এবং মাঝিদের যেরূপ পাল নামাতে আদেশ দেওয়া হয় তেমনি ভাবে আদেশও দেওয়া হল। মাঝিরা বুঝল এটা পুলিশের লন্‌চ্। যখন তাদের পক্ষে আদেশ মান্য করার ইচ্ছা থাকে তখন তারা একান্ত বাধ্য হয়ে কাজ করে। কেণ্টানিজ্ চীনাই সর্বাগ্রে পাল নামাবার কাজ আরম্ভ করল এবং মিনিট দশেকের মধ্যেই অন্যান্য মাঝিদের তৎপরতায় পাল গুটাতে সক্ষম হল। পাল গুটানো সত্বেও যখন নৌকাটা সমুদ্রের ঢেউএ ভেসে যাচ্ছিল তখন সে হাল ধরে বসল। ইতিমধ্যে মোটর লন্‌চ্ নৌকার কাছে আসল এবং ছুটা রসির সাহায্যে লন্‌চখানা নৌকার সংগে বেঁধে ফেলল।

লন্‌চ বাঁধা হলে অ্যাফং এক লাফে নৌকাতে উঠেই মটোকে দেখতে পেয়ে বললে "আপনাকে যেন কেথাও দেখেছি বলে মনে হচ্ছে, আপনি কি কখনও সাংহাই ছিলেন ?

মটো বললে নিশ্চয়ই। ইতিমধ্যে সুসেন অ্যাফংএর সামনে দাঁড়াল এবং বলল্ "এই যে বন্ধু কেমন আছেন ?

ভাল আছি মিষ্টার সুসেন, বিপদটা কি করে টেনে আন্‌লেন্ ?

সে অনেক কথা মিষ্টার, এখন কাজ করা যাক। অ্যাফং মটোকে জিজ্ঞাসা করলে আপনাদের নৌকার গতি দেখে মনে হচ্ছিল, আপনারা সমুদ্র তীরের দিকে যাচ্ছিলেন, এখন বলুন ত পিনাং যাবেন না, নিকটস্থ সমুদ্র তীরে যাবেন ?

মটো বললে, পিনাং গেলেই ভাল হবে, সেখানে পৌঁছে ব্যাংক্ হতে টাকা উঠাতে সুবিধা হবে, মাঝিদের ও কিছু দিতে হবে। অ্যাফং এর আদেশে মালয় পুলিশ চীনানৌকা তাদের লন্‌চের পেছনে বেঁধে নিলে এবং পিনাংএর দিকে রওয়ানা হবার আদেশ দিলে।

অ্যাফংএর সংগে অ্যাটিনও চীনাদের নৌকায় নেমেছিল। নৌকায় নেমে সে চীনা ছেলেটির সংগে ভাব করে মটো এবং সুসেন সম্বন্ধে আগাগোড়া সংবাদ সংগ্রহ করল এবং চীনা ছেলেটিকে অভয় দিয়ে বললে, পিনাং পৌঁছার পরই তুমি সিংগাপুর যেতে পারবে। হয়ত দরকার হলে নিজে গিয়েই তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসব।

চীনা ছেলের সংগে কথা বলার পর অ্যাটিন্ নৌকার পাটাতনে বসে কি ভাবছিল এমনি সময় সুসেন তার কাছে বসে নানা প্রশ্ন করতে লাগল।

অ্যাটিন বড়ই চিন্তাশীল লোক, সে চুপ করে থাকাই পছন্দ করছিল, কিন্তু সুসেন তাকে নীরবে বসে থাকতে দিচ্ছিল না। অনেক প্রশ্ন শোনার পর অ্যাটিন বললে, "পূর্ব দেশে এসেছেন একথাটা সব সময় মনে রাখবেন। এদেশের মাতাল ঈশ্বরবাদ প্রচার করে, বারবনীতা সতীত্বেব ব্যাখ্যা করে, চোর, বাটপার সাধু সেজে দরিদ্রকে ঠকায়, জাপানীরা ব্যবসার নামে জাল নোট চালায় বৃটিশ শাসনের নামে শোষন করে। পিনাং পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বেও একটি চোর ডাকাতের আশ্রম ছিল। এর বেশি আমার বলার মত কিছুই নেই মিষ্টার সুসেন। এখানে আশ্রম মানে "পেনাল সেটেলমেন্ট মনে রাখবেন।"

সুসেন এতগুলি প্রশ্ন করে যা উত্তর পেল তা বাস্তবিকই ভাবনার কথা। সুসেনের কাছে পূর্বদেশ এবং পশ্চিম দেশ বলে কিছুই ছিল না। তার কাছে সকল দেশই সমান। সুসেন ছিল পণ্ডিত লোক। অ্যাটিনের কথায় একটু চিন্তিত হল না। সে স্পস্ট করেই বললে পূর্ব পশ্চিম বলে কিছুই নেই মিস্টার অ্যাটিন! যে দেশ যতটুকু আর্থিক উন্নতি করেছে সে দেশই ততটুকু সুবিধা ভোগ করছে। সময় পেলে এসব কথা আপনাকে বুঝাবার চেষ্টা করব। অনেক বিরক্ত করলাম আজ এই পর্য্যন্তই ভাল। ঘটনার স্রোত যেমন করে চলছে তাতে মনে হয় এদেশে আমাদের কয়েক বৎসর একত্রেই বাস করতে

হবে। যুদ্ধ ক্রমেই যেন এদিকে এগিয়ে আস্‌ছে, কেমন আপনি কি বলেন ?

আমেরিকা জাপানকে সন্তুষ্ট করবার চেষ্টা করছে, যদি আমেরিকা ফেল করে তবেই যুদ্ধ পূর্বদেশে ছড়িয়ে পড়বে। আমেরিকা এবং জাপানের মধ্যে তখন শান্তির সল্লাপরামর্শ চলছিল।

দ্বিতীয় দিন বিকাল বেলা মটো এবং সুসেন পিনাং পৌঁছেই পুলিশ অফিসারের কাছে তাদের দুর্দ্দশার কথা বলল। পুলিশ অফিসার কিন্তু চীনা বেশধারী জাপানীকে গ্রেপ্তার করার বিশেষ আগ্রহ দেখালেন না। বৃটিশ পুলিশ অফিসার বার বারই বল্‌লেন "জাপানীরা এরূপ অন্যায় কাজ প্রশ্রয় কখনও দেয় না, এটা নিশ্চয়ই কোন চীনারই কাজ।

মটো, সুসেন, অ্যাফং এবং অ্যাটিন্‌ রাণীমেড্‌ হোটেলে স্থান নিয়ে সেদিনই বিকাল বেলা আমেরিকান বাণিজ্য প্রতিনিধির সংগে সাক্ষাৎ করে সকল বিষয় জানল। আমেরিকান্‌ বাণিজ্য প্রতিনিধি বল্‌লেন, এখন বৃটিশ জাপানীদের বিশেষ ঘাটাবে না, আপনারাই এখন থেকে জাপানীদের প্রতি লক্ষ্য রাখবেন। সিংগাপুর হতে সংবাদ এসেছে লালো নামীয় এক উচ্চপদস্থ আমেরিকান্‌ অফিসার এসেছেন, তিনি এদেশে এন্‌টি এমেরিকানদের প্রতি লক্ষ্য রাখেন। তিনি সত্বরই এখানে আসবেন। আপনারাও তাঁর সাহায্যের জন্য প্রস্তুত

হয়ে থাকুন। অবশ্য এটা বলা বড়ই শক্ত তিনি কি রকমের সাহায্য আপনাদের কাছে চাইবেন।

মটো এবং তার সাথীরা হোটেলে এসে সকলে মিলে সভা করে স্থির করল, মাঝিদের প্রাপ্য টাকা দিয়ে তাদের পুনরায় নিযুক্ত করতে হবে, এবং যখনই দরকার হবে তখনই তাদের কাজে লাগানো হবে। যে চীনা ছেলেটাকে উদ্ধার করা হয়েছে তাকে ও তার বাড়ীতে পৌছে দিতে হবে এবং সিংগাপুরে তারই বাড়িতে আড্ডা করতে হবে। সুসেন্ সকল বিষয়েই সায় দিচ্ছিল বটে কিন্তু সে অন্য ধরণের লোক, সে পিনাং দ্বীপটাকে তার রংগিন চোখেই দেখছিল এবং সেদিনও গভীর রাতে হোটেল হতে বের হয়ে গিয়ে মালয়দেয় "দেওয়না মানিস্" অর্থাৎ "ভবে পাগল হওয়া বরই সুখ" গান শুনে আসছিল।

জনসনের সিংগাপুরে আগমণ

জন্সন্ লণ্ডন হতে রওয়ানা হয়ে সাউথহামটন পৌছে সিংগাপুরগামী জাহাজে চড়ল। জাহাজের নাম টাল্মা। টাল্মা সোল হাজার টনের জাহাজ। বিস্কে সাগরে এই শ্রেণীর জাহাজ বেশ ওলট পালট খায়। ক্রমাগত পাঁচ দিন বিস্কে সাগরে টালমা জাহাজ ওল পালট খেয়ে জিব্রালটার পৌছল। জিব্রালটারের পর থেকেই ভূমধ্য সাগর। বিস্কে

সাগর হতে ঝড় তুফান খুবই কম। প্রায় যাত্রীই উঠে বসল। কয়েক দিনের মধ্যেই যাত্রীদের মধ্যে নব চেতনা ফিরে এল। আমোদ প্রমোদ আরম্ভ হল। অনেকে আত্মীয় স্বজনের কাছে বেতারে সংবাদ পাঠাল। অনেকে বেতার সংবাদ পেতেও থাকল। জনসন ও এক খানা বেতার সংবাদ পেল। বেতার সংবাদ পেয়ে জনসন্ কেঁপে উঠল, হয়ত তাতে দুঃসংবাদই থাকবে। চিন্তিত মনে জন্সন বেতার সংবাদ পড়ল। তাতে লিখা ছিল ঃ—

প্রিয় জন্সন্

লণ্ডনে এসে শুন্লাম তুমি সিংগাপুরের পথে—সুখের কথা, সেখানে তোমার সংগে আমার দেখা হবে।

তোমার প্রিয় বন্ধু "লালো"

লালোর নাম মনে হওয়া মাত্র জন্সন শিউরে উঠল। লালো চোর ডাকাত নয়, মাত্র একজন মামুলী লোক। পথ পরিষ্কার করে জীবিকা নির্বাহ করত। তার একটি বিশেষ গুণ ছিল। কারো অনিষ্ট করত না। কিন্তু যার পেছন লাগত তাকে মানুষ করে ছাড়ত। লালো একবার জন্সনের পেছনে লগেছিল। তাতে তার কোম্পানির অনেক টাকার ক্ষতি হয়। টড্ কোম্পানী লালোর ভয়ে নরহত্যা, এবং যত্র তত্র ভূয়া ব্যাংক স্থাপন বন্ধ করেছিল। অনেকগুলি সিনেমা

কোম্পানীর দরজা বন্ধ করেছিল। সেই সিনেমা ঘরগুলিতে নানারূপ বিভৎস ছবি দেখান হত। সিনেমা ঘরগুলি জনসনের নিজের থাকায় বেশ ধাক্কা সামলাতে হয়েছিল। আবার কি ভেবে লালো জন্‌সনের সংগে দেখা করতে যায় তাই হয়ে দাড়াল চিন্তানীয় বিষয়। জন্‌সন্‌ যতই লালোর কথা ভাবছিল ততই তার চিন্তা বেড়ে যাচ্ছিল। জনসনের খাওয়া শুয়া প্রায় বন্ধ হয়ে আসছিল।

সুয়েজ খাল পেরিয়ে আসার পর জন্‌সন্‌ দেখতে পেলে কতকগুলি যুদ্ধের জাহাজ প্রেক্‌টিস্‌ করছে, জন্‌সন ভাবলে হয়ত যুদ্ধ এদিকে এসে পড়েছে। জাহাজে যে কয় জন লোকের সংগে পরিচয় করেছিল প্রায়ই তাদের সংগে বসে বিয়ার খেত। যুদ্ধের জাহাজ দেখার পর তাদের সংগে যুদ্ধের কথা আলোচনা করতে আরম্ভ করল। এতেও তার সময় কাটত না, যখনই লালোর কথা মনে হত তখনই সে সকল কথা ভুলে গিয়ে শুধু লালোর কথাই ভাবত। বম্বে, কলোম্বো হয়ে জাহাজ সিংগাপুরের দিকে রওয়ানা হল। জন্‌সন্‌ একদিন ও জাহাজ ছেড়ে তীরে যায়নি, এত বড় দুটা বন্দর তার মনাকর্ষন করতে সক্ষম হয়নি। লালোর চিন্তায় তাকে পেয়ে বসেছিল, এমন কি মেনিয়াতে পরিণত হয়েছিল বললেও দোষ হয় না।

লালো ছিল আণ্ডার গ্রাজুয়েট ক্লাবের সভ্য। এদের দয়া মায়ার যেমনি অন্ত নেই তেমনি নরহত্যা করতেও

দ্বিধা বোধ করে না। তাদের কর্ত্তব্য পালন করাই হল এক মাত্র কর্তব্য কাজ। সেই ক্লাবের মেম্বর লালো সে তাকে অভ্যর্থনা করবে তা কি চিন্তণীয় বিষয় নয়? যে দিন জাহাজ সিংগাপুরে পৌঁছল সেদিন জন্‌সনের মুখ আরও শুকিয়ে গেল। অনেকে ভাবল হয়ত জন্‌সনের পাসপোর্টে কোনরূপ গণ্ডগোল আছে সেজন্যই জন্‌সন্ আধমরা হয়ে গেছে। কাস্টম অফিসার কিন্তু জনসনের পাসপোর্টএ সিলমোহর লাগিয়ে দিলে। জন্‌সন্ উঠে দাঁড়াল এবং সামনেই লালোকে দেখতে পেয়ে একেবারে সাদা হয়ে গেল। লালো জন্‌সনের অবস্থা দেখে দুঃখিত হল এবং কাছে এসে দুটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললে "কেমন আছ জনসন, এস তোমাকে নেবার জন্যই এসেছিলাম। হোটেল ঠিক করে রেখেছি।

জনসন একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে বললে "লালো আমার কাছে বেতারে সংবাদ পাঠাবার কারন কি? নিউইয়র্কে কি কিছু ঘটেছে?"

না হে জনসন্, নিউইয়র্কের কথা ভুলে যাও, তোমার ব্যবসায়ে ভাগ বসাবার জন্য আসিনি, তোমাদের বিরুদ্ধাচরণ করার ও কোন কারন নাই, বন্ধুর কাছে এসেছি মাত্র, এখন হোটেলে চল, সেখানে গিয়ে সকল কথা বলব;

এবার জন্‌সন কিছুটা আশ্বস্ত হল এবং উভয়ে রাফেলস্ হোটেলে গেল। রাফেলস্ হোটেলে পৌঁছে লালো জন্‌সন্‌কে

বললে "ভয় নাই জন্‌সন্‌ আমাদের কাজকর্ম্ম শুধু স্বদেশেই আবদ্ধ থাকে, যখনই আমাদের দলের লোককে বিদেশে দেখবে তখনই ভাববে কোনও সরকারী কাজে আমরা বিদেশে এসেছি। সরকারী কাজটি কি তা আমি তোমাব কাছে হোটেলে গিয়েই বলব। তোমার কর্তব্য হবে আমাকে তোমার চাকর বলে পরিচয় দেওয়া এবং আমার কর্তব্য তোমাকে আমার প্রভূ বলে আত্মশ্লাঘা করা, হোটেলে বলে রেখেছি আমি তোমার পারসনেল বয়. এখনই তুমি হোটেলে বয়কে ডেকে জানিয়ে দাও আমার প্রতি যেন তোমার মতই ব্যবহার কবে।

জন্‌সন তৎক্ষণাৎ হোটেল বয়কে ডাকল এবং বলল "শুনতে পেয়েছি তোমরা আমার বয়কে অভদ্র ব্যবহার কবেছ, এখন থেকে তাকে পাসেনজার গন্য কবে উপযুক্ত ব্যবহার করবে। দেশে এই লোকটি বয়েব কাজই করে কিন্তু তোমাদের রোজান ভাড়া দেওয়া স্বত্বেও তোমরা তার প্রতি অন্যায় ব্যবহার করেছ এসব পূর্ব দেশেই শোভা পায়, এখন থেকে যেন আমার কথার খিলাপ না হয়। লালোর দিকে তাকিয়ে বললে তোমার ও ভুল হয়েছে, আমার বয় বলে পরিচয় না দিলেই হত। বিদেশে তুমি আমারই মত আমেরিকান্‌ এ কথাটা মনে রেখে চলতে হবে।

হোটেল বয় চলে গেলে জন্‌সন্‌ লালোকে বললে স্নান

করে পেট ভরে খাব তারপর শুইব। কতক্ষণ শুইব তা জানিনা। গত ছাব্বিশ দিন তেমার ভরে খেতে এবং ঘুমাতে সক্ষম হইনি আজ নিশ্চিন্ত মনে শুইতে পারব। এই বলেই জনসন স্নানাগারে গেল ত্রবং আরামে স্নান করে পেট ভরে খেয়ে শুয়ে থাফল। জন্‌সন সে রাত্রে আর উঠল না, পরের দিন সকলে ঘুম থেকে উঠেই দেখল লালো তার জন্য এক পেয়ালা কাফি রেখে দিয়েছে। বিনাবাক্যব্যয়ে কাফির পেয়ালা নিঃশেস করে জন্‌সন্ বললে "লালো এখন বল তুমি আমার সংবাদ কোথা হতে পেলে।"

লালো বললে হঠাৎ একদিন আমাদের দলের কর্তা ডেকে পাঠালেন এবং বললেন আমি যেন তাড়াতাড়ি করে সিংগাপুরে পৌঁছি এবং তোমাকে নেবার জন্য জাহাজ ঘাটে উপস্থিত থাকি। তেমার খবরাখবর আমাদের দলের লোক পূর্বেই সংগ্রহ করেছিল। তোমার টড্ কোম্পানী এখন তার এক পয়সার মালিকও নয় এখন টড্ কোম্পাণীর মালিক তুমি। দুষ্ট টড্ এতদিন আমেরিকাতে থেকেও আমেরিকার বিরুদ্ধাচরণ করছিল। সে একজন জার্মান গুপ্তচর ছিল। সুখের বিষয় তার গুপ্তচর বৃত্তি প্রকাশ পাবার পূর্বেই কতকগুলি সর্তে সে তোমাকে টড কোম্পানির মালিকানা ছেড়ে দিয়েছে।

নিউইয়র্ক হতে রওয়ানা হবার পূবে' তোমার বন্ধু বান্ধবদের

সংগে পরিচয় হয়েছিল। টড্ কোম্পাণীর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর হয়েছে একজন হিন্দু। তাকেই কি সর্তাধীনে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর করেছে। লণ্ডনে আলীরাজার সংগেও সাক্ষাৎ হয়েছে সে সত্বরই নিউইয়র্কে ফিরে যাবে এবং আমেবিকান্ পল্টনে ভর্তি হয়ে যাতে আমেরিকার নাগরীক হতে পারে তার চেষ্টা বরবে। লণ্ডণ থেকেই আমি এখানে এসেছি। এখানে আসার পর আমাদের ক্যানাসন্সোর সংগে আমার যদিও দেখা হয়নি তবুও জানতে, পেরেছি তিনি আজ কাল বসে থাকেন না। তাঁর কার্য্যতৎপরতা দেখবার জন্য রাফেল হোটেলের পাশ দিয়ে অন্তত দশবার আসা যাওয়া করেন। এসব কিন্তু আমার ভাল লাগে না নিজের কাজ করব অপরকে দেখতে যাব কেন ?

জনসন বললে তোমরা হলে সাপের জাত, বাঁশি না বাজালেই দংশন করতে এগিয়ে যাও। তোমাদের কি বিশ্বাস করতে আছে? না খেয়ে না শুয়ে এমন দেশসেবা করার ফুরসত কারো নাই।

এসব কথা এখন ভূলে যাও, এদেশে তুমি আমি একই জিনিষ আমাদের কর্মসূত্র একই সুতায় গাথা ; এখন থেকে আমাদের স্বার্থের কথা সকলের পক্ষে সমান ভাবেই চিন্তা করা ভাল হবে। কাজে নামবার পূর্বে একবার আমাদের কন্সালের সংগে দেখা করলে হয় না ?

শোন লালো তোমার আদেশ আমার শিরোধার্য, কিন্তু তুমি জাননা এদেশে আমেরিকান্ কন্সালের কত প্রাধান্য। তার সংগে আমাদের মত মামুলী লোকের দেখা করা অন্যায়। তবে একটা কাজ করতে পার, ফোনে বলে দাও, তাঁর ভয়ের কোন কারণ নেই।

লালো বল্লে এদেশের ফোনে কথা বলা আমার অভ্যাস নাই, তুমিই চেষ্টা কর।

জন্সন্ ফোন উঠাল, ডায়েলের নম্বর ঘুড়িয়ে ছেড়ে দিল। তারপর রিসিভারে শুন্‌ল স্ত্রী কণ্ঠে বলছে, হ্যালো এটা এমেরিকান্ কন্সালের বাড়ি, কাকে চাই ?

মিস্টার হেণ্ডারসন্ আছেন ?

না স্যার, তিনি এই মাত্র রাফেলস্ হোটেলের দিকে গেছেন।

ভাল কথা বলেই জন্সন রিসিভার নামিয়ে রেখে দিল।

মিনিটের মধ্যে আমেরিকান্ কন্সাল দরজা ঠেলে জন্সনের রুমে প্রবেশ করেই জিজ্ঞাসা করলেন 'লালো কে' ?

আমারই নাম স্যার বলে লালো উঠে দাড়াল এবং আমেরিকান্ ধরণে বিনয় দেখিয়ে বল্লে "আদেশ হুজুর ?"

আমার আদেশ নয় তোমার আদেশ কি বল ?

আমার আদেশ কিছুই নেই, প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালীত হচ্ছে কি-না তাই দেখতে

এসেছি মাত্র। তুমি হলে প্রেসিডেন্টের প্রতিনিধি। তোমার আদেশ আমার শিরোধার্য। শুন্‌লাম আমার আসার পর থেকেই তোমার কার্য তৎপরতা বেড়ে গেছে। সেরূপ কিছু না দেখালেও চলবে। তেমার কাজ তুমি কর, আমার কাজ আমি করব। আমার কাজ হ'ল মটোকে খুজে বের করা এবং এই যে লোকটি দেখছ, এর নাম হল জন্‌সন, সে এখানে প্রস্‌পেক্‌টিং করতে আসছে। আমি তার কাজে সহায়তা করব এবং দূর থেকে দেখব জাপানীরা এখানে কত বড় জাল ফেলেছে। তুমিও এ সম্বন্ধে ওয়াশিংটনে রিপোর্ট পাঠাবে আমিও পাঠাব। যতটুকু পারি তোমার কাজে সাহায্য করব এবং আমার কাজে যতটুকু পার তুমি সাহায্য করবে। যদি পার তবে একজন বিশ্বস্ত চীনা আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিও, আমরা তাকে মামুলী একটা কাজ দিয়ে সংগে রেখে দেব, আসলে সে হবে আমাদের গাইড। এখানে ঘরে বসে থাকা সম্ভব হবেনা। সমস্ত মালয় দেশটা দেখার পর আমরা যাব শ্যাম দেশে সেখানে ও কিছুটা দেখা শুনা করতে হবে। সময় বড়ই অল্প, যুদ্ধটা যেন আমাদের দিকে ক্রমেই এগিয়ে আসছে।

কন্‌সল জেনারেল বললেন্ তুমি সে কথা আমার চেয়ে বেশি জান লালো। এখন যদি আদেশ পাই তবে বিদায় হতে পারি বলেই কন্‌সাল চেয়ার ছেড়ে উঠলেন।

লালো বললে "গুড্‌বাই বস্‌"।

বড়ই সুন্দর আদব কায়দা। একে অন্যকে প্রভূ বলে স্বীকার করেছে অথচ আমেরিকার বাইরের লোক শুধু জর্জ ওয়াশিংটন লিখিত আমেরিকান্‌ কন্‌ষ্টিটিউসন্‌ পড়েই ডিমোক্রেসীর পীঠভূমি বলে আমেরিকাকে ধন্যবাদ দিচ্ছে। ভেতরের সংবাদ কয় জন রাখে?

কন্‌সাল জেনারেল চলে গেলেন। জন্‌সন তখন ও ভগ্নস্বাস্থ্য ফিরে পায়নি। কয়েক দিন বিশ্রাম করবে ঠিক করল। সিংগাপুরে বিশ্রাম করাটাও মহাকষ্টকর কাজ। ঘরের ভেতর ভয়ানক গরম, বাইরে গরম, গরম সর্ব্বত্র। সে ঠিক করল একখানা মোটর বোট ভাড়া করে সমুদ্রে বেড়াতে যাবে। লালো সহজে বিপদেআপদে পা দিতে চায় না, সমুদ্র ভ্রমন ভাল লাগল না। জনসন্‌কে বললে, "যদি সমুদ্র প্রমনই তোমার ইচ্ছা থাকে তবে যে সকল সরকারী ফেরিবোট সমুদ্র তীরে আসা যাওয়া করে তারই একটাতে উঠে বসা যাক, বেশ হাওয়া খাওয়া যাবে। জনসন তা পছন্দ করল না। সে বল্‌লে চল আমরা হোটেলের মোটরে করে সিংগাপুর দ্বীপটা বেড়িয়ে আসি।

এবার লালো বললে "যে পর্য্যন্ত চীনা বয় না আসছে আমরা হোটেলে না হয় হোটেলের আশে পাশেই থাকব। হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে আসর গরম।"

তুমি কি করে বুঝলে ?

লালো তামিল কেরানীদের দেখিয়ে বললে ঐ দেখ এরা কথা বলছে না; যাদের অভ্যাসই হল চেচিয়ে কথা বলা তাদের মুখ বন্ধ কেন ?

এসব কথা তুমি কাহার কাছ থেকে শুনেছ লালো ?

শোন জনসন্, জীবন ভোর বই ঘাটাঘাটি করেই কাটিয়েছি, ভেবনা পথ পরিস্কার করে আমার এত বয়স হয়েছে। অনেক কিছু জানবার পর আজ তোমার মত লোক ও আমাকে ভয় করে। এখন নিজের বাহাদুরীর কথা বলে লাভ নেই, বিপদে পড়াটা খুবই স্বাভাবিক। মটো কোথায় গেল এখনও সংবাদ পাইনি। তাকেও খুজে বের করতে হবে। এখন তোমাতে এবং মটোতে কমপিটিসন্ করলে চলবে না। মুখে মুখে তোমরা শত্রুতা দেখাবে কাজে তোমরা উভয়েই আমাকে সাহায্য করবে। এখন চল একটু বেড়িয়ে আসি।

পথে বের হয়ে লালো বললে "এ দেশটা হল বৃটিশ কলনী এখানে অস্ট্রেলিয়ান্, নিউজিলেণ্ডার এবং অন্যান্য নানা জাতের শ্বেতকায় বাস করে, তুমি লক্ষ্য করে দেখতে পাবে এদের মধ্যে কেউ নেটিভদের মধ্যে মেলালেশা করে না। আমার মনে হয় আমরা যদি এখানে তোমাদের কোম্পানীর নাম করে অনেকগুলি লোক নিযুক্ত করি তবে ক্ষতি হবেনা বরং লাভ হবে।

জন্‌সন বললে, এদের কি কাজ দেবে ?

এদের কি কাজ দেওয়া যায় তাই ভাবছি।

শোন লালো তুমি হলে প্রথম নম্বরের একজন অর্‌গেনাইজার, তুমি যদি ইচ্ছা কর তবে এদেশে এন্‌টি জাপানী সিক্রেট সোসাসাইটি গড়ে তুলতে পার। ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় না, সে কথা তুমি নিশ্চয়ই জান ?

সবই জানি তবে সময় সাপেক্ষ।

সান্ধ্য ভ্রমন সমাপ্ত করে লালো হোটেলে ফিরে এল এবং মস্তবড় একখানা বইএর পাতা উল্টাবার পর "বললে চীনারা কাফি প্রস্তুত করতে জানে না। একটি চীনা বয়কে ডাকত জন্‌সন্।

বেল টিপা মাত্র একটি চীনা বয় আসল এবং আদেশের অপেক্ষায় থাকল। চীনা বয়টিকে দেখা মাত্র লালোর সন্দেহ হল। যে ভাবে বয়টি দাঁড়িয়েছিল এবং তার দৃষ্টি ভংগি যে প্রকারের ছিল তাতে সাধারণ লোকেরেও তার প্রতি সন্দেহ হ'ত।

লালো চীনা বয়এর দিকে একটু তাকিয়েই বললে "তোমার দেশ ফরমোসা নয় কি ?

বয় বললে না-না ; কে বললে আমি ফরমোসা হতেএসেছি আমি হোকেন্, আমার আমার দেশ ফুকিন্।

তুমি যে দেশ থেকেই এসে থাক তাতে আমার ক্ষতি

বৃদ্ধি হবে না, একবার সর্দার খানসামাকে ডেকে এন ত ?
বয় চলে গেলে, লালো একটু হাসল এবং বুঝল লোকটা সত্যিই ফারমোসার লোক এবং জাপানের অনুচর।

সর্দার খানসামা আসার পর, লালো বললে," শোন সর্দার আমার প্রভূ জনসন তোমাদের কাফি মোটেই পছন্দ করছে না, তোমরা বোধ হয় চীনাদের তৈরী কাফি কিনে আন, এখন থেকে আমেরিকান্ কাফি আনবে অথবা সাংহাই হতে পেকেটে করে যে কাফি আসে তাই কিনবে, আমরা এখানে আরও কয়েক সপ্তাহ থাকব, সেজন্যই কথাটা উত্থাপন করলাম।

সর্দার খানসামা চলে গেলে লালো পুণরায় বয়কে ডাক্‌ল এবং আদর করে কাছে বসিয়ে বললে, "শোন বয়, আমার প্রভুর চরিত্র বড়ই খারাপ, প্রত্যহ একটি করে মেয়েলোক তার চাইই, তুমি সে বিষয়ে আমাকে সাহায্য করতে পারবে ?

নিশ্চয়ই স্যার।

লালো বলে, "আমার প্রভূ ফরমোসাতে অনেক বৎসর ছিলেন, তিনি সে স্থানের ভাষা বেশ ভাল করেই অবগত আছেন, কথাটা কারো কাছে বলবেন না, বিষয়টা ভাল করেই বুঝতে পেরেছ, বলেই লালো একটি সাংকেতিক শব্দ উচ্চারণ করল। বয় তৎক্ষণাৎ তার প্রতিশব্দ উচ্চাবণ করল এবং জাপাণী প্রথায় লালোকে নমস্কার করল। ঠিক হল জনসন পিনাং

হতে ফিরে আসার পর থেকে ফারমোসাবাসী চীনা স্ত্রীলোক আসবে এবং সেই স্ত্রীলোকটিই হবে জাপানী অনুচর।

ফরমোসা হতে যতগুলি জাপানী অনুচর সিংগাপুর এবং পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে ছিল তাদের প্রত্যেকেরই চরিত্র দোষ ছিল। পরের খেয়ে নিজের দেশের এবং নিজের জাতের যারা সর্বনাশ করে, তাদের চরিত্র দোষ থাকেই। এই সতসিদ্ধ নিয়মটি কেউ এড়াতে পারেনা। অনেক বিপ্লবী দায়ে ঠেকে অনেক অন্যায় কাজ করেছেন শুনা যায়, সেজন্য তাঁরা ভবিষ্যতে লজ্জিত এবং অনুতপ্ত হন, কিন্তু দেশদ্রোহীরা একবার যা অভ্যাস করে সহজে তা পরিত্যাগ করতে পারে না!

লালো এবং জন্‌সন যখন কাফি খাচ্ছিল তখন ফোনে কল্ আসল। জন্‌সন ফোন ধরল। ফোনে স্ত্রীকণ্ঠে বলছিল" "দয়া করে সংবাদটি বৃদ্ধকে দেবেন আপনি জন্‌সন-ত?"

হাঁ মেম্।

তবে লিখুন—" মটো পিনাং পৌছেছে এবং তাকে জানানো হয়েছে, যে পর্য্যন্ত বৃদ্ধ সেখানে না পৌছবেন, সে পর্য্যন্ত তাকে সেখানে থাকতে হবে। চীনা বয় এখন ও ঠিক হয় নি"

ললো কাছেই বসা ছিল। সংবাদটি শুনে একটু হাসল এবং জন্‌সনকে বল্‌ল, আমেরিকান্ কন্‌সাল সারাদিন পরিশ্রম করে যা না করতে পারেন তা আমরা ঘরে বসেই করতে পারি। চীনা বয় ও ঘরে বসেই ঠিক করা যাবে।

লালো টেলিফোনের গাইড বই খুলে একটি ঠিকানা বের করল তারপর ডায়েল ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করল "এটা কি তান্ কা অপিস ?

হ্যাঁ, স্যার কাকে চাই ?

আপনাদের মজুর ইউনিয়নের সেক্রেটারীকে চাই।

তিনি এখানে থাকেন না স্যার, দরকার হলে পাঠিয়ে দিতে পারি, আপনি কোথা হতে কথা বলছেন।

রাফেল হোটেল থেকে বলছি, আমি হলাম আমেরিকার টড় কোম্পানীর ম্যনেজার মিস্টার জনসন্, কতকগুলি ভাল মজুর চাই, সেজন্যই আপনাদের মজুর ইউনিয়নের সেক্রেটারীকে ডাকতে বাধ্য হয়েছি।

বেশ ভাল স্যার, কাল সকালে তাকে পাঠিয়ে দেব।

জ্যনসন লালোকে বললে মজুর ইউনিয়নের সেক্রেটারীরা সাধারণতই কমিউনিস্ট হয়, এদের থেকে দূরে থাকাই ভাল।

জন্সন তুমি কেন আমেরিকাতে অনেকেই পলিটিক্স বুঝতে পারেনা, এখন কমিউনিস্ট, নেসনেলিষ্ট বিচার করার সময় নয়, মনে হয় জাপানীরা সত্বরই কিছু করে বসবে, তখন ধনী চীনা, ইণ্ডিয়ান্ এবং বৃটিশরা জাপানীদের সংগে হাত মিলাবে, শুধু কমিউনিষ্টরাই শত্রতা করবে। আমাদের এখন কর্তব্য হবে কমিউনিস্টদের সংগে হাত মিলিয়ে চলা। তবে

বিবেচ্য বিষয় হল, এখনকার কমিউনিস্টরা পৃথিবীর সংবাদ রাখে কি রাখেনা তাই জান্‌তে হবে।

পরের দিন সকাল বেলা লাই নামীয় এক ভদ্রলোক আস্‌লেন এবং নিজকে তান কা কী কোম্পানীর মজুর ইউনিয়নের সম্পাদক বলে পরিচয় দিলেন।

লালো তাকে কাফির কাপ দিয়ে আপ্যায়ন করল এবং জিজ্ঞাসা করল কেমন আছেন মিস্টার লাই ?

বেশ ভাল। আপনার কি রকমের মজুর দরকার ?

বুদ্ধিজীবি।

এখানে বুদ্ধিজীবির সংখ্যা খুবই কম। স্থানীয় কমিউনিস্ট পাটির সভ্যেরা এখন ও জানেনা জার্মানী সোভিয়েট রুশিয়া সত্বরই আক্রমণ করবে ?

তাদের সংখ্যা কত হবে

এই দশ হতে বার।

তারা কি কাজ করে ?

প্রায়ই বেকার।

তাদের নাম ঠিকানা জানেন ?

জানি, তবে এখন দিতে পারব না।

এরা কি চাকরি করবে ?

নিশ্চয়ই।

মাসিক কত টাকা হলে এদের চলবে ?

এই সাট সত্তর ডলার।

সিংগাপুরী ডলার ত ?

হাঁ।

আচ্ছা আপনার ঠিকানা দিয়ে যান এবং এদের প্রত্যেকের ঠিকানা সংগ্রহ করে রাখবেন, আমরা সত্বরই পিনাং যাচ্ছি, সেখানে গিয়েই চিটি লিখিব, এবং পত্র পাওয়া মাত্র তাদের ঠিকানা অনুযায়ী নিযুক্তি পত্র পাঠাব। পিনাংএর কাছেই আমার একটা টিন মাইন খুলব, সেখানে জন পনের কেরাণীর দরকার হবে। আপনি এখানে থেকেই কিছু এলাউন্স পাবেন। শত খানেক ডলার হলে হবে ত ?

ধন্যবাদ আপনাকে, টাকাটা বই কিন্‌তেই খরচ হবে।

লালো দুশ ডলার লাইএর হাতে দিয়ে বললে এতে হবে ত ?

ধন্যবাদ। আর দরকার নেই। আমার নেম্ কার্ডে ঠিকানা আছে। এখন বিদায়। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে আমেরিকান্ কন্‌সালকে জানিয়ে লালো এবং জনসন্ সেদিনই রাত্রের গাড়িতে পিনাং চলে গেল।

জন্‌সনের সংগে মটোর সাক্ষ্যাৎ।

জন্‌সন্ সিংগাপুর পৌছেই মটোর সংগে দেখা করল এবং ঠিক হল, মরিসন এবং উড্ কোম্পানীর কাজ একই সংগে চলবে। জন্‌সন্ এবং লালো, মটো এবং সুসেনকে সামান্য

উপদেশ দিয়েই বুকিতমার্তাজাম্ চলে গেল এবং সেখানেই তাদের কাজের হেড কোয়টার হবে ঠিক করল।

মটো এবং সুসেন রানিমেড্ হোটেলেই প্রায় ছয় মাস কাটিয়ে দিল। এই ছয়টি মাস তারা শুধু অধ্যয়নেই ব্যস্ত ছিল। একদিন সকাল বেলা মটো আরাম করে কাফি খাচ্ছিল, পাশে বসে সুসেন সেদিনের পিনাং গেজেট সন্নিবিষ্ট চিত্তে পড়ছিল। এমনি সময় হোটেল বয় এক খানা পত্র মটোর হাতে দিল। পত্রখানা সিংগাপুর থেকে আমেরিকান্ কন্সাল মটোকে লিখছিলেন। তাতে লিখা ছিল ঃ—

প্রিয় মটো,

আপনার মা জাপানী এবং পিতা আমেরিকান্। আপনাদের মত লোক প্রায়ই প্র জাপানী এবং আমেরিকার সর্বনাশ করতে প্রয়াসী হয়, কিন্তু আপনার কার্য ভিন্ন ধরণের। মনে হয় আপনি প্র-জাপানী ত নয়ই বরং এন্‌টি জাপানী। আপনি যদি সত্যই এন্‌টি জাপানী হন তবে সংগের ফর্ম দস্তখত করে পাঠাবেন, আপনাকে আমেরিকার সৈন্য দলে ভর্তি করা হবে। অবশ্য এটাও জেনে রাখবেন, আপনাকে স্বদেশে ফিরে যেতে হবে না, এখানেই আপনি যে কাজে নিযুক্ত আছেন সেই কাজই করবেন। বিপদে আপদে আপনকে আমরা আমেরিকার সাধারণ সেপাই বলেই গন্য করব। যদি আপদি সংগের

ফর্মে দস্তখত করে পাঠান তবে আগামী মাসের প্রথম ভাগে মাত্র তিন দিনের জন্য কুচ-কাওয়াজ করতে হবে এবং সেজন্য আমেরিকান্ প্রজাদের জন্য পিনাং-এ শিক্ষা কেন্দ্র খোলা হবে।

আপনার একান্ত বিশ্বস্ত
"আমেরিকান—কন্সাল"

মটো তৎক্ষণাৎ ফর্ম খানা পূর্ণ করে ডাকে ফেলবার জন্য নিজেই পোষ্ট অপিসে রওয়ানা হল। সে যখন পথে চলছিল তখন কতকগুলি ইণ্ডিয়ান্ তার দিকে লক্ষ্য করে নানারূপ কুবাক্য বলে নিজেদের ধন্য করছিল। মটো বুঝতে পারল না ইণ্ডিয়ানরা তার প্রতি এরূপ বিরূপ কেন? কোনরূপ দ্বিধা না করে সে ইণ্ডিয়ানদের কাছে জিজ্ঞাসা করল :—

—ভদ্র মহাশয়গণ আমাকে কেন আপনারা মন্দ বাক্য বলছেন?

—বলব না, নিশ্চয়ই বলব, জাপানীরা এসে তোদের শাস্তি দেবে, যুগ যুগান্তর ধরে তোরা আমাদের শুষে খাচ্ছিস্, এখন গাল দিচ্ছি, আর কয়েক দিন পরে ধরে মারব।

—জাপানী সাহায্যের জন্য কেন অপেক্ষা করছেন, আপনারাই আরম্ভ করুন না? পরের সাহায্য নিয়ে শত্রু নির্যাতন করলে ফল ভাল হয় না।

মটো যখন ইণ্ডিয়ানদের সংগে কথা বলছিল তখন কোথা হতে একটা চীনা এসেই মটোকে লক্ষ্য করে একটা ধারাল শলা নিক্ষেপ করল। শলাটা মটোর উপরে না পড়ে একজন ইণ্ডিয়ানের উপর পড়ল এবং সেই ইণ্ডিয়ানটা তৎক্ষণাৎ ভবলীলা সাংগ করল।

মটো ইণ্ডিয়ান্‌দের লক্ষ্য করে বললে এ লোকটা চীনা নয়, চীনা পোশাকে জাপানী। কিন্তু একজন ইণ্ডিয়ান প্রতিবাদ করে বললে, "না লোকটা চীনাই, আমি তাকে বেশ ভাল করে জানি।"

—মটো প্রতিবাদ করলনা, শুধু বলল, সে যাই হ'ক আপনাদের একজনকে হত্যা করেছে। আমাকে হত্যা করতে পারেনি।

পুলিশ আসল। মৃত ইণ্ডিয়ান এবং মটোকে নিয়ে পুলিশ ষ্টেশনে চলে গেল।

যে লোকটা মটোকে লক্ষ্য করে শলা নিক্ষেপ করছিল, অ্যাফং সেই লোকটাকে অনুসরণ করে চলছিল। হত্যাকারী পিনাং স্ট্রিট হতে বেড়িয়ে চীনাদের আড্ডাস্থল ম্যাকলিষ্টার স্টিটের একটি ক্লাবে গেল। ক্লাব বহু পুরাতন। ক্লাব বাড়ির সামনে পেছনে বড় বড় গাছ, দিনের বেলাতেই অন্ধকার মনে হয়। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকার আরও অন্ধকার মনে হয়। আফং অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে ক্লাবের কম্‌পাউণ্ডে প্রবেশ

করল। ক্লাব ঘরের সামনের দরজাটা ছিল উন্মুক্ত। খোলা দরজা পেয়ে অ্যাফং ক্লাব ঘরে প্রবেশ করল। সামনের রুমে কেউ ছিল না। চারিদিক চেয়ে দেখে অ্যাফং বুঝল, ক্লাবটা সাংহাই নগরীর চাপাই এরিয়ার চিয়াং পরিবারের পরিচালিত শাখা মাত্র। এখানে যদি কেউ তাকে ধরে ফেলে তবে তার ভয়ের কারণ নেই। সে এই শ্রেণীর ক্লাবের সভ্য।

অ্যাফং সামনের ঘরে কাহাকেও না পেয়ে পাশের ঘরের দিকে গিয়ে দেখল দুজন লোক আফিং খাচ্ছে। তাবা আফিং এর নেশায় নেশাক্ত ছিল। আফিংখোরদের রুমেব কাছেই আর একটা রুমে তিন জন লোক কথা বলছিল। তাদের সামনের টেবিলে নানারূপ খাদ্য ছিল। এক জন কিছুটা খাদ্য উঠিয়ে মুখে দিয়ে বললে" আমেরিকানটা মরেনি, মরেছে একটা ইণ্ডিয়ান্, সে যা হউক আমার প্রাপ্য টাকাটা দিয়ে দাও।" পাশের লোকটি বললে, এই মামুলী হত্যার জন্য তোমার প্রাপ্য মাত্র এক শত ডলার, পুনরায় যদি আর একটা ইণ্ডিয়ান্ অথবা মালয় কে মেরে ফেল তবে জরিমানা হবে সাত শত ডলার। আমি চাই আমেরিকান্দের মৃতদেহ। হত্যাকারী প্রাপ্য এক শত ডলার নিয়ে ঘর হতে বের হল। অ্যাফংও তাকে অনুসরণ করে সমুদ্রতীরের একটা সর্বসাধারণের জুয়া খেলার আড্ডায় প্রবেশ করল। হত্যাকারী লোকটা ঘরে প্রবেশ করেই একটি সিগারেট ধরিয়ে দশ ডলাররের নোট বাজি ধরল।

অ্যাফং এক শত ডলায় তার উল্টা দিকে দিল। তখন আরও অনেকের বাজি ধরার কথা। মিনিট পাঁচেক পর যখন অ্যাফং এর বিপরীত দিকে এক শত ডলার হয়ে গেল, তখন খেলার বাটি উঠানো হল। অ্যাফং এক শত ডলার দিয়ে তিন কোণের তিন শত ডলার পেয়ে গেল। মোট লাভ হল দুই শত ডলার। তারপরই অ্যাফং হাত গুঠিয়ে নিয়ে কখন বা এক ডলার কখন বা অর্দ্ধ ডলার দান ফেলতে থাকল। আধ ঘণ্টার মধ্যেই হত্যা-কারীর এক শত ডলায় শোধ হল। হত্যাকারী যখন জুয়ার আড্ডা হতে বের হল তখন অ্যাফং লোকটার পেছন থেকে ডেকে বল্‌লে "সম্মানিত মহাশয়ের ভোজন হয়েছে কি ?" হত্যাকারী পেছনে থেকে অ্যাফংকে দেখেই বল্‌লে "বুঝতে পেরেছি সম্মানিত মহাশয় আপনি আমার এক শত ডলার জিতেছেন মাত্র, কি যাই বলুন ;

—বলার মত কিছুই নেই, চলুন চায়ের দোকানে যাই, আপনার পয়সা দিয়ে আপনি সামান্য কাফি খেলে ভাল হবে। আমার নাম অ্যাফং, জাতে সংহই।

আমার বাম—তান্ ইয়ান্ মিন্।

শুনে সুখী হলাম, আপনাদের দেশ থেকেই আমাদের মহামান্য ডাক্তার স্যান্-ইয়াত-সেন এসেছিলেন, আপনারা বীর। বীরত্ব কি এক দিকে বিকশিত হয় ? চারিদিকে যাদের বীরত্ব তারাই প্রকৃত বীর। এতগুলি টাকা হাত থেকে চলে যাবার পরও যাদের ভয় হয় না তাদেরও বীর বলা হয়।

চায়ের দোকানে প্রবেশ করে অ্যাফং নানারূপ পিস্টকের অর্ডার দিয়ে নিজের পকেট হতে একটি সিগারেট বের করে তান-ইয়ান-মিনের হাতে দিল। তান-ইয়ান-মিন সিগারেট ধরিয়ে কি চিন্তা করতে আরম্ভ করল।

অ্যাফং তানের ভাবান্তর দেখে বললে, "সম্মানিত মহাশয় আপনি বোধহয় জানেন, আমাদের সাংহাই নগরী জাপানীরা আক্রমন করে অনেক লোক হত্যা করেছিল। আমার বংশে বাতি দিতে একটি লোকও নেই, আমাব সংগে সংগেই আমার পরিবারের শেষ। জেনারেল চেন্ আমাদের রক্ষা করতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু মার্শেল চিয়াংকাইসেক কোনরূপ সাহায্য করেন নি বলেই আজ আমার বংশে বাতি দেবার কেউ নেই।

তান্ নিম্নস্বরে বল্‌লে "আমরা সেই কেচিন্ "কই" মানে অসভ্য লোকটাকে দেখতে পারিনা।

তা হলে কি হয় সম্মানিত মহাশয় এই কোচিন্ ভূতটাই আমাদের উপর রাজত্ব করছে। এখানে তারই পরিচালিত কতকগুলি ক্লাব আছে, যেখান থেকে গোপনে বিদেশী লোককে হত্যা করার বন্দোবস্ত করা হয়। প্রত্যেকটি লোক হত্যা করার জন্য কুড়ি হাজার চীনা ডলার দেওয়া হয়। এখানকার ক্লাবের লোক কত পায় জানি না। শুনলাম গতকল্য এক জন লোক একটা আমেরিকান্‌কে হত্য করতে গিয়ে একজন

ইণ্ডিয়ান্‌কে খুন করেছে। সেজন্যও দশ হাজার সিংগাপুরী ডলার পাবে। হত্যাকারী কত পেল কে জানে। অথচ আমেরিকান্‌রাই হয়ত আমাদের সাহায্যার্থে একদিন এগিয়ে আসবে। আপনি বোধহয় কুংকে বেশ ভাল করে জানেন। কুংই হল এসব ক্লাবের মালিক। সেই বিদেশের চীনাদের মধ্যে ঝগড়ার সৃষ্টি করে, জাপানীদের সংগে ভাব করে এবং নিরীহ এবং নিরপরাধ বিদেশীদের হত্যা করায়। গতকাল যে আমেরিকানটি বেঁচে গেল তার হত্যার ব্যবস্থা জাপানীদের দ্বারাই হয়েছে।

সে কেমন মশায় ?

সে কথাও আপনি জানেনা, তবে শুনুন। কুং অথবা সুং পরিবার সদা সর্বদাই জাপানীদের পক্ষপাতী। ঠিক হয়েছে কুং পরিবার পীত নদীর দক্ষিণ দিকে রাজত্ব করবেন এবং উত্তর দিকে রাজত্ব করবে জাপানী। সর্ত হয়েছে কুং পরিবারের যতগুলি ক্লাব বিদেশে আছে তার ম্যানেজারগণ সর্বদাই বিদেশী হত্যায় সাহায্য করবে। এসব কথা আপনাদের মত সরল প্রকৃতির বীর পুরুষদের জানা না থাকরই কথা, কিন্তু আমিও যে চিকিয়ান্ সেজন্য কুং পরিবারের সকল কথা ভাল করেই জানি।

তান্ গলাটা পরিস্কার করে দুটা চীনা শব্দ উচ্চারণ করা মাত্র অ্যাফং আরও দুটা চীনা শব্দ বললে ; তান্ বুঝল সে যে দলের লোক অ্যাফংও সেই দলেরই লোক। তান্

অ্যাফংকে বলল "আমাদের এখানকার দলপতী এসব কথা মোটেই জানেন না, তিনি ত কুং পরিবারের ক্লাবগুলির এক জন বড়দরের পৃষ্টপোষক। চলুন তার সংগে কথা বলি।

অ্যাফং এবং তান্ তাদের দলপতির কাছে রওয়ানা হল। দলপতি সমুদ্র তীরের মস্তবড় একটা বাড়িতে থাকেন। বাড়ি দেখলেই মনে হয় একজন বড় লোক। তাঁর দরজার সামনে দুজন দ্বারওয়ান্ সামনে প্রকাণ্ড চত্তর, তারপর মস্তবড় দুতলা বিল্ডিং। বিল্ডিংএ অনেক লোক। সামনের নেম প্লেটে মস্তবড় কোম্পানীর নাম। ভেতরে একজন ইউরোপীয়ান্ এবং দুজন ভারতীয় কেরাণী কাজ করে।

তান্ এবং অ্যাফং ভারতীয় কেরাণীদ্বয়ের কাছে কুলিরূপে পরিচয় দিয়ে কর্তার সংগে দেখা করার অপেক্ষায় থাকল। কর্তা বেরিয়ে এসে তান্‌দের দেখা মাত্র তার চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার করে বললেন্ "ব্যাটা ঠগ., দেখো তো তার কীর্তি। তোদের বিশ্বাস করাও মহা অন্যায়। সংগে আর একটা বদ্‌মাসকে নিয়ে এসেছিস বেশ ভাল করেছিস্। তোদের পাথর তোরা ঘারে করে উঠিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হবে, চল ব্যটা ভেতরে।

তান্ এবং অ্যাফং ঘরের ভেতরে যাবার পর কর্তা তাদের একটা অন্ধকার রুমে নিয়ে বসালেন এবং বয়কে বলে নানারূপ ভাল প্রিপারেসনের চা আনতে আদেশ দিলেন। তান্ অ্যাফং

কে কর্তার সংগে পরিচয় করে দিয়ে অ্যাফংএর কাছ থেকে যা শুনেছিল, সবই বল্‌ল।

কর্তা বললে, গতকল্য অ্যাফং-কথিত সংবাদ আমি পেয়েছি এবং মালয় দেশের সর্বত্র শ্বেতকায়দের সংগে চীনাদের বন্ধুত্ব স্থাপনার্থে আদেশ দিয়েছি। তোমরা শুনে দুঃখিত হবে, আমেরিকার বিরুদ্ধে জাপান যুদ্ধ ঘোষনা না করেই যুদ্ধ আরম্ভ করেছে, সত্বরই বৃটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করবে। এখন অ্যাফং কথিত বিষয়ের চর্চ্চা না করাই ভাল কারণ এদিক দিয়ে আমাদের কাজ বন্ধ হয়েছে। আমাদের কি করতে হবে তার একটি গোপনীয় ইস্তাহার সত্বরই বের হবে, সেই ইস্তাহার অনুযায়ী কাজ করতে আমি সকলকেই অনুরোধ করি।

মাননীয় অ্যাফংএর কি টাকা পয়সার দরকার হবে?

মাননীয় দলপতি অ্যাফং দরিদ্র নয়, সে কারো দাম গ্রহণ করেনা, আপনার উপদেশ পেলেই বাধিত থাকবে।

আচ্ছা বিদায় বন্ধুগণ, যাবার সময় মাথা নত করে যাবেন, অন্যান্য লোক যেন বুঝতে পারে আপনারা আমার দ্বারা ভীষণ অত্যাচারীত হয়েছেন।

তাই হবে মাননীয় দলপতি।

অ্যাফং এবং তান্ পথে বের হবার পরই দেখলে চীনা, ইংলিশ, তামিল এবং মালয় ভাষায় সংবাদ পত্র বের হয়েছে, তাতে লিখা, "যুদ্ধ, যুদ্ধ যুদ্ধ।" অ্যাফং এক খানা পিনাং ছিল

গেজেট, এবং দুখানা চীনা সংবাদ পত্র কিনে নিলে। তান ক্লাবে যাবার সময় অ্যাফংকে জিজ্ঞাসা করল "আপনি আমাদের ক্লাবে যাবেন ?

নিশ্চয়ই যাব।

উভয়ে তানের ক্লাবে পৌঁছে দেখলে, লংকা কাণ্ড আরম্ভ হয়েছে। ক্লাবের মধ্যে শতে শতে লোক নানারূপ বাকবিতণ্ডা আরম্ভ করে দিয়েছে। অনেকেরই ধারনা জাপানীকে এদিকে ও আক্রমণ করবে। যদি জাপানীরা এদিক আক্রমণ করে তবে কি করে আত্মরক্ষা করতে হবে সে কথা কেউ বলছিল না, সকলেই পালাবার পথ খুজছিল।

ক্লাবে তান্ পৌছা মাত্র, সকলে তাকে ঘিরে ধরল এবং নানারূপ প্রশ্ন করতে আরম্ভ করল। তান্ চুপ করে থেকে অ্যাফংকে ইংগিত করে লেকচার দিতে বল্‌ল।

অ্যাফং লেকচার দেবার জন্য একটি চেয়ারের উপর দাঁড়িয়ে বললে "সম্মানিত মেম্বারগন, আপনারা যেরূপ ভাবে হই-হাল্লা আরম্ভ করেছেন, তাতে মনে হয় সত্বরই বৃটিশ পুলিশ আপনাদের আটক করে জেলে পাঠাবে। আপনারা শান্ত হউন। আমার কথা মতে চলুন দেখবেন বিপদ হতে সহজে রক্ষা পাবেন।"

জাপানীরা আমেরিকার হাওয়াই দ্বীপপুনজে অনেক ক্ষতি করেছে। এরা পূর্ব্বদিকে আর অগ্রসর হবে না এটা নিশ্চয়

কথা। এখন জাপানীদের গতি পশ্চিম দিকে। আপনারা নিশ্চিন্ত মনে কাজ করে যান এবং আগামী কল্যের মধ্যেই শুনবেন বৃটিশ জাপানীদের বিরুদ্ধে লড়াই ঘোষনা করবে। কিন্তু এখন যদি আপনারা জাপানীদের বিরুদ্ধে কিছু করেন তবেই সর্ব্বনাশ হবে।

সকলেই শান্ত হল এবং স্ব স্ব টেবিলের চারিদিকে গোল টেবিল বসিয়ে কে কি করবে তারই একটা ফিরিস্তি করতে আরম্ভ করল।

নতুন কংসী

বুকিতমার্তাজাম হতে প্রায় তিন মাইল দূরে রবর বাগিচার মধ্যে নূতন কংসী স্থাপন হয়েছে। নূতন কংসীতে মোট চারখানা ঘর। একটা ঘরে জ্যন্‌সন, লালো এবং আরও কয়টি চীনা ভদ্রলোক থাকে। দ্বিতীয় ঘরটাতে লোকের অভাব বলে কেউ থাকে না কিন্তু অনেকগুলি খাট এবং বিছানা পড়ে রয়েছিল। তৃতীয় ঘরটাতে মস্তবড় একটা অপিস করা হয়েছে। চতুর্থ ঘরটাতে কুলিরা থাকে। কুলীদের মধ্যে দুজন ভারতীয় কেরানী ও থাকত কিন্তু কয়েক দিন পূর্ব্বে এক মাসের মাইনে দিয়ে বিদায় করা হয়েয়ে, প্রকৃত পক্ষে এরা ছিল এন্‌টি-বৃটিশ এবং এন্‌টি এমেরিকান্।

অপিস খুলার পরই বার জন চীনা ভদ্রলোক কেরাণীর কাজ করার জন্য নূতন কংসীতে আসেন এবং লালোর সংগে সলা পরামর্শ করে তাদের নিজেদের ইচ্ছা মতে কাজ করতে আরম্ভ করেন। পিনাং হতে কতকগুলি যন্ত্রপাতি প্রস্‌পেক্‌টিং করার জন্য এসেছিল, সেগুলিকে যথাস্থানে রাখতেই প্রায় তিন মাস কেটে যায়। মালয় কুলিরা বন্‌জংগল কাটার কার্যে নিযুক্ত হয়েছিল। তাদের মধ্যেও অনেকে কর্মচ্যুত হয়েছিল এবং নূতন কংসী পরিত্যাগ করে অন্যত্র চলে গিয়েছিল। যারা রয়েছিল তারা সামান্য কাজ করে এখানে সেখানে বেড়াতে যেত।

অন্য দিকে দুই নম্বর কংসীতে দুজন মালয় কেরাণীর সাহায্যে মামুলী ধরণে প্রস্‌পেক্‌টিং কাজও চল্‌ছিল। এক দিন একজন মালয় কেরাণী জন্‌সনকে জানাল, "পাইপ নীচের দিকে যাচ্ছেনা, কতকগুলি পুরাতন ইট পাইপের মুখ বন্ধ করে আছে। জন্‌সন তার নক্‌সায় সেই স্থানটা ভাল করে চিহ্ন দিয়ে বল্‌ল, "যাও অন্যত্র গিয়ে পাইপ বসাও। দু দিন পরই মালয় কেরাণী ফিরে এসে জানাল এবার পাইপটা একেবারে আটকে গেছে। পাম্প দিলে মনে হয় যেন কোনও বিশেষ পাথরের উপর গিয়ে পড়েছে এবং লাফিয়ে উপরের দিকে চলে আস্‌ছে।

জন্‌সন মালয়দের বললে "আরও কাছে কাছে পাইপ বসাও, এবং যখনই এরূপ অবস্থায় গিয়ে পাইপ আটকে যাবে অথবা ঢং ঢং করবে তখনই পাইপ উঠিয়ে ফেলবে। কিন্তু

মনে রেখো পাইপ যেখানে আটকে যায় সেখানে কি পাওয়া যায় তা বলতে ভুল না হয়।

মালয় কেরাণী জন্‌সনকে সেলাম করে বিদায় নিল।

জন্‌সন্‌ এবং লালো তথাকথিত প্রস্‌পেকটিং কাজে ব্যস্ত ছিল কিন্তু তাদের লক্ষ্য ছিল জাপানীরা কি করে না করে তাই লক্ষ্য করা। জাপানীদের লক্ষ্য রাখার জন্য মালয় দেশের নানা স্থানে অনেকগুলি চীনাকে নিযুক্ত করা হয়েছিল। ঐ চীনারা এক স্থান হতে অন্য স্থানে গিয়ে ভারতীয় সাবান বিক্রি করত।

এক দিন এক জন চীনা মধ্য মালয়ের একটি মালয় গ্রামে সাবান বিক্রি করতে গিয়ে দেখতে পেলে পাশেই এক খানা জাপানী গ্রাম। গ্রামের জাপানীরা মালয় ভাষা মালয় আচার ব্যবহার সবই গ্রহণ করেছে। সাবান বিক্রেতা সাবান বিক্রি করার পর গ্রামের ইটিং হাউসে খেল এবং শুইবার জন্য জাপানী হোটেলে থাকা পছন্দ করে এক খানা রুম ভাড়া করল। রুমের ভাড়া মাত্র এক ডলার। রুমের বিছানা এবং অন্যান্য সরম্‌জাম দেখে সাবান বিক্রেতা আশ্চর্যান্বিত হল। সাবান বিক্রেতা শুয়ে থাকার মনস্থ করে ডিজ্‌ বাতিটা হাতে নিয়ে ফু দেবে এমনি সময় তার কানে চিৎকারের শব্দ গেল। সাবান বিক্রেতা ডিজ না নিবিয়ে উঠে বসল এবং হোটেলের মালিককে ডেকে জিজ্ঞাসা করল।

—এটা কিসের শব্দ ?

—কিছুই বুঝতে পারছিনা, তবে মনে হয় কোন মালয় অন্য কোন মালয়ের স্ত্রী চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে, নতুবা এত গভীর রাত্রে কে চিৎকার করবে ?

মালয়রা মুসলিম ধর্মাবলম্বি। সেখানে স্ত্রীলোকের আত্ম-সম্মান খুব কম। একের স্ত্রীকে অন্যে অপরহণ করলেও বেশি শাস্তি পেতে হয় না, সেজন্য স্ত্রীলোক চুরি প্রায়ই হয়ে থাকে। বিদেশীরা এসব মালয় স্ত্রীলোক অপহরণে বিশেষ গুরুত্ব দেয়না,, কিন্তু যদি কোন চীনা অথবা জাপানী স্ত্রীলোক কোন মালয় চুরি করতে যায় তবে চীনা জাপানী উভয়ে মিলে তার প্রতিবিধান করে। এবিষয়ে তারা সকল সময়ই এক মত এবং একই পথ অবলম্বন করে চলে।

চীনারা স্ত্রীলোক চুরিকে ঘৃণা করে এবং যারা এই ধরণের কাজ করে সেই শ্রেণীর লোককে গ্রাম হলে গ্রামের, সহর হলে সহরের সকলে মিলে জংলী শূকরকে যেমন করে নির্মম ভাবে হত্যা করা হয় তেমনি ভাবে হত্যা করে। মেয়েলোক চোরকে কবর দেওয়া হয় না। তার মাংস টুকরা টুকরা করে কেটে কুকুর, বড় বড় সাপ এবং মুরগকে খাওয়ানো হয়। এবং পরে সেই শূকর, সাপ এবং মুরগকে হত্যা করে সকলে মিলে তার মাংস ভক্ষণ করে। এই ধরণে যে দেশে মেয়েলোক চোরের শাসন এবং প্রতিশোধ নেওয়া হয়, সেই দেশের লোক স্ত্রীলোকের প্রতি পাশবিক অত্যাচার সহ্য করতে পারেনা।

জাপানীরা আরও কঠোর। জাপানে স্ত্রীলোক চুরি করে নিয়ে গেছে,ফুস্‌লিয়ে নিয়য় গেছে, পালিয়ে গেছে, এই ধরণের শব্দ প্রচলিত নাই। প্রবাদ রয়েছে, চীনা তুর্কীস্থান হতে কতকগুলি লোক জাপানে এসে স্ত্রীলোকদের প্রতি অন্যায় করত এবং লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা করত। কিন্তু যখন তারা শুনল জাপানের কঠোরতা কতখানি তারা আপনি তাদের চরিত্র পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছিল।

চীনা ভদ্রলোক, জ্ঞাতি শত্রু জাপানীরা ঘরে এসেও স্ত্রীলোকের চীৎকার শুনে সবই ভুলে গেল। স্ত্রীলোকটিকে উদ্ধার করাই হয়ে গেল তার মুখ্য কর্ম। জাপানীরা তার পাশে এসে দাড়াল এবং স্ত্রীলোকটিকে কোন পথে গুণ্ডারা নিয়ে যায় সে দিকে লক্ষ্য রাখল। অনেকক্ষণ পর একজন জাপানী জিজ্ঞাসা করল "এই সাথী তোমার নাম কি?" তান সহজ ভাষায় বল্‌লে আমার নাম তান্‌।

তান শব্দটি শোনামাত্র জাপানীদের মধ্যে কানাঘুষা হতে লাগল, এই কি সেই তান? মালয়দেশে তান এবং তানতিয়ার নাম প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। তান ছিল চীন দেশের কমিউনিস্টদের সর্দার এবং তানতিয়া ছিল ভারতীয় উগ্রপন্থীদের নায়ক। উভয়ের লক্ষ্য এক। মালয়দেশে সোভিয়েট স্থাপন না করে ছাড়বে না। তান্‌ সহজেই আত্মগোপন করতে পারত

কিন্তু তানতিয়া পারত না। সে জাতে ছিল ভারতের দাক্ষিণাত্যের মালয়লম। তবে তামিল ভাষা অনর্গল বলতে পারত এবং সারাদিন রোদে থেকে অনেকটা কালো হয়েছিল। কখন রংও মাখত। তান চীনা কুলিদের মধ্যে নবচেতনা আনতে সক্ষম হয়েছিল।

তান জাপানীদের কানাঘুষা করতে দেখে বললে "এখন স্ত্রীলোকটাকে উদ্ধার করার চেষ্টা কর। আমি কে এবং আমার কাজই কি তার গবেষণা করা তোমাদের কর্তব্য নয়। যদি জাপানী হও তবে আমার সংগে চল ঐ দেখ গুণ্ডারা স্ত্রীলোকটিকে নিয়ে যাচ্ছে। মাত্র একজন জাপানী তানের অনুসরণ করল। গুণ্ডাদের কাবু করতে বেশিক্ষণ লাগল না। জাপানী লোকটিই চারজন মালয়কে ধরাশায়ী করল এবং তান মালয় স্ত্রীলোকটিকে উদ্ধার করল।

মালয় স্ত্রীলোকটি যুবতী। বিয়ে হয়েছে বলে মনে হল না। কম কথা বলে এবং যা বলে তাতে অবান্তর মোটেই থাকেনা। নাম মাতাপূতা। মাতাপূতা নামটি বড়ই খারাপ। অর্থ হ'ল "অন্ধ"। মাতাপূতার চোখ দুটি বড়ই সুন্দর এবং চোখে কোনরূপ দোষ ছিলনা। পরের দিন সকাল বেলা যুবতীকে নিয়ে তান নূতন কংসীতে এনে মজুর গৃহ উপস্থিত হল এবং সকলকে বললে এই যুবতীর সাহায্যে অনেক কাজ সহজে সাধ্য হবে।

মাতাপৃতা ভেবেছিল চীনা লোকটা তাকে বিয়ে করবে। যখনই কোন মালয় স্ত্রীলোককে দস্যুর হাত হতে কেহ উদ্ধার করে তখনই সেই স্ত্রীলোককে তার বিয়ে করবার অধিকারী হয়। তান্ মাতাপৃতাকে বিয়ে করল না এবং অন্যত্র যেতেও দিলনা, শুধু বল্‌ল "তোমাকে আমার বিয়ে করবার অধিকার আছে কিন্তু তা করব না। তোমাকে কাজ করতে হবে এবং কাজের জন্য উপযুক্ত মাইনে পাবে, কিন্তু মনে রেখো এখানে কোনরূপ অন্যায়ের প্রশ্রয় দেওয়া হয় না।

মাতাপৃতা খারাপটাই ভেবেছিল কিন্তু যখন দেখল এখানে অপবিত্র কিছুই নেই, সবাই স্ব স্ব কাজে ব্যস্ত তখন তার মনেও বেশ দাগ কাটল। প্রত্যেক দিন সকালে এবং বিকালে এক জন চীনা ভদ্রলোক আসতেন এবং মাতাপৃতাকে নানা বিষয়ে যেমন শিক্ষা দিতেন তেমনি মালয় দেশের যাতে উন্নতি হয়, মালয় দেশ যাতে সত্যিকারের স্বাধীনতা পায় সেকথাও বলতেন। মাতাপৃতা দেখলে যে সত্যিই সে অন্ধ ছিল। চোখ থাকতেও লোক অন্ধ হয় সে তা জানত না, এখন সে জানল চোখ থেকেও অনেকে অন্ধ। তার মন দেশ সেবায় এগিয়ে এল কিন্তু কোন দিকে কি কাজ করবে সে কিছুই ভেবে পেল না। জন্‌সন এবং লালোর সংগে লাতাপৃতার প্রায়ই দেখা হত কিন্তু ভাষার অভাবে সে কিছুই বলতে পারত না।

মাসের পর মাস যাচ্ছে, মাতাপৃতা পৃথিবীর অনেক কিছু

জেনে নিয়েছে। তান্‌তিয়া তার ঘরে প্রবেশ করে মাতাপূতাকে বললে, জাপানীরা হয়ত মালয় দেশ আক্রমণ করবে তখন তার কর্তব্য কি হবে। মাতাপূতা তানতিয়াকে চিনতনা, তবে নাম শুনেছিল।

মাতাপূতা নবাগতকে জিজ্ঞাসা করল "তোমার নাম কি?"

আমার নাম ধরে নাও না কিছু।

তা হবে না নবগত ভদ্রলোক, প্রথম তোমার পরিচয় তারপর কথা।

যদি বলি তানতিয়া?

তোমাকে প্রমাণ করতে হবে তুমিই তানতিয়া, শুনেছি তানতিয়ার সংগে সর্বদাই অস্ত্র থাকে, তোমার অস্ত্র কোথায়? ধরে নিলাম তুমিই তানতিয়া, কিন্তু নূতন কংসীর কেউ কি তোমাকে চেনে?

তানতিয়া হার মানল এবং বললে তান্ এখন কোথায় বলতে পার?

মাতাপূতা বললে, এসব সংবাদ আমার কাছ থেকে পাবেনা, পাশের কংসীতে অনেক লোক আছে তাদের কাছে যাও, তারাই তোমার সকল কথার জবাব দিতে সক্ষম হবে। আমার নাম তুমি কার কাছে শুনেছ?

হাঁ সেকথাই বল, তুমি এখন অনেক স্থানে পরিচিত। চীনাদের চায়ের দোকানে, মালয়দের মসজিদে, ইণ্ডিয়ানদের

তাড়ির দোকানে, তুমি সর্বত্র পরিচিত। তুমি মাতাহারীর স্থান নিয়েছ। মাতাহারী ছিল গোয়েন্দা আর তুমি হলে দেশ-প্রিয়া। মনে রেখো জাপান যেমন আমাদের মিত্র নয়, আমেরিকা অথবা বৃটেন ও তেমনি আমাদের মিত্র নয়। আমাদের অনেক ধৈর্য্য ধরে থাকতে হবে। ভেবনা এই খেলা এক বৎসর অথবা দশ বৎসরে শেষ হবে। হয়ত কুড়ি বৎসর লাগবে। তখন হবে তুমি বুড়ি আর আমরা যাব মাটীর নীচে।

তানতিয়া চলে গেলে মানাপূতা ভাবলে তার নাম সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। কেন এবং কি জন্যই বা তা হল? পুনরায় ভাবলে অন্তত কুড়ি বৎসর লগবে মালয় দেশের প্রকৃত স্বাধীনতা আনতে, কেন কুড়ি বৎসর লাগবে, এর পূর্বে কি আমাদের দেশ স্বাধীন হবেনা? নিশ্চয় হবে, আমি সেজন্য কাজ আরম্ভ করব। তান্ আমাকে যা বুঝিয়ে দিয়েছে তাই যথেষ্ট। কিন্তু কি কাজ করতে হবে মাতাপূতা ভেবে পেল না।

নূতন কংসীতে এখন প্রায়ই লোক আসে। চীনা, মালয় ইণ্ডিয়ান, ইউরোপীয়ান, সবাই চায় চাকরী। প্রায় লোকেরই কাজ হয়। মাইনে খুব কম। এক শত ডলারে চারটা লোক নিযুক্ত করা হয়। যারা চাকরি পায় তারা ভাবে অন্তত দুবেলা অন্নের সংস্থান হল। যারা চাকরি পায় না তারা ভাবে তাদের ভাগ্যের দোষে চাকরি হল না। বেকারের দল শহরে গিয়ে

ভিড় করত। কখন জাপানীরা মালয় দেশ জয় কববে সেই আনন্দে থাকত। হংকংএর পতন হয়েছে, এবার জাপানীরা হয়ত মালয় দেশ আক্রমণ করতে পারে। শ্যামরা ও বৃটিশের বিরুদ্ধাচরণ করছে, অনেকে অনশনে অর্ধানশনে থেকে সেই সুদিনের অপেক্ষা করছে।

পিনাং হতে মটো, সুসেন, আফাং এবং আটিন নূতন কংসীতে এসেছে। সিংগাপুরে চিয়াং লুং ছিল সেও এসে নূতন কংসিতে যোগ দিল। সকলের মুখেই এক কথা কি করে প্রাণ বাঁচানো যায়। চিয়াংলু প্রাণ বাঁচাবার মত বন্দোবস্ত করে এসেছিল। সিংগাপুরের উত্তরেই জহোরের সুলতানের দেশ। জহোরে বড় বড় ফরেষ্ট রয়েছে। তাতে হাজার হাজার লোক নিরাপদে বন্যজীবের সংগে বসবাস করতে পারে। চিয়াংলু সেখানেই তার মা-বাপ এবং কয়েক জন চীনা চাকরকে পাঠিয়ে দিয়েছিল। সিংগাপুরের বাড়িটার নীচেও একটি সুড়ং খুড়ে মস্তবড় একটা ঘর তৈরী করেছিল। দরকার বোধে সেখানেও সে থাকতে পারবে এই ছিল তার ধারণা। অনেকেই সেই গুপ্তঘর তৈরী করেছিল চিয়াংলু তার অন্যতম মাত্র। এসব করেও কেউ শান্তি পাচ্ছিল না। সকলেই হতাশ হায় পড়ছিল। নূতন কংসীর মধ্যে যারা বাস করত তাদের মধ্যে লালো ভান্ এবং মাতাপূতাই হতাশ হয়নি। তারা পেট ভরে

খেত, বিকালে সরকারী সরকে গিয়ে পাইচারী করত এবং রাত্রে রেডিওতে পৃথিবীর সকল স্থান হতে সংবাদ সংগ্রহ করত।

একদিন দেখা গেল কতকগুলি চীনা দল বেঁধে নূতন কংসীতে কাজের জন্য এসেছে। এদের চালচলন দেখে অনেকেরই সন্দেহ হল, এরা নিশ্চয়ই গুণ্ডা এবং নূতন কংসী লুটবার জন্যই এসেছে। নূতন কংসীর কাছেই একটি পুলীশ ষ্টেশন ছিল। ফোনে সেখানকার ওসিকে চীনাদের আসার সংবাদ দেওয়া হল। মালয় ওসি জানিয়ে দিলে, দেখুন, এরা কি করে তারপর দরকার বোধে আমরা আসব, প্রস্তুত হয়ে আছি।

চীনারা এসেই লালোর কাছে গেল এবং বল্‌লে, মলয় দেশ নিশ্চয়ই জাপানীদের দ্বারা আক্রান্ত হবে, বৃটিশ মলয় দেশ রক্ষা করতে পারবে না, আমেরিকা যদি অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করে তবে চীনাদের প্রাণ বাঁচবে। এই ধরণের অনেক কথা বলে চীনারা চলে গেল।

সেদিন রাত্রে মাতাপূতা একাকী বসেছিল। তার পাশের ঘরে যারা থাকত তারা অন্যত্র গিয়েছিল। মাতা-পূতা যখন গভীর নিদ্রায় মগ্ন তখন কে যেন তার শরীরে হাত দিল। মাতাপূতা ভয়ার্থ চিত্তে চোখ মেলে কিছুই দেখতে পেলেনা কারণ ঘরে বাতি ছিলনা। মাতাপূতা সাহস করে তার হাতের কাছের টিপ বাতিটা উঠাল এবং চট করে তাই

জ্বেলে ফেলল। টিপ বাতির আলো ঘরের অনেক স্থানে পড়েছিল। কিন্তু কাছে আলো কম ছিল বলে পাশে কে দাড়িয়ে আছে দেখতে পেলনা। ঘরের চারিদিক দেখে আবার মাতাপুতা বালিশে মাথা রাখল। এবার কার উষ্ণ নিঃশ্বাস তার মাথার উপর পড়ল। মাতাপুতা পুনরায় টিপ বতি জ্বালল কিন্তু এবারেও কাউকে দেখতে না পেয়ে খাটের নীচের ডিজ বাতিটা জ্বেলে টেবিলের উপর রেখে ভাবতে লাগল, "এটা নিশ্চয়ই মানুষ, তান এবং তনাতিয়া বলছে ভুত বলতে কিছু নেই। যদি মানুষ হয় তবে আমার ভয় করার মত কিছু নেই। এখন কেউ বিয়ে করছে না, সকলেই অতি নিকটস্থ আত্মীয় ছাড়া সবাইকে বিদায় করে দিচ্ছে। মাতাপুতা এর বেশী এ সম্বন্ধে আর ভাবলে না, সে বাতি জ্বালিয়ে রেখেই শুয়ে পড়ল। সে রাত্রে মাতাপুতার ঘুমের আর ব্যাঘাত হল না। পরদিন সকালে দেখলে, অনেক লোক কংসী হতে চলে যাচ্ছে। চীনারা নীরবে মাথা নত করে নিজেদের মামুলী ব্যবহার্য্য দ্রব্য কেউ ঘারে করে আর কেউ হুইল বেরোতে বোঝাই করে রাজ পথের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। পায়ের কংসী থেকে দুজন আমেরিকান তাই দেখছে। চীনারা চলে যাচ্ছে যাক, এদের যাবার মত স্থান কোথাও নেই। কিন্তু কথা হল কাল রাত্রে কে তার ঘরে প্রবেশ করেছিল সেই লোকটিকে

খুজে বের করতে হবে। কংসীতে ছুটো দুশ্চরিত্র মালয় ছিল তারাও চলে গেছে। তারাই গভীর রাত্রে চুপি চুপি ফিরে এসে তার ঘরে প্রবেশ করেছিল? না, তা হতে পারে না। তারা আমেরিকানদের জমের মত ভয় করে। দেখা যাক আমেরিকানদের সংগে কথা বলে। এই ভেবেই সে ঘর হতে বের হল এবং চীনাদের কংসীতে গিয়ে একজন ইংলিশ জানা মালয়ের সাহায্য নিয়ে জন্সনের ঘরে গিয়ে গত রাত্রের কথা বলল।

জনসন্ মামুলি লোক মামুলি কথায় মাতাপুতাকে বুঝিয়ে দিল, এসব হল এক গেছের স্বপ্ন। এজন্য কোন চিন্তাই করতে নেই। লালো ছিল পাশের ঘরে। সে বের হয়ে এসে যখন সমুদয় ঘটনা শুনল তখন অনেকক্ষণ নীরব থেকে একটি মাত্র কথা বলল, সেই কথাটির মানে হল "মাতাপুতাকে কেউ ভাল বেসেছে। চীনা লোকটি সেই কথাটির আলোচনা করছিল। সে বললে লোকটা যদি মালয় হত তবে ঘর থেকে বের হয়ে যেতনা। যদি চীনা হত তবে এরূপভাবে না এসে মাতাপুতাকে সামান্য কিছু উপহার পাঠাত, জাপানী এ মুল্লুকে এখন আর নেই। ইণ্ডিয়ান কুলিরা এতটুকু সাহস করবে না। চীনা লোকটির কথা শুনে লালো একটু হাসলে এবং জনসনের দিকে একটা কুদৃষ্টি নিক্ষেপ করে নিজের ঘরে গিয়ে বসলে।

লালো পণ্ডিত লোক। হাওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে সে পড়ত। সিনিয়র কেম্‌ব্রিজের ষ্টেণ্ডার্ড সে রীতিমত পাস করেছিল। বি, এ পরীক্ষা দিতে পারেনি। অর্থাভাবই তার এক মাত্র কারণ ছিল। বি, এ সে ফেল করেনি। পরীক্ষা দিলে নিশ্চয়ই পাস করত। বি, এ পরীক্ষা দিতে না পেরে যখন সে ছুনিয়াটাকে অন্ধকার দেখছিল তখনই সে আধারের মধ্যে আলোর সন্ধান পায়। সে আণ্ডার গ্রেজুয়েট ক্লাবের সভ্য হয়ে সমাজ সেবায় মন দেয়। সমাজ সেবার কাজে নিযুক্ত থাকার সময়ই সে নানাদেশের বহু রকমের পুস্তক আনিয়ে পড়তে থাকে। এতে তার জ্ঞানের প্রসারণ হয়। জনসন যে দিন তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল ভালবাসা মানে কি, সেদিন লালো মহানন্দে কথা বলতে আরম্ভ করে। লালো প্রথম বসে কথা বলল, তারপর দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে ভাবের আবেগ প্রায় আধ ঘণ্টা বলল এবং সেই একই কথা। লালো যখন কথা বলছিল তখন জনসন লালোর কথা গিলছিল এবং মালয় দেশের নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে তাই হজম করছিল।

আগুনের আলো

জনসন মাইনিংএর কাজ বন্ধ করে দিয়েছে। তার কাজ বলতে কিছুই নেই। সুসেন সকল সময়ই কবিতা আওড়ায় এবং মালয় ভাষা শিক্ষায় ব্যস্ত থাকে। অ্যাফং এবং অ্যাটিন প্রায়ই মাছ ধবতে যায়। তান্ এবং তানতিয়া এসে আসর জমায়। মাতাপূতা এখন অন্য কংসীতে থাকেনা একই কংসীতে সকলের সংগে থাকে। সুসেন্ প্রায়ই "দেওয়া মানিস" শুনায়। জনসন্ মাতাপুতার মুখের দিকে চেয়ে থাকে। লালো অসহায় অথবা অকেজো হয়ে বসে থাকেনা। সে তার অনুচরদের নিয়েই ব্যস্ত থাকে।

লালো সংবাদ পেলে সিংগাপুরে রাফের হোটেলের অনেকগুলি বয় চলে গিয়েছে, শুধু হাইলাম্ বয়রা প্রভূভক্ত ভৃত্যের মত কাজ করে যাচ্ছে। হোটেলে লোক ভর্ত্তি হচ্ছে না। বয় বাবুর্চ্চির বড়ই অভাব, ইণ্ডিয়ানরা নিষ্ক্রিয় থাকায় বয় বাবুর্চ্চি খুজে পাওয়া যাচ্ছে না। যে সকল বয় চলে গেছে তাদের মধ্যে নাকি অনেকেই জার্মান অথবা জাপানী গোয়েন্দার কাজ নিয়েছ। সুরবায়া, বাতাভিয়া হতে অনেক ডাচ যাদের মালয়রা ব্লাণ্ডা তারা সিংগাপুরের ভির করেছে। ইটিং, হাউস, এমন কি ছোট খাট চীনা হোটেলেও লোকে লোকারণ্য হয়ে উঠছে। সকলেই খেতে চায়, শুতে চায়, কিন্তু কেউ উনুন ধরাবার

কাজ নিতে আসছিল না। ক্রেতা বেশী বিক্রেতা কম। সেজন্যই হোটেলে থাকার দৈনিক ভাড়া বেড়ে যাচ্ছিল।

উত্তর মালয় হতে প্রায়ই ভয়াবহ সংবাদ আসছিল। শ্যামরা তাদের রাজ্য ত্রেংগানু কেলেন্তান্, কেডা, পেরা এবং পারলিস্ দাবি করছিল। বৃটিশসিংহের চারিদিকে বেড়া জাল ফেলা হচ্ছিল। অনেক বৃটিশ শিশু এবং স্ত্রীলোক ভারতের দিকে পালিয়ে যাচ্ছিল। প্রাপ্ত বয়স্কদের কোথাও যেতে না দিয়ে তাদের হাতে বন্দুক তুলে দেওয়া হচ্ছিল। যে সকল জার্মান সিংগাপুর অথবা মালয় দেশে বাস করছিল তাদের আটকে রাখা হচ্ছিল।

সকলের মনেই ত্রাস, কখন কি হয়। কিন্তু ত্রাস এবং ভয়ের মধ্যেও দৈনন্দিক কাজ চলছিল এমন কি বিয়ের কাজ পর্য্যন্ত চলছিল।

সিংগাপুরে বসবাস করা অনেকেই ভাল হবে মনে করছিল না, সেজন্য অনেক ইউরোপিয়ান্ যাদের ইণ্ডিয়ার দিকে চলে যাবার কোন সুযোগ ছিলনা তারা বড় বড় রবর বাগিচায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হচ্ছিল। ইউরোপিয়ানদের ভীতিপূর্ণ চলাফেরা দেখে মালয়রা আনন্দে বগল বাজাতে কসুর করছিল না। কিন্তু এর পরে কি হবে সে কথাও কেউ চিন্তা করছিল না। কারো ভাদ্রমাসের আনন্দ আর কারো সর্বনাশ হতে রক্ষা পাবার চিন্তা। এই ধরণের

কর্মপদ্ধতি এবং চিন্তাধারা যখন মানুষের মনে বিরাজ করছিল তখন মাতাপুতা তার নিজের ঘরের ভেতর বসেই তানের সংগে কথা বলে সময় কাটাচ্ছিল। তান্ মাতাপুতাকে বোন বলত, এবং মাতাপুতা তান্‌কে বড়ভাই বলত। যখন কোনও মেয়েলোক কোনও পুরুষ লোককে বড়ভাই সম্বোধন করে, মালয় প্রথামতে তাদের মধ্যে কোন মতেই বিয়ে হতে পারে না। বড়ভাই মানেই হল নিজের সহদোর ভাই। তান্ এবং মাতাপুতার ভ্রাতৃ সম্বন্ধ স্থাপন হবার পর তারা একই ঘরে থাকত এমন কি তাদের গোপন বৈঠকও মাতাপুতার ঘরেই হত। জনসন্ গোপন বৈঠকে কখনও যোগ দিত না। সে বলত এসব বাজে কথায় থাকতে সে রাজি নয়, লালো যখনই যা আদেশ করবে তখনই সে মাথা পেতে প্রতিপালন করবে। সেজন্য জন্‌সনকে কেউ গোপন বৈঠকে ডাকতও না।

যেদিন জাপানীরা ইপো দখল করল সেদিন জন্‌সন এবং মটো একত্রে বসে ঠিক করল, তাদের প্লেন এবং যার কাছে যা গোপনীয় দলিল আছে সবগুলিই নষ্টকরে দেওয়া ভাল হবে। জনসন্ প্রথমত একটু আপত্তি করল কিন্তু মটো যখন বুঝিয়ে দিলে প্রস্‌পেক্‌টিং সম্পর্কে যত রকমের প্লেন্ এবং অন্যান্য কাগজ আছে তা রাখাই ভাল কিন্তু এ ছাড়া আর যদি কিছু থাকে তবে নষ্ট করাই কর্ত্তব্য। অনেক-

ক্ষণ চিন্তা করে আলীরাজার দেওয়া প্লেন এবং সাংকেতিক অক্ষর যুক্ত কাগজগুলি জন্‌সন প্রজ্বলিত আগুনে নিক্ষেপ করে বলল "এই যা ছিল সবই আগুনে আহুতি দিলাম। তোমার কাছে কি সেরূপ কিছু আছে ?

না জন্‌সন, আমি একজন পাঁকা ইন্‌জিনিয়ার আমাদের কাছে গোপনীয় কোন কাগজ থাকেনা। মাইনে করা চাকর লুকিয়ে রাখবার মত কিছুই নেই। আমাদের কাজ এখানেই শেষ। দুজন দুপথের পথিক ছিলাম, হয়ত আবার পৃথক হতে বাধ্য হব, কিন্তু মনের গড়মিল হবার সম্ভাবনা খুবই কম ; কেমন তাই নয় কি ?

হ্যাঁ তাই, দেখত কে দৌড়ে আসছে ?

মটো বললে এ যে আমাদের অ্যাফং তার আবার, কি হল ?

অ্যাফাং দৌড়ে এসে বললে আজই আমাদের পালাতে হবে, নতুবা জাপানীরা আমাদের ঘেরাও করে ফেলবে।

মটো বললে একটু সবুর কর, শুনতে পাচ্ছি জাপানীরা এখনও ইপোর অনেক দূরে আছে। আসুক না তারা আমরা ত স্থলপথে যাব না, আমাদের যেতে হবে জলপথে। এত চিন্তা করলে চলবে না। যদি দরকার মনে কর তবে তুমি এবং অ্যাটিন মোটরে করে সিংগাপুরে গিয়ে চিয়াং লুং-এর বাড়ীতে অপেক্ষা কর।

তাই হউক। আমরা চলে যাব, কিন্তু সুসেন এখানে থেকে কি কাজ করবে?

সুসেনকে জিজ্ঞাসা কর, তার কাজ কি?

সুসেন অন্য ঘরে ছিল, তার নাম ক্রমাগত উচ্চারিত হচ্ছে শুনে সে মটোর ঘরে আসল এবং ব্যাপার কি জানবার জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করল। অ্যাফাং বললে, "শুনতে পাচ্ছি জাপানীরা এদিকে আসছে, এমতাবস্থায় আমাদের পালানোই দরকার।

ওহো সেকথা, কোথায় পালাল? আমার আবার পালানো, কোথাও যাবনা, যেখানে আছি সেখানেই থাকব; আফাং ভয়ের কোন কারণ নেই, মালয় ভাষা শিখে নিয়েছি, মালয়দের সংগে মিশে গিয়ে তারা যা করে আমি ও তাই করব।

তাই কর সুসেন। তোমাকে দেখবার দায়িত্ব ছিল, আমরা সেই দায়িত্ব হতে মুক্ত। আষ্টার হোটেলে ইউরোপীয়ানরা থাকে না, এখন সেখানে থাকে জাপানী, অতএব আমাদের যেমন আষ্টার হোটেলের সংগে কোন সম্বন্ধ নেই, মটোর দিকে তাকিয়ে আফাং বললে আপনার সংগে এখন থেকে আর সেই সম্বন্ধ থাকল না, এখন থেকে আমরা একে অন্যে বন্ধু, কেমন তাই নয় কি?

নিশ্চয়ই অ্যাফাং এখন তুমি আমরা বন্ধু, একে অন্যকে বিপদে আপদে সাহায্য করব। হয়ত দরকার বোধে একত্রে

থাকব। এর বেশী আর কি বলা যেতে পারে। এখন তোমরা সিংগাপুর যাও এবং চিয়াং লুএর বাড়ীতে গিয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা কর।

অ্যাফাং সময় নষ্ট না করে লালোর কেনা টড্ কোম্পানীর মোটর হাকিয়ে রওয়ানা হবার পূর্বে পুণরায় মটো এবং সুসেনের সংগে সাক্ষাৎ করল। মটো অ্যাফাংকে গোপন কথা বলে বিদায় দিল। অ্যাফং অ্যাটিনকে নিয়ে সিংগাপুর রওয়ানা হল।

অ্যাফং এবং অ্যাটিন চলে যাবার পর লালো একটু চিন্তিত হয়ে পড়ল। জন্সন সব সময়েই আন্মনা হয়ে থাকত। তার কার্য্যক্ষনতা কমে গিয়েছিল। তাকে যে রোগে পেয়েছিল সেই রোগ যাকে একবার পায় কোন মতেই সারে না। মুক্ত বাতাসে জন্সন বেড়াত এবং যখনই দরকার মনে করত নখনই তার নিজের সেলুনকার ভাল করে দেখত। সে যেন নিজের সেলুনকারের উপরেই নির্ভর করত।

কয়েকদিন পর তান্ এসে লালোকে বললে এখন আমাদের সিংগাপুর যাবার সময় হয়েছে। সেখানে গিয়েও আমাদের কিছু কাজ করতে হবে তারপর নিতে হবে আশ্রয়, জহোরের জংগলে। আজ না হয় আগামীকল্য আমরা এখান থেকে রওয়ানা হব।

তানের উরর লালোর অঘাদ বিশ্বাস ছিল। তানের কথা শুনে লালো, জন্সন, মটো এবং সুসেনকে ডেকে পাঠাল তারা

সকলেই আসল। লালো গম্ভীর হয়ে সবাইকে আদেশ দিলে "আগামী কল্য সকালে আমরা এখান থেকে রওয়ানা হব, সকলেই প্রস্তুত হয়ে থাক। জন্‌সনের সেলুন কারই আমাদের যথেষ্ট হবে।"

সুসেন বললে যথেষ্ট নয় লালো তেমোদের পক্ষে জন্‌সনের সেলুন কার যথেষ্ট হতেও বেশি হবে।

তোমার কথার অর্থ কি সুসেন, লালো সুসেনকে জিজ্ঞাসা করলে।

আমার কথার মানে হল আমি তোমাদের সংগে যাব না এই এলাকাতেই আমি থাকব এব দরকার হলে শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করব। তোমরা যাচ্ছ জংগলে আমিও থাকব জংগলে। তোমরা সেখানে লুকিয়ে থাকবে। অমি এখানে প্রকাশ্যে জাপানীদের নাকের উপর বসে আনন্দ করব। দরকার হলে তান আমাকে খুজে বের করবে।

লালো বললে তাই হবে সুসেন্ তুমি এখানে থাকতে পার।

পরদিন সকালে নয়, রাত থাকতে লালো এবং অন্যান্য সকলকে নিয়ে সিংগাপুর রওয়ানা হল। পথে তাদের কোন কষ্ট হল না। শ্বেতকায় দেখামাত্র সকলেই তাদের পথ ছেড়ে দিল। সিংগাপুর পৌছে লালো রাফেল্স হোটলে স্থান নিলে কিন্তু বয়ের কাজ তাকেই নিতে হল। বয়ের কাজ শুধু লালোই

করত না। মাতাপোতা বিছানা তৈরীর কাজটি বেশ ভাল ক.রেই জানত এবং সে তা করত।

রাফেল হোটেলে পৌছার পরদিনই তান্ চিয়াং লুর সংগে দেখা করল, চিয়াংলু তান শ্রেণীর লোকের সংগে তার গোপন কক্ষে কথা বলতে ভালবাসত। চিয়াংলু তার গোপন কক্ষটি তানকে দেখিয়ে বড়ই আরামবোধ করতে লাগল এবং প্রকারান্তরে বলে ফেলল এই ধরণের গুপ্ত কক্ষে থাকলে তাদের ভয়ের কোন কারণই থাকবে না।

স্বল্পবুদ্ধি চিয়াংলুর কথা শুনে তান্ মনে মনে হাসলে এবং প্রকাশ্যে বললে, এখানে যদি থাক তবে মৃত্যু অনিবার্য। জংগলের স্থানটা আমি দেখে এসেছি সেখানেই আমরা সকলে গিয়ে থাকব সেজন্য আমাকে কয়েকটি লোক দাও যারা গোপনে অন্তত তিন বৎসরের খাদ্য সেখানে নিয়ে রাখতে পারে। চিয়াংলু তার নিজের বাড়ি ছেড় দিতে ইচ্ছুক ছিল না, তবুও লোক যারা এক সংগে থাকবে তাদের সংখ্যা গুনে দেখলে, মাত্র পনরজন। পনর জন লোকের পাচ বৎসরের উপযুক্ত খাদ্য কেনার টাকা চিয়াংলু কি তান্ দেবে তাই হল সমস্যা। অবশেষে তানই মুখ খুলতে বাধ্য হল। তান বললে তোমাকে টাকা দিতে হবে না, লালোই সব খরচ বহন করবে। চিয়াংলু এতে সুখী হল এবং তার অতিবিশ্বস্ত তিনটি লোকের সাহায্যে নানা রকমের খাদ্য জহোরের জংগলে পাঠাতে লাগল। দুই সপ্তাহের মধ্যেই

খাদ্য প্রেরণ শেষ হবার পর লালো একদিন নিজে গিয়ে স্থানটা দেখে আসল এবং মটোকে বললে "আমরা যে স্থানে থাকব সেখানে জাপানীরা আমাদের খুজে বের করতে পারবে না। আসল কথা হল যতদিন সম্ভব হয় ততদিন আমরা সেখানে থাকব, কি বল মটো ?

নিশ্চয় ললো, তাড়াতাড়ি জংগলে গিয়ে লাভ নেই। কিছু ঔষধের ব্যবস্থা করেছ কি ?

নিশ্চয়ই, প্রায় দু হাজার আমেরিকান্ ডলারের ঔষধ কিনেছি তাতে কি আমাদের হবে না ?

লালো এবং মটো যখন ঔষধের কথা বলছিল তখন জন্সন জিজ্ঞাসা করল, ধরে নাও, জাপানীরা জাহাজ থেকে নামতে অরম্ভ করল তখন আমরা পালাব কোন পথে ?

লালো বগলে জাপানীরা এখানে জাহাজে আসবে না তারা আসবে জহোর থেকে। জহোরে জাপানীরা পৌছবার পূর্বেই সিংগাপুরে এরোপ্লেন হতে নানা রকমের বোমা ফেলবে। তখনই আমরা পালাব।

জন্সন্ বললে এখন ও বৃটিশের নেভেল বেস্ সচল শেষটায় হয়ত ইজ্জত রক্ষা করতে পাঁরবে।

মাতাপূতা ইংলিশ কমই বুঝত তবুও সে এখন আর নীরবে বসে থাকে না। সে লালোকে বল্লে "তোমরা যেখানে গিয়ে কয়েক বৎসর থাকবে মনে করেছ, সে স্থানটা আমি দেখতে

চাই, স্থান দেখে আমি বলতে পারব সেখানে লুকিয়ে থাকা সম্ভব হবে কি না ?

লালো বললে, তান্ চলনা, একবার সকলে মিলে স্থানটা দেখে আসি।

তান্ প্রতিবাদ করল এবং মাতাপূতাকে বললে" আমি দেখে এসেছি। সর্বত্রই জল এবং কাদা। সেদিকে কেউ যাবে না। "সোয়াম্পি লেণ্ড" যাকে বলা হয় এবং এই ইংলিশ শব্দটি যা ব্যক্ত করে, স্থানটি সেরূপই। ছোট বোন তোকে বলছি, যেখানে থাকার ব্যবস্থা করছি তা একেবারে "তানা লিয়াত" কর্দম ভূমি, সেখানে বৃটিশ যেমন যায় না জাপানীরাও যাবে না। কয়েক মাইল দূরেই একটি ছোট্ট পাহাড়। পাহারটির চারিদিকে ও কর্দম ভূমি। আমাদের যখন দরকার হবে তখন আমরা সেই পাহাড়টাতে উঠে গিয়ে বেড়িয়ে আসব। ভাবিস্ না সেখানে গিয়ে তুই বসে বসে দিন কাটাবে। অনেক কিছু করতে হবে তারপর বাঁচতে হবে।

তান্ যখন কথা বলছিল তখন জন্‌সন এগিয়ে এসে তানের কাছে দাড়াল। জনসন তানের কথা মন দিয়ে শুনছিল এবং ভাবছিল নিউইয়র্কের কথা। নিউইয়র্ক তার বাল্যের ক্রীড়া ভূমি, পরম আনন্দের এবং তৃপ্তির স্থান। সেখানে যদি মাতাপূতাকে নিয়ে যেতে পারে এবং ভাল একখানা সাড়ি পড়িয়ে বেড়াতে পারে তবেই হবে তার জীবনের সার্থক। সেই

আশা পূর্ণ করার জন্যই সে নানা রকমের ফন্দি আটলে কি হবে, লালোর আদেশ ছাড়া এক পা নড়বার ও জন্‌সনের ক্ষমতা ছিল না। জনসন্ মাতাপুতাকে নিয়ে পালাবার ইচ্ছা করছিল কিন্তু পেরে উঠছিল না কারণ চারদিক থেকে জাপানী এবং বৃটিশ রণভেরী বেজে উঠছিল এবং সেই রণভেরীর উচ্চ নিনাদ সাধারণ লোককে পাগল করে তুলছিল। জন্‌সন সময়ের অপেক্ষায় থাকল।

এই ঘটনা ঘটবার কয়েক দিন পর মটো এবং অ্যাফং একটি চীনা চায়ের দোকানে বসে খাচ্ছিল। নানা জনে নানা কথা বলছিল। এক জন ইণ্ডিয়ান চিৎকার করে বলছিল "আর বেশি দিন নয়, জাপানীরা আসছে তখন তোমাদের সুখনিদ্রা ভাংগবে।" লোকটি মটোকে লক্ষ্য করেই কথা বলছিল। মটো ইণ্ডিয়ানদের এত ক্রোধের কারণ খুজে পাচ্ছিল না। আফংকে লক্ষ্য করে মটো বললে "ইণ্ডিয়ানরা বেশ আনন্দ করছে সেদিকে কি তোমার দৃষ্টি পড়েছে?"

নিশ্চয়ই, এদের আনন্দের দিন আসছে। আমাদের দেশে যদি বিদেশের লোক এসে ক্ষেপিয়ে না তুলত তবে কি আমরা জাগতাম? রুশ, জাপান, বৃটিশ, এমেরিকান্ পর্তগীজ, ফরাসী, কে না আসছে? ঘাতপ্রতিঘাতে জাতের শক্তি বাড়ে। ইণ্ডিয়ান্‌রা বর্তমানে যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থাকে বলে "গভীর নিদ্রা।" মহাত্মা গান্ধীর অহিংসা এবং

মার খাওয়া এটা হচ্ছে নিদৃত ব্যক্তির ঘুমের মামুলী ব্যাঘাত। এরা তোমাকে লক্ষ্য করে কটুবাক্য বলছে সেজন্য আমি দুঃখিত হব না, দেখবে ঘাতপ্রতিঘাতে মালয়েশিয়া এবং ইণ্ডিয়ান্‌রা জেগে উঠবে, যদি কেহ সেজন্য ধন্যবাদ পাবার থাকে তবে পাবে জাপানী। জাপানীরা ধন্যবাদ পাবে যুগযুগান্তের পর। মন্দ হতেই ভালর উৎপত্তি যারা বুঝতে পারে তারাই জাপানীদের ধন্যবাদ দেবে, অন্যান্য সকলেই জাপানীদের ঘৃণা কয়বে।

মটো এবং অ্যাফং এর খাওয়া শেষ হল না, হটাৎ সাইরেণ বেজে উঠল। সকলেই মাটিতে উপুর হয়ে শুয়ে থাকল। সাইরেণ প্রায় আধ ঘণ্টার মত ছিল। অনেক গুলি বোমা পড়েছিল। শহরেয় অনেক ক্ষতি হয়েছিল! সাইরেণের শেষে অ্যাফং এবং মটো হোটেলে গিয়ে দেখলে সকলেই শহর ছেড়ে পালাতে প্রস্তুত হয়ে আছে। অ্যাফং সকলকেই স্থির হতে বল্‌ল এবং লালোকে বললে আজ রাতই আমরা এখান থেকে চলে যাব।

বিকালের দিকে আফং চিয়াংলুংএর বাড়িতে গেল এবং দেখতে পেল চিয়াংলুং জংগলে যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। আফংকে দেখে চিয়াংলু জিজ্ঞাসা করলে তোমরা কখন যাবে?

আজই, তবে অন্ধকার রাত্রে বের হব ঠিক করেছি। শুনতে পাচ্ছি আমাদের পথের পাশে জাপানী জাহাজ টহল

দিচ্ছে সেজন্যই রাতে যেতে মনস্থ করেছি। তোমরা কুলির পোশাক পড়ে যেয়ো, যাতে কারো সন্দেহ না হয়।

তাই ত করছি, আমার পোষাকটা কি ভদ্র লোকের ?

অ্যাফং বললে, ঠিক আছে, এখন বিদায়।

বিদায় ভায়া।

সন্ধ্যার পর থেকে ভারতীয় সেপাই সিংগাপুরের পথে টহল দিতে আরম্ভ করল। সেই টহল দেখার মানে কিছুই হয় না। পথে লোক ছিলনা। বিজলী বাতি না থাকায় সিংগাপুর শ্মশানপুরীতে পরিণত হয়েছিল। তান্, মটো, জন্সন, লালো নিজ নিজ অটোমেটিক পিস্তল লোড্ করল। মাতাপুতাকেও একটা ছোট পিস্তল দেওয়া হল। জন্সন পিস্তল এবং একটি ভাল টমিগান ঘাড়ে করে অন্ধকারের মধ্যে পথে বের হল। অতি সন্তর্পণে পায়ে হেঁটে তারা তান্জংপাগারের একটি ঝোপের কাছে সামপানে উঠল। ঝোপের শেষ সাগরে। দুদিকে সমুদ্র বৃক্ষের বন। নৌকা ছেড়ে দেবার পর অন্ধকার আরও বেশী মনে হচ্ছিল। চীনা মাঝি সাগরে যাবে না, ছোট ছোট খাল এব সামুদ্রিক নদী ধরেই গন্তব্য স্থলের দিকে চলবে। পথে মাইল খানেক পথ, সাগরে পারি দিতে হবে। তারও ব্যবস্থা হয়েছিল। চীনারা নাকে মুখে রং দিয়েছিল। যাত্রীর ত্রিপালের নীচে আশ্রয় নেবার বন্দোবস্ত হয়েছিল। মাঝি

ঘণ্টা দুই নৌকা চালিয়ে একটু বিশ্রাম করছিল। লালো নিজের ফ্লাস্ক থেকে কাফি যখন সকলকে দিচ্ছিল তখন দেখতে পেলে জনসন এব মাতাপূতা পাশাপাশি বসে আছে। এতে লালো কোন আপত্তি করল না।

কাফি খাওয়া হয়ে গেলে সকলেই সিগারেট ধরাল। সিগারেট ধরিয়ে লালো তৃপ্ত হল এবং বলল এরূপ ভাবে পলায়ন আমার জীবনে কখনও হয়নি, এই প্রথম। হঠাৎ সাইরেনের শব্দ শুনা গেল। অনেকগুলি জাপানী এরোপ্লেন আকাশ ছেয়ে ফেলল। তারপর আরম্ভ হল গোলা এবং গুলি বর্ষণ সেই গোলা গুলি যখন ফাটছিল তখন খালের জলে ঢেউ উঠছিল। সকলেই নিজের বেলেন্স ঠিক রাখবার জন্য একে অন্যের হাত ধরেছিল। কিছুক্ষণ গোলা বর্ষণের পর জাপানী বোমার বিমান চলে গেল। নৌকোর উপরে উঠে জনসন দেখতে পেলো কুণ্ডুলী পাকানো ঘন কৃষ্ণ ধোঁয়া দ্রুত সরে যাচ্ছে আর সমস্ত আকাশকে লাল করে দিয়ে দেখা যাচ্ছে লেলিহান আগুনের আলো।

—শেষ—